দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৮৫ ॥ ২৩ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৭ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৯ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক : রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : নিরাপদ ও উন্নত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম নিয়ামক বলে উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। একইসঙ্গে সড়ককে দুর্ঘটনামুক্ত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) রাষ্ট্রপতি জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। দেশের সড়ক ও মহাসড়কে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৪' পালিত হচ্ছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আজারবাইজানের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে মঙ্গলবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে আজারবাইজানের রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসেনলি সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে আজারবাইজানের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসেনলি। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। বৈঠকে বাকুতে আসন্ন 'সিএপি-২৯' শীর্ষ সম্মেলন, জ্বালানি, বাণিজ্য, ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর দাবি জানান। তিনি আজারবাইজানীয় জনগণ, এর নেতৃত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তার দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন।

দেশের মধ্যে একটি পরিকল্পিত বিমান পরিষেবা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজারবাইজানের রাজধানীতে 'সিএপি-২৯' শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যেখানে কমপক্ষে ৩২ হাজার লোক প্রধানত জলবায়ু অর্থের কণ্টকাকীর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আসবেন। রাষ্ট্রদূত হুসেনলি দুই দেশের মধ্যে গভীর বাণিজ্য সম্পর্কের ওপর জোর দেন এবং বাকু 'নতুন সুযোগ' এবং আরও ব্যবসার জন্য দরজা খোলার উপায় খোঁজার কথা বলেন। তিনি বলেন, জুন মাসে বাকুতে দুই দেশের মধ্যে পররাষ্ট্র দফতরের একটি আলোচনা হয়েছে। আজারবাইজান বাংলাদেশের সঙ্গে একটি বিমান পরিষেবা চুক্তি সই করতে চেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজারবাইজানকে 'একটি ভালো বন্ধু' বলে অভিহিত করেন এবং

প্রশিক্ষণে শৃঙ্খলাভঙ্গ সারদায় পুলিশের ২৫২ এসআইকে অব্যাহতি

রাজশাহী প্রতিনিধি : শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহীর সারদায় পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০তম ক্যাডেট ব্যাচের ২৫২ উপ-পরিদর্শককে (এসআই) অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে প্রশিণার্থীদের স্থায়ী ঠিকানায় এ বিষয়ক চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। চিঠিতে অব্যাহতির কারণ হিসেবে শৃঙ্খলা ভঙ্গে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫২ জন এসআই ক্যাডেটকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বর ৮২৩ জন ক্যাডেট এসআই সদস্যদের ট্রেনিং শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে ২৫২ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৪ নভেম্বর। গত ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা, রাজশাহীতে শিক্ষানবিশ পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব ইজতেমা আগামী জানুয়ারিতে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী জানুয়ারি মাসে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির তৃতীয় সভায় এ কথা জানান তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আগামী জানুয়ারি মাসে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে। তবে তারিখ এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। বিশ্ব ইজতেমা কীভাবে ভালোভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনারা জানেন, বিশ্ব ইজতেমায় এখন দুটি গ্রুপ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মতেরও পার্থক্য আছে। তিনি বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে বসব, যাতে তারা সবাই ঐকমত্যে এসে ভালোভাবে (ইজতেমা) করতে পারে। এটি খুবই ভালো একটা আয়োজন, আমাদের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য বিরাট অনুষ্ঠান। এখানে বহু হুজুর যান এবং বহু দিকনির্দেশনা আসে। আমরা তাদের অনুরোধ করব। তিনি বলেন, আমরা তাদের বলব, আপনাদের নিজেদের মধ্যে যে সমস্যাটা রয়েছে, তা নিজেরা সমাধান করতে পারলে আমাদের জন্য ভালো। আর যদি নিজেরা সমাধান করতে না পারেন, তাহলে আমরা বসতে পারি, কীভাবে সমাধান করে আয়োজনটি ভালোভাবে করা যায়, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয়; বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সার্বিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়; সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ; অস্ত্র জমা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান

২-এর পাতায় দেখুন

১৭ প্রতিষ্ঠানসহ সালমান পরিবারের নথি তলবে ৭০ সংস্থায় চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান এবং তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মালিকানাধীন ১৭ প্রতিষ্ঠানের ঋণসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তলব করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাতসহ হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে দুদক উপ-পরিচালক ও অনুসন্ধান টিম প্রধান মো. মনজুর আলম ওই তলবি চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। চিঠিতে ৬৩টি সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাজউক, গণপূর্ত ও রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন দপ্তরে পৃথক পৃথক চিঠিতে নথিপত্র তলব করা

২-এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে সক্রিয় দালালচক্রের মাধ্যমে পালাচ্ছে পতিত সরকারের দোসররা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগষ্ট গণহত্যার অভিযোগে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনা, সাবেকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জান খানসহ ৫০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পারোয়না জারির পর অদৃশ্য হয়ে যান অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রী, এমপি ও আমলারা। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাজানো প্রশাসনের সহযোগিতায় অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রী এমপিরা নির্বিঘ্নে দেশ ছেড়ে পলিয়েছেন। জানা যায়, বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে দুই দেশের দালাল সিন্ডিকেটের সহযোগিতায় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ৫ আগস্ট গভীর রাতে ঢাকা থেকে যশোরে একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। পরদিন ৬ আগস্ট ভোরে প্রশাসনের বিশেষ নিরাপত্তা বলয়ে সীমান্ত ভারতে প্রবেশ করেন। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে যশোর ও বেনাপোলের দায়িত্বশীল সুত্র এ তথ্য নিশ্চিত করে। সূত্র জানায়, সুরক্ষিত একটি সড়ক পথ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিশেষ যানবাহন চড়ে ভারতে পালিয়ে যান ওবায়দুল কাদের। নারায়ণগঞ্জের আলোচিত এমপি শামীম ওসমান পটখালী ঘাট এলাকা দিয়ে বাদামি রংয়ের ইরানি বোরকা ও চটি জুতা পরে ভারতে পালিয়ে যান।

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের এক সপ্তাহ পর একটি ভিডিয়োতে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজারে তাকে ঘুরতে দেখা যায়। তার আগে সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী নওফেল ও আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া তার এক স্বজনের বাসায় গিয়ে ওঠেন। গত জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় কোটা সংস্কার ছাত্রদের চলমান আন্দোলনে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসুচিতে প্রকম্পিত ওয়ে ওঠে সারাদেশ। আন্দোলন দমাতে আওয়ামী সরকারের দলীয় বাহিনী, বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী এবং আইনশৃংখলা বাহিনী আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের তুলে নিয়ে যায়। শুরু হয়

২-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনে নিহতদের পরিবার-আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে রুল

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের পরিবার ও আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আন্দোলনে আহত এক ব্যক্তির রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র, আইন সচিব, অর্থ সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক ও ঢাকা জেলা প্রশাসককে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী রওশন আলী। গত ৯ অক্টোবর পাঁচটি বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন উত্তরা এলাকার বাসিন্দা মনির মুন্না। রিটের পর আইনজীবী রওশন আলী

২-এর পাতায় দেখুন

ট্রাইব্যুনালে ১২ মামলা করবে গণঅধিকার পরিষদ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় সারাদেশে নিজেদের ১২ জন নেতাকর্মী নিহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে পৃথক ১২টি মামলা দায়ের করবে গণঅধিকার পরিষদ। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এ তথ্য জানান গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সারাদেশে গণঅধিকার পরিষদের ১২ নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউরের পরামর্শ অনুযায়ী পৃথক ১২টি মামলা দায়ের করা হবে। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা-গণহত্যার অভিযোগ আনা হবে। গণঅধিকার পরিষদের এ নেতা আরও বলেন, আমাদের দলের আইনজীবীরা এরই মধ্যে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এ সময় গণঅধিকার পরিষদের

২-এর পাতায় দেখুন

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতার বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি ৩০ অক্টোবর

স্টাফ রিপোর্টার : সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বৈধ না অবৈধ এ বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানির জন্য আগামী ৩০ অক্টোবর তারিখ ধার্য করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে জারি করা রুলের দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। পরে বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানির এ দিন ধার্য করেন। গত ২০ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। জনস্বার্থে করা এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর

২-এর পাতায় দেখুন

হাফ ভাড়া নিয়ে বিতণ্ডা ৩০ বাস আটকালো ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : হাফ ভাড়া দিতে চাওয়ায় ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে ফেলে দেওয়ায় তার পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এরই প্রতিবাদে 'ভিআইপি' পরিবহনের ৩০টি বাস আটকে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে বাসগুলো আটক করে কলেজের মূল ফটকের সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখেন তারা। জানা গেছে, বাসের ধাক্কায় আহত হন শিক্ষার্থী সাবিত। তিনি ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী। বাস থেকে পড়ে তার দুই পা কেটে রক্তক্ষরণ হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বলেন, 'আমি আজিমপুর থেকে কলেজে আসার উদ্দেশ্যে ভিআইপি

২-এর পাতায় দেখুন

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের ব্যাটারি জব্দ, তার ছিঁড়ে দেয়াসহ নানা জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবাদে ও বিআরটিএ কর্তৃক লাইসেন্স-যৌক্তিক রুট পারমিট প্রদানের দাবিতে মঙ্গলবার ধানমন্ডি-১৯ বাসস্ট্যান্ডে রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন মানববন্ধন ও গণমিছিল করে।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায় আরও ৩ জনের সাক্ষ্য

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ আট জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা নাইকো দুর্নীতি মামলায় আরও তিন জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা হলেন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ আবুল কাশেম, সাবেক মহাপরিচালক সৈয়দ আহমদ হাক্কানী, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেডের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহাঙ্গীর কবির। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ৯ নম্বর (অস্থায়ী) বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মুহম্মদ আলী আহসানের আদালতে সাক্ষ্য দেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য ছিল। খালেদা জিয়ার পক্ষে তার আইনজীবী হাজিরা দাখিল করেন। এরপর ওই তিন জন সাক্ষ্য দেন। পরে তাদের জেরা করেন আসামি পক্ষের

২-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকে সাড়ে ৯ হাজার সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে সাড়ে ৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়, সচিব কমিটি ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অনুমোদন পেলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি থেকে মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) এ তথ্য জানা গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃজন বিষয়ে ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৯ হাজার ৫৭২টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নাসিমা ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত চিঠিতে

এ নিয়োগের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্মতিসহ সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশও গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন নিতে বলা হয়েছে। পদ সৃজনের আদেশ জারির পর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অনুমোদন দেবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আদেশ অনুসরণ করতে হবে। সৃজন করা পদগুলো পদোন্নতিযোগ্য হওয়ায় আবশ্যিকভাবে সৃজিত পদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে পদোন্নতির প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। পদ সৃজনের পৃষ্ঠাঙ্কিত জিওর কপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে পাঠাতে হবে। পদ সৃজনের সরকারি মঞ্জু-রিপত্রে জনপ্রশাসন

২-এর পাতায় দেখুন

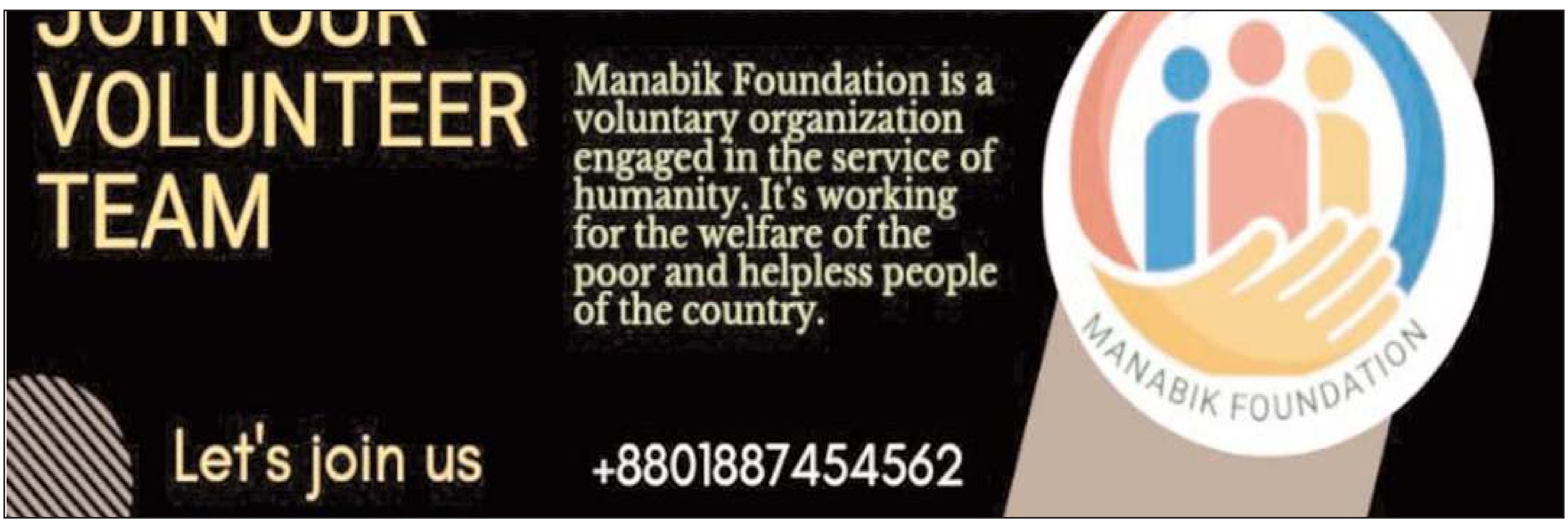

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ২৩ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৭ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

বাড়বে আমানত ও ঋণের সুদহার

জিনিসপত্রের দাম কমাতে নীতি সুদহার বাড়াল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে নীতি সুদহার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ব্যাংকগুলো যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার করে তখন তার সুদহার ঠিক হয় রেপোর মাধ্যমে। আর রিভার্স রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে সুদ হারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়, তাকে বলে ব্যাংক রেট। রেপো রেট বৃদ্ধি করায় ব্যাংকগুলোর অর্থ নেওয়ার খরচ বাড়বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলো যে টাকা ধার করে, তার সুদহার বাড়বে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোতে রাখা আমানত ও ব্যাংকঋণের সুদহারও বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নীতি সুদহার বা রেপো রেট দশমিক ৫০ শতাংশ পয়েন্ট বাড়িয়ে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলো যে টাকা ধার করবে, তার সুদহার বাড়বে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক আরও সংকোচনমূলক মুদ্রা সরবরাহের পথে হাঁটছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নীতি সুদহার করিডরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার ১১ শতাংশ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ১১ দশ?মিক ৫০ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া নীতি সুদহার করিডরের নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার ৮ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮ দশ?মিক ৫০ শতাংশে বেসিস পয়েন্ট করা হয়েছে। এতে বলা হয়, নীতি সুদহার বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত ২৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে দেশে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ১৫ থেকে বেড়ে ৯ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ২০২২ সালের মে মাস থেকে বেশ কয়েকবার সংকোচনমূলক নীতি অনুসরণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং পলিসি রেট বাড়াচ্ছে। নীতি সুদহার বাড়ানোর ফলে ব্যাংক ঋণের সুদ বেড়েছে এবং ঋণ নেওয়া আগের চেয়ে ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

খুলনায় কলেজছাত্র হাসিব হত্যা মামলায় ২১ জনের যাবজ্জীবন

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনায় কলেজছাত্র হাসিবুর রহমান নিয়াজ হত্যা মামলায় ২১ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) খুলনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-৩ এর বিচারক আব্দুস ছালাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের সরকারি কৌঁসুলি ?রোমানা তানহা। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেনড় সৈকত, মো. মেহেদী হাসান রাব্বি, অন্তু, মো. সাজ্জাত হোসেন, ইমদাদুল ইসলাম হৃদয়, মো. আরিফ ওরফে চোরা আরিফ, মো. মুন্না, রফিকুল হাসান শাওন ওরফে আতাং বাবু, মো. সাইফুল, মো. মোস্তাক আহমেদ, মিঠাই হৃদয়, মো. ফাহিম ওরফে কালা ফাহিম, রুবেল, মো. মিজানুর রহমান, সবুজ, মো. ফয়েজুর রহমান আরাফাত, তুষার আশিকুর রহমান মোল্লা, রাব্বি ওরফে নাটা রাব্বি, নাইম বাবু ওরফে পয়েন্ট বাবু, ইয়াছির রাব্বি ওরফে জুয়েল ওরফে নাটা জুয়েল, সাকিব শেখ ও নাঈমুর রহমান ফাহিম। এছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে ৫ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- মো. তুষার, রায়হান, রুনু হওলাদার, নাইম বাবু ওর?ফে প?য়েন্ট বাবু ও সালমান। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালের ১৯ আগস্ট রাত ৯টার দিকে এলাকার মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করাকে কেন্দ্র করে খালিশপুর ওয়ান্ডারল্যান্ড শিশু পার্ক সংলগ্ন ক্রিয়েটিভ কার্টস অ্যান্ড কফি হাউজের মধ্যে একদল সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে তৈয়্যেবা কলোনির বাসিন্দা ও মিল শ্রমিক মো. হাবিবুর রহমানের ছেলে কলেজছাত্র হাসিবুর রহমান নিয়াজকে। এ সময় তাকে বাঁচানোর জন্য দুই বন্ধু যোবায়ের ও রানা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে জখম করা হয়। হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয়। এ ব্যাপারে নিহতের পিতা হাবিবুর রহমান ঘটনার পরের দিন বাদী হয়ে খালিশপুর থানায় মামলা দায়ের করেন।

পদত্যাগ নিয়ে নতুন করে প্রসঙ্গ তোলাটা সন্দেহজনক

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, পদত্যাগ নিয়ে নতুন করে প্রসঙ্গ তোলাটা সন্দেহজনক। এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় যে কেন হচ্ছে এটা। সরকারের দায়িত্ব এ বিষয়ে খোঁজ নেয়া এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বাংলাদেশ লেবার পার্টির ৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমরা টিভিতে দেখেছি রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধানকে পাশে নিয়ে বলেছেন শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি (রাষ্ট্রপ্রতি) সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রতি নিজে যখন জাতির সামনে তিন বাহিনীর প্রধানকে পাশে দাঁড় করিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন

৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগের নতুন ষড়যন্ত্র প্রবাসী সরকার: রাশেদ প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী সরকার গঠনের নামে আওয়ামী লীগ, শেখ হাসিনা ও ভারত সরকার মামার বাড়ির আবদার তুলে দেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান। তিনি বলেন, প্রবাসী সরকার আওয়ামী লীগের নতুন ষড়যন্ত্র। সুতরাং প্রবাসী সরকার গঠনের চেষ্টা করা হলে আওয়ামী লীগের নাম-নিশানা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা চিরতরে মুছে দেবে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে পল্টনের মরহুম শফিউল আলম প্রধান মিলনায়তনে জাগপার প্রয়াত সভাপতি অধ্যাপিকা রেহানা প্রধানের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে রাশেদ এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতে আগরতলার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। আগরতলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ভারত ও আওয়ামী লীগের

৭-এর পাতায় দেখুন

খুনি হাসিনার প্রেতাত্মা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু : রবি

প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। একজন রাষ্ট্রপতি কেন, তাঁর অনেক নিচের স্তরের কারোরই এ ধরনের দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়। আমার ভাইদের রক্তের দাগ না শুকাতে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার খুনি হাসিনার প্রেতাত্মারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। খুনি হাসিনার প্রধান প্রেতাত্মা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বিকাল ৪টায় ভূবন মোহন পার্কে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, সর্বস্তরের আওয়ামী সন্ত্রাসী-কুশীলবদের বিচার ও নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে রাজশাহী মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম রবি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি বাংলাদেশে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ও গণহত্যার দোসরদের বিচারের দাবিও করেন। উক্ত সমাবেশ যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম রবির নেতৃত্বে রাজশাহী মহানগর , বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডের যুবদলের নেতাকর্মীর উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম রবি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপতি বিভিন্নভাবে আন্দোলনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। তাকে বলতে চাই শেখ হাসিনাকে তল্পিতল্পা গুছিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছি আমরা।

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনা-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্সের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের উপপরিচালক ফজলুল হক তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলেন, গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্সের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গোলাম ফারুক দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার বিদেশ গমন বন্ধ করা প্রয়োজন।

সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে এক নম্বর সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপটি নিম্নচাপে রূপ নিয়েছে। এজন্য সকল সমুদ্রবন্দরে তোলা হয়েছে এক নম্বর সংকেত। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগর এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে একই এলাকায় (১৫.২ক্ক উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.০ক্ক পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি গতকাল সকাল ৬ টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৮৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৭০০ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৮২০ কি.মি. দক্ষিণ- দক্ষিণ-পূর্বে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৬০ কি.মি. দক্ষিণ- দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থান করছিল। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৪ কি.মি. এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কি.মি., যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০১ (এক) নম্বর (পুনঃ) ০১ (এক) নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ

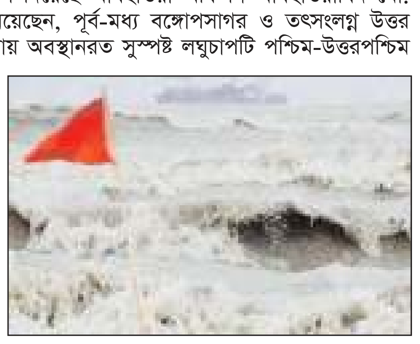

৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে ডিএমপিতে এক দিনে ১৫৩৮ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে রাজধানীতে এক দিনে এক হাজার ৫৩৮টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় ৬২ লাখ ২৬ হাজার ২০০ টাকাও জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (২১ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ অভিযান চালিয়ে এসব মামলা ও জরিমানা করে। এ সময় ৭২টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৩৪টি গাড়ি রেকার করা হয়। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এর আগে রোববার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ এক হাজার ৩৮৬ টি মামলা করে। আর জরিমানা করা হয় ৫৫ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া অভিযানকালে ৯৭টি গাড়ি ডাম্পিং ও ২৫টি গাড়ি রেকার করা হয়।

আজ থেকে তিনদিন সারাদেশে বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার পর সারাদেশে বৃষ্টিপাত অনেকটা কমে গেছে। তবে বর্তমানে সাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে আজ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আবারও সারাদেশে বৃষ্টিপাতের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। সংস্থাটি জানিয়েছে, আগামীকাল বুধবার দেশের উপকূলের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও দেশের অন্য জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা এক থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার সাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় বৃহস্পতি ও শুক্রবার দেশের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির

৭-এর পাতায় দেখুন

নিবন্ধন ফিরে পেতে জামায়াতের আবেদন পুনরুজ্জীবিত করলো আপিল বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াই করার পথ খুললো। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামায়াতের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এহসান এ. সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আলী আজম। এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করার আবেদনের শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির আদালত। এর আগে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে অতিদ্রুত নির্বাচন প্রয়োজন: সেলিমা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে অতিদ্রুত নির্বাচন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা যারা রয়েছেন তারা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ভদ্র। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি এবং চেতনা দ্বারা দেশ শাসন করা অন্য জিনিস। যেটুকু সংস্কার করা তাদের প্রয়োজন, তারা ততটুকু সংস্কার করতে পারবেন না। সেজন্য সমস্ত সংস্কার হাতে না নিয়ে দেশকে যদি পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে অতি দ্রুত একটা নির্বাচন প্রয়োজন। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বাংলাদেশ লেবার পার্টির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সেলিমা রহমান বলেছেন, অনেক কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনগুলো হয়তো কিছুটা সুবিধা আমাদেরকে দিবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের যদি কোনো মতামত না থাকে তাহলে তারাও কিন্তু বিভ্রান্ত হবেন। তখন তারা সঠিক সুপারিশমালা দিতে পারবে না। সেজন্য অতি দ্রুত একটা নির্বাচন প্রয়োজন। নির্বাচনে যতটুকু সংস্কার করা দরকার সেগুলো করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের উদ্দেশ্যে সেলিমা রহমান বলেন, আপনি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ছাড়া আপনারা পদে

৭-এর পাতায় দেখুন

সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে ব্যর্থ হবে না আগামী প্রজন্ম : ফাওজুল কবির

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির বলেছেন, আমরা এখন তরুণের নির্দেশনায় চলছি। আশা করছি তরুণদের নির্দেশনা আমরাদের নিরাপদ সড়ক গড়তে সহায়তা করবে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। আলোচনা সভায় ফাওজুল কবির আরো বলেন, আমরা জাতি হিসেবে একটি সন্ধিক্ষণে আছি। সন্ধিক্ষণ বলার কারণ হচ্ছে, একটি সময় থেকে অন্য আরেকটি সময়ে উত্তরণের বেগে আছি। আমরা

৭-এর পাতায় দেখুন

১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছিল পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা!

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : তাপমাত্রার পারদ ওঠা-নামা করার মাঝে পঞ্চগড়ে দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়ায় এ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এ দিন বেলা ১২টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস বলছে, বর্তমানে মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় থাকায় এবং উত্তরীয় বায়ুর কিছুটা প্রভাব থাকায় রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে। এদিকে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলে কুয়াশা পড়তে শুরু হয়। এদিকে দেখা গেছে, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা। স্থানীয়রা জানান, ধীরে ধীরে শীত পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর থেকেই উত্তরের হিমেল হাওয়ায় শীত অনুভূত হচ্ছে। মাঝরাতের পর থেকে ভোর পর্যন্ত গায়ে কাঁথা নিতে হচ্ছে। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্বেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রোকনুজ্জামান রোকন বাংলানিউজকে বলেন, দিনে গরম থাকলেও রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে এ জেলায়। আগের তুলনায় তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। এখন দিন যত যাবে তাপমাত্রা কমতে থাকবে। আর নভেম্বরে পুরো শীত নামতে শুরু করবে।

সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যানসহ ৮ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসসহ আট জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। নিষেধাজ্ঞা পাওয়া অন্যরা হলেন- সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক ফৌজিয়া কামরুন তানিয়া, মোস্তফা কামরুস সোবহান, শাফিয়া সোবহ-ান চৌধুরী, তাসনিয়া কামরুন অনিকা, ফজলুতুননেসা, নূর-ই-হাফজা ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মীর যাশেম বিন আমান। এদিন দুদকের উপপরিচালক মো. রাকিবুল হায়াত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। আবেদনে যা বলা হয়েছে, তারা একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জালজালিয়াতির আশ্রয়ে জাল চুক্তিনামা তৈরি করে বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের তহবিল থেকে মোট ১৮৭ কোটি ৮৪ লাখ ১৫ হাজার ৯৬৬ টাকা উত্তোলন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে ওই অর্থ

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেটে পুরোনো কূপে নতুন করে মিললো গ্যাসের সন্ধান

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটে পুরোনো গ্যাসকূপ (সিলেট-৭) সংস্কার করতে গিয়ে নতুন করে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। দুই দফা পরীক্ষা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা করা হয়। এতে মাত্র এক হাজার ২০০ মিটার গভীরতায় গ্যাসের সন্ধান মেলে। সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেডের এসজিএফএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পুরাতন গ্যাসকূপ সিলেট-৭ নম্বরে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে মেরামতে কাজ করছি। ১৪ অক্টোবর দুই হাজার ১০ মিটার গভীরতায় পরীক্ষা করে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। আজ ওই কূপের আরেকটি জোনে এক হাজার ২০০ মিটার গভীরতায় ফের গ্যাসের সন্ধান মেলে। তিনি আরও বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষা করলে জানা যাবে কী হরিমাণ গ্যাস মজুত রয়েছে। ৎ গ্যাস পরীক্ষা করতে আরও তিন-চারদিন সময় লাগতে পারে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে, প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। মিজানুর রহমান বলেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সিলেটে আনার প্রস্তুতি চলছে। তিনি এলে আনুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু বলা যাবে। এর আগে ২৪ মে সিলেটের কৈলাশটিলা ৮ নম্বর কূপে গ্যাস পাওয়ার কথা জানায় সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)। এ নিয়ে গত এক বছরে সিলেটের পাঁচটি কূপে গ্যাসের সন্ধান মিললো। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রথম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর আবিষ্কার হতে থাকে একের পর এক গ্যাসক্ষেত্র। দেশে বর্তমানে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২৯টি। তার মধ্যে এসজিএফএল নিয়ন্ত্রণে আছে পাঁচটি। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- হরিপুর, রশিদপুর, ছাতক, কৈলাশটিলা ও বিয়ানীবাজার গ্যাসফিল্ড।

সূচকের বড় লাফ বেড়েছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কিছুটা বেড়েছে। একইসঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। এদিকে, পুঁজিবাজারে ধারাবাহিক দরপতনের প্রতিবাদ এবং বিনিয়োগকারীদের পুঁজি রক্ষায় সোমবারের মতোই মঙ্গলবার মতিঝিলে মানববন্ধন করেছেন বিনিয়োগকারীরা। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসই'র প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৬৮.৬৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ২৪১ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১৭.০৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৭৪ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ২০.৫৪ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯২৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

ডিএসইতে মোট ৩৯৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৩০৬টি কোম্পানির, কমেছে ৫৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৪টির। ডিএসইতে এদিন মোট ৩৫৮ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৪৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক ৬৬.৪৯ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৮৯৮ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১০৯.৯৮ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৬২৩ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৬.২৮ পয়েন্ট কমে ৯৪৬ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৫৫.২২ পয়েন্ট কমে ১২ হাজার ৫২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৯৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১২৭টি কোম্পানির, কমেছে ৪৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৫টির। দিনশেষে সিএসইতে ১৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ৯৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

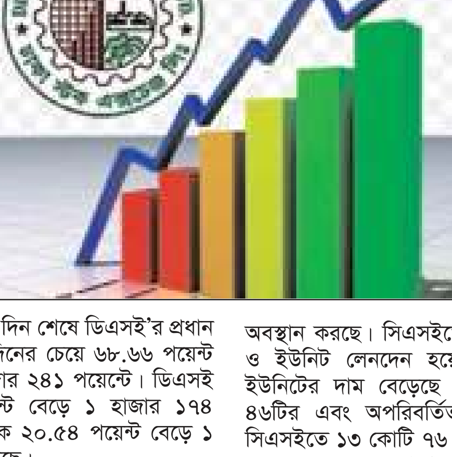

ব্যারিস্টার সুমন ৫ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : যুবদল নেতা ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজের সহকারী বাবুর্চি হৃদয় মিয়াকে হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক জাকির হোসেন এ আদেশ দেন। এর আগে, সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের স্বার্থে ব্যারিস্টার সুমনের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মির-পুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে অবস্থান নেন। শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে সোমবার (২১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে মিরপুর থেকে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৫৭

করেন। তাদের অধিকাংশই লিবিয়াতে বিভিন্ন সময় অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। দেশে ফেরত আসার পর এই ভয়ংকর পথ পাড়ি দিয়ে আর যেন কেউ লিবিয়াতে না যায় এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সবাইকে আহ্বান জানান। আইওএমের পক্ষ থেকে লিবিয়া থেকে প্রত্যাবাসন করা প্রত্যেকের জন্য ৬ হাজার টাকা, কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহার, মেডিকেল চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, ত্রিপলী এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা একসঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষিণ ও পূর্ব লেবাননজুড়ে

অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে ৪২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী বৈরুতের পাশাপাশি লেবাননজুড়ে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। লেবাননের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছর থেকে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ২৫০০ মানুষ নিহত এবং আরও ১১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।

পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

কার্তুজ উদ্ধার করে বিমানবন্দর থানা পুলিশ। রূপনগর থানা জানায়, একইদিন মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকার ঝিলের ভেতরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি চায়না রাইফেলের একটি অংশ উদ্ধার করে ডিএমপির রূপনগর থানা। পরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের অস্ত্রাগার সূত্রে জানা যায়, উদ্ধারকৃত চায়না রাইফেলটি মিরপুর মডেল থানা থেকে লুট হওয়া রাইফেল। এছাড়া শাহজাহানপুর থানা সূত্রে জানা যায়, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে রোববার (২০ অক্টোবর) দুপুরে রাজারবাগ-মালিবাগ ফ্লাইওভারের নিচে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পিস্তল উদ্ধার করে শাহজাহানপুর থানা পুলিশ। ডিএমপির সিটিটিসি ইউনিটের স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ সূত্রে জানা যায়, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানার আরশি নগর রিসোর্টের পাশে একটি শক্তিশালী গ্রেনেড আর্জেস গ্রেনেড পাওয়ার সংবাদ পেয়ে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বোম্ব ডিসপোজাল টিম কর্তৃক সেটি সফলতার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া সোমবার যশোর জেলার মনিরামপুর থানা কর্তৃক জব্দকৃত প্রায় ২ কেজি উচ্চ মাত্রার বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ আদালতের নির্দেশে যশোর পুলিশ লাইন্স মাঠে সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল টিমের সদস্যরা নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করেন। যেকোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র-গুলি উদ্ধারে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান ডিসি তালেবুর রহমান।

ঢাকার সড়কে বসছে দেশীয়

টাকা, পরে বেড়ে হয় ৫২ কোটি টাকা। কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসেনি। ফলে নগরীর সব জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা ম্যানুয়ালি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছেন। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত কেন? পাইলট প্রকল্পের বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক এক ঘণ্টার জন্য ওই ব্যবস্থা ব্যাহত হলে পুরো ব্যবস্থাপনাই অকার্যকর হয়ে যায়। এখন সিস্টেমে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যাকআপ সাপোর্ট রাখতে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। অধ্যাপক হাদিউজ্জামান বলেন, শুধু এই সিগন্যালের মাধ্যমেই জ্যাম কমে যাবে এমনটা নয়। আমাদের আরও পাঁচটি পাইলট প্রজেক্ট উপদেষ্টার কাছে পাঠিয়েছি। সবগুলো ধীরে ধীরে চালু করতে পারলে ঢাকার যানজট অনেকটাই কমে যাবে। তবে এই সিগন্যাল ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসবে। কোথায় কোথায় বসবে নতুন সিগন্যাল বাতি? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক ধাপে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার ও ফার্মগেট মোড়ে লাগানো হবে এই সিগন্যাল বাতি। পরবর্তীতে শিক্ষা ভবন মোড়, কদম ফোয়ারা ও মৎস্য ভবন মোড়, শাহবাগ মোড়, কাকরাইল মসজিদ মোড় হয়ে মিন্টো রোডের মোড়ে বসবে। পরে বিজয় সরণি, জাহাঙ্গীর গেট, মহাখালী, খিলক্ষেত, বিমানবন্দর হয়ে আবদুল্লাহপুর মোড় পর্যন্ত বসানো হবে। ড. হাদিউজ্জামান বলেন, পাইলট প্রকল্পের আওতায় মোট ২২ জায়গায় এই সিগন্যাল বাতি লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে প্রথম ধাপে একসঙ্গে সব জায়গায় বসানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপাতত টেস্টিংয়ের জন্য আমরা চারটি মোড়ে লাগাব। তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রথম টেস্ট হয়েছে। তবুও সেসব স্থানে এগুলোর কার্যকারিতা ও আপগ্রেডেশনের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বাকি মোড়গুলোতে পরে লাগানো হবে। কবে চালু হবে এই প্রকল্প? সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার চার স্থানে এই সিগন্যাল বাতি লাগানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক হাদিউজ্জামান। তিনি বলেন, আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে অত্যন্ত কম খরচে আমরা সবকিছু তৈরি করেছি। সেগুলোর ল্যাব টেস্টও সম্পন্ন হয়েছে। সব ঠিক থাকলে এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে এটা চালু করা সম্ভব। যেভাবে কাজ করবে এই দেশি ট্রাফিক সিগন্যাল? অধ্যাপক হাদিউজ্জামান বলেন, এই সিগন্যাল বাতি দুইভাবে কাজ করবে। এটি 'সেমি অটোমেটেড সিগন্যাল এইড'। একটা বাটনের (বোতাম) মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে ম্যানুয়াল আবার অটোমেটেড (স্বয়ংক্রিয়) করা যাবে। কম যানবাহন থাকলে নির্ধারিত সময়ের জন্য 'অটোমেটেড মুডে' চলবে। বেশি থাকলে 'ম্যানুয়ালি' সময় পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। এ ব্যবস্থা সনাতন (ম্যানুয়াল) পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ সংকেত বাতি (লাল, সবুজ ও হলুদ) জ্বলা-নেভার বিষয় সনাতন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পরে ধাপে ধাপে এ পদ্ধতিকে স্বয়ংক্রিয়তার (অটোমেশন) দিকে উন্নীত করা হবে। পুলিশকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ট্রাফিক পুলিশ যে ধরনের কাজ করে, সেই ধরনের সুবিধা এতে থাকবে। তাদের আর হাত দেখাতে হবে না। সিগন্যালের মাধ্যমে ট্রাফিক বাতি দেখানো হবে। পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় সিগন্যালের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সেখানে কিছু সতর্কতার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন- কোনো সিগন্যালে বেশি সময় লাগলে সেটিও জানা যাবে। পথচারী পারাপারের জন্যও আলাদা সিগন্যাল থাকবে। এটা যেকোনো সময় আপডেট করা যাবে। বুয়েটের তৈরি ট্রাফিক সিগন্যালে খরচ কত? অধ্যাপক হাদিউজ্জামান বলেন, ঢাকার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আগে যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করার ফলে খরচ ছিল অনেক বেশি। সেগুলো চালানোর জন্য লোকবলের অভাব, উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় সব বাজেট জলে গেছে। আবার এগুলো নষ্ট হলে পুনরায় আমদানি করতে হতো। সেটাও অনেক সময়সাপেক্ষ বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় এক বছর সময় লাগিয়ে নির্দিষ্ট যন্ত্রাংশ আমদানি করা হলেও পূর্বের যন্ত্রাংশগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে পুরো সিস্টেমই অচল হয়ে পড়ে। তবে বর্তমান ব্যবস্থাটি দেশীয় প্রযুক্তিতে বুয়েটে তৈরি করা হবে। ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজও এখান থেকে দেখা হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্পের জন্য প্রতিটি ট্রাফিক সিগন্যাল তৈরি ও বসানোর জন্য সাড়ে ১০ লাখ টাকা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসে দেড় লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল। তখন আমাদের প্রপোজাল পূর্ণাঙ্গ ছিল না। আমাদের কাছে আনুমানিক হিসাব জানতে চাওয়া হয়েছিল বলে আমরা একটা ধারণা দিয়েছিলাম। তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশন মূলত বুয়েট অ্যারেঞ্জ করবে আর সব টেকনিক্যাল সহায়তা আমরা প্রদান করব। সামনের সপ্তাহে আমরা সার্বিক খরচের একটা হিসাব করে কর্তৃপক্ষকে পেশ করব। অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছাতে পারলে আমরা ফাইনাল বাজেটটা বুঝতে পারব। হাদিউজ্জামান বলেন, এই খাতে এতদিনে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বুয়েটে থেকে তৈরি এই ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা খুবই স্বল্প খরচে সড়কের যানজটের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ সমস্যা সমাধান করতে পারবে। বুয়েটের ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা থেকে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিতে হবে না প্রশিক্ষণ নতুন এই প্রযুক্তি পরিচালনায় ট্রাফিক পুলিশকে কোনো ট্রেনিং নিতে হবে না বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক হাদিউজ্জামান। তিনি বলেন, কোনো ট্রাফিক পুলিশকে এটার জন্য ট্রেনিং নিতে হবে না। সিগন্যালগুলোতে একজন পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি বুয়েটের একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ফলে একজন আরেকজন থেকে শিখে নিতে পারবে। পরবর্তীতে বুয়েটের কর্মীকে সরানো হলেও সেই পুলিশ কর্মকর্তা নিজেই সব পরিচালনা করতে পারবেন। তবুও আমরা বেশি প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণ দেব। এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ হওয়ায় যে কেউ দ্রুত বুঝতে পারবে এবং পরিচালনা করতে পারবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শ্রমিকদল কর্মী হত্যা

রায়হান আহমেদ রিমেল। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৫ আগস্ট বিকেলে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে যান শ্রমিকদল কর্মী আব্দুল হান্নান। এসময় থানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি তাৎক্ষণিক মারা যান। পরে পরিবারের সদস্যরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন।

প্রাথমিকে সাড়ে ৯ হাজার সহকারী

মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত সব শর্ত আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে চিঠিতে। জানা গেছে, ৬৫ হাজার ৫৬৬টি পদ সৃজনের জন্য সুপারিশ করেছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে হিসাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি হতো। তবে প্রাথমিকভাবে যেসব বিদ্যালয়ে আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে, সেসব বিদ্যালয়ের জন্য এ পদ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়ার নাইকো মামলায়

আইনজীবী। আদালত পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেন। এ মামলায় ৬৮ জন সাক্ষীর মধ্যে আট জনের সাক্ষ্য শেষ হয়েছে। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া ও হান্নান ভূঁইয়া এসব তথ্য জানান। ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম তেজগাঁও থানায় খালেদা জিয়াসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন ও দুর্নীতির অভিযোগে এ মামলা হয়। এরপর ২০১৮ সালের ৫ মে খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা। এতে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধনের অভিযোগ আনা হয়। ২০২৩ সালে ১৯ মার্চ কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত ঢাকার ৯ নম্বর (অস্থায়ী) বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আসামিদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ গঠন করেন। মামলার অন্য সাত আসামি হলেন- তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউছুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল করপোরেশনের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া ও নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ। তাদের মধ্যে কাশেম শরীফ, মীর মইনুল হক ও কামাল উদ্দিন পলাতক। অন্যদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন ও বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান মারা যাওয়ায় মামলা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

হাফ ভাড়া নিয়ে বিতণ্ডা ৩০ বাস

বাসে উঠি। বাস থেকে নামার সময় হাফ ভাড়া দিলে ভাড়া না নিয়ে আমার সাথে বাগবিতণ্ডায় জড়ায়। একপর্যায়ে বাস থেকে নামার সময় আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং পা ও হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হই। বর্তমানে আমি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিচ্ছি।' ইলিয়াস আহমেদ নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, সাবিত আজিমপুর থেকে ঢাকা কলেজের উদ্দেশ্যে 'ভিআইপি' বাসে ওঠে। এরপর ঢাকা কলেজের সামনে এসে ভাড়া দিতে গেলে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাকে ধাক্কা দেয় ওই গাড়ির হেল্পার। বিষয়টি আমরা জানলে 'ভিআইপি' বাস আটক করি। বাসচালক লিটন বলেন, কোন বাসের সঙ্গে ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি জানি না। তবে শুনেছি কলেজের এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে হেল্পার। যে কারণে আমাদের বাসগুলো আটক করেছে। এ বিষয়ে ঢাকা কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, আমরা বিষয়টি জেনেছি। নিউমার্কেট থানাকে জানিয়েছি। বিষয়টি নিউমার্কেট থানা কর্তৃপক্ষ দেখছে। তবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের হাতে বিচার তুলে নেওয়া ঠিক নয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঢাকা কলেজের সামনে ৩০টি বাস সারিবদ্ধভাবে ছিল।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর

সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সোমবার (২১ অক্টোবর) এ রুল দিয়েছিলেন। রিটে পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা ও সাংবিধানিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সেদিন আট সপ্তাহের মধ্যে সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, লেজিসলেটিভ বিভাগের সচিব এবং সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের এ-সংক্রান্ত রুলের জবাব দিতে বলেন আদালত। তবে বিচারপতি নাঈমা হায়দারকে ছুটিতে পাঠানোয় ওই বেঞ্চে আর রুল শুনানি করা যায়নি।

ট্রাইব্যুনালে ১২ মামলা করবে

নেতা অ্যাডভোকেট নূরে এরশাদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনে নিহতদের পরিবার

পাঁচটি বিষয় তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের এখনো কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া, নিহত এবং আহতদের একটি সম্পূর্ণ ও আনুষ্ঠানিক তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে দ্রুত সম্ভব প্রণয়ন করা। এ ছাড়াও রয়েছে, অনেক আহত ব্যক্তির উন্নত এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। আহত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, বিশেষ করে গুরুতর আহতদের জন্য বিশেষায়িত যত্নের ব্যবস্থা করা। ক্ষতিপূরণ নীতি প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করা, যা সরকারি কর্মকর্তা, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এ কমিটি নিহতদের পরিবার ও আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন এবং বণ্টনের জন্য স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ মানদণ্ড, নির্দেশিকা ও নীতিমালা তৈরি করবে। এর ফলে প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও কার্যকর হবে। এ বিষয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, যারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। এর মাধ্যমে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল এবং বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

এ পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়। আদালত প্রাথমিক শুনানি শেষে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রুল জারি করলেন।

সীমান্তে সক্রিয় দালালচক্রের মাধ্যমে

দমন-নিপীড়ন। রাজপথে আন্দোলনকারীদের ওপর মুহুর্মুহু পুলিশের গুলিতে বাড়তে থাকে ছাত্রজনতার মৃত্যুর মিছিল। প্রিয়জন হারানো স্বজনদের আহাজারি আর প্রতিবাদের দাবানলে জ্বলে ওঠে সারাদেশ। আওয়ামী লীগের দুঃশাসন থেকে বাঁচতে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ছাত্রজনতা। শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সারাদেশ। ৫ আগস্ট ক্ষমতা হারান শেখ হাসিনা। প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। এছাড়াও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক এমপি অসীম কুমার উকিল, আপু উকিল, রাজশাহী সাবেক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন, ইরফান সেলিম, যুবলীগের নিখিল-সারওয়ার, পুলিশের বির্তকিত কর্মকর্তা বিপ্লব বড়ুয়াসহ অনেকেই বেনাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। জুলাই থেকে আগস্টে ছাত্র জনতার গনঅভ্যুত্থানে অনেক শহিদের রক্তের বিনিময় পতন হয় আওয়ামী সরকারের। তাদের সহযোগীরা সীমান্তে দালাল সিন্ডিকেটের সহযোগিতায় কোটি টাকা খরচ করে ভারতে পাড়ি দেন আবার অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে ধরা খেয়ে গনপিটুনির শিকার হয়ে মারা যান, তবুও জীবন বাঁচাতে এখনও ভারতে পাড়ি দিচ্ছেন অনেকেই। সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে থাকা দালাল সিন্ডিকেট মুহূর্তে বনে যাচ্ছে কোটিপতি। অভিযোগ রয়েছে, জুলাই-আগষ্টে ছাত্রজনতার আন্দোলন দমাতে নির্বিচারে গুলি চালানোর নির্দেশদাতারা জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে আশ্রয় নেন ক্যান্টনম্যান্টে। পরে সুযোগ বুঝে রাতের আঁধারে নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে পটুয়াখলীর পটখালী ঘাট এলাকার দালাল চক্রের প্রধান নাসির, রঘুনাথপুরের বাদশা, কলারোয়া সীমান্তে আক্তার ও চন্দন অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে ভারতে প্রবেশের সময় সার্বিক সহযোগিতা করেন। ভারত সীমান্তের ভেতর নিরাপদে প্রবেশ করিয়ে দেন কুখ্যাত দালাল চক্রের প্রধান গৌতম দাস ও বাবুরাম। এ দুজন কোটি টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের অপরাধীদের সহযোগিতা করে আসছে। ওদিকে অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশ থেকে অনেকবার সর্তক করার পরও কোনো নির্দেশনা মানছেন না ভারত সীমান্তে নিরাপত্তার দ্বায়িত্বে থাকা সদস্যরা। জানা যায়, বর্তমানে সাতক্ষীরা কলারোয়া, দেবহাটা, কালীগজ্ঞ ও শ্যামনগর সীমান্তে দালাল চক্র সক্রিয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সড়ক পথে স্বাভাবিক সময় পাসপোর্ট ছাড়া মাত্র ১০ হাজার টাকা হলেই ভারতে প্রবেশ করা যায় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে টাকার অঙ্ক বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। আর ভারত অংশের দালাররা গোপন পথে ভারতের শহরের বাসরুট দেখিয়ে দিচ্ছে।

১৭ প্রতিষ্ঠানসহ সালমান পরিবারের

হয়েছে। যা আগামী চার কর্মদিবসের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে চিঠিতে। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার ছেলে সৈয়দা রুবাবা রহমান ও আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমানের ব্যক্তিগত নথিপত্র এবং বেক্সিমকো ও এর সহযোগী ১৭ প্রতিষ্ঠান অ্যাডভেঞ্চার গার্মেন্টস লিমিটেড, অ্যাপোলো অ্যাপারেলস লিমিটেড, অটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড, বেক্সটেক্স গার্মেন্টস লিমিটেড, কসমোপলিটান অ্যাপারেলস লিমিটেড, কোজি অ্যাপারেলস লিমিটেড, এসেস ফ্যাশন লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়্যার অ্যান্ড অ্যাপারেলস লিমিটেড, কাঁচপুর অ্যাপারেলস লিমিটেড, মিডওয়েস্ট গার্মেন্টেস লিমিটেড, পিয়ারলেস গার্মেন্টস লিমিটেড, পিঙ্ক মেকার গার্মেন্টস লিমিটেড, প্ল্যাটিনাম গার্মেন্টস লিমিটেড, স্কাইলেট অ্যাপারেলস লিমিটেড, স্প্রিংফুল অ্যাপারেলস লিমিটেড, আরবান ফ্যাশন লিমিটেড ও উইন্টার স্প্রিন্ট গার্মেন্টস লিমিটেডের নিজ ও যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়পত্র, ডিপিএস, ঋণ ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি নথিপত্র পাঠাতে হবে।

এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব খোলার ফর্ম, কেওয়াইসি ফর্ম, টিপি এবং হিসাব খোলার পর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব বিবরণী, ঋণ হিসাব সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে তলবি চিঠিতে। এর আগে সালমান এফ রহমান ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র তলব করে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৮ ব্যাংককে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। যার কিছু নথিপত্র দুদকে এসেছে বলে জানা গেছে। ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি আর লুটপাটের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে গত ২২ আগস্ট অনুসন্ধান শুরুর সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ও অন্যদের বিরুদ্ধে শেয়ারবাজারে জালিয়াতি, প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাতসহ হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন সালমান এফ রহমান। দরবেশ খ্যাত এই ব্যক্তির নামে গত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে নজিরবিহীন দুর্নীতি, লুটপাট, জালিয়াতি ও টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার পাশাপাশি পণ্য রপ্তানি করে দেশে টাকা না আনার অভিযোগও রয়েছে তার মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বিরুদ্ধে। এভাবে নানা অনিয়ম করে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন সালমান এফ রহমান। তিনি কত টাকার মালিক তার প্রকৃত হিসাব কারো কাছে নেই। ২০০৬-২০০৭ সালে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঋণখেলাপিসহ নানা অভিযোগে জেলে গিয়েছিলেন সালমান এফ রহমান। এরপর জেল থেকে বের হয়ে নাম জড়ান ২০১০-১১ সালের শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিতে। এত কিছুর পরও তাকে স্পর্শ করার সাহস হয়নি কারও। ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে তার প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে একটি ব্যাংক থেকেই নেওয়া হয়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। পণ্য রপ্তানি করে সেই অর্থ দেশে না আনার অভিযোগও রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, গত ৩১ বছরে শেয়ারবাজারের প্রত্যেকটি বড় কেলেঙ্কারিতে সালমান এফ রহমান জড়িত। গত ৩ বছরে তিনি দৃশ্যমানভাবেই বাজার থেকে নিয়েছেন ৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আর অদৃশ্যভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সালমান এফ রহমান। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবসায়ী নেতার পর ২০১৮ সালে এমপি ও টানা দুইবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হন তিনি। হাজারো ব্যবসায়ীকে পথে বসানো শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির এক অবিচ্ছেদ্য নাম সালমান এফ রহমান। ২০১০-১১ সালে শেয়ারবাজার ধসের পর এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল। কমিটির প্রধান ছিলেন খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ। সেই রিপোর্টে পুঁজিবাজারে ফিক্সড প্রাইস, বুক-বিল্ডিং, রাইট শেয়ার, ডিরেক্ট লিস্টিং, সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন, প্রেফারেন্স শেয়ারসহ সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম হওয়ার এবং এর সঙ্গে সালমান এফ রহমানের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। তাই খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সেই রিপোর্টে সালমান এফ রহমান থেকে পুঁজিবাজারকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া সালমান এফ রহমান বিভিন্ন কোম্পানির প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন বলেও প্রমাণ পায় সেই কমিটি। অথচ এসব অনিয়মের সঙ্গে সালমান এফ রহমানসহ আরও কয়েকজনের নামে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০০৬-০৭ সালের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতিবিরোধী একটি টাস্কফোর্স করা হয়েছিল। টাস্কফোর্স বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য বের করে, ১২২ জন রাজনৈতিক নেতা ও আমলা দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ৪৫ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে। মালয়েশিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ মোট ১৭টি দেশে এসব অর্থ পাচার করা হয়েছে। পাচার হওয়া ৪৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে এক হাজার কোটি টাকা সালমান এফ রহমানের। আমেরিকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসার নামে এসব টাকা পাচার করা হয়েছিল।

বিশ্ব ইজতেমা আগামী জানুয়ারিতে:

পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সচেষ্ট হওয়া এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রম জোরদার করা, বিভিন্ন অপরাধী ও আন্দোলন-সমাবেশে উসকানিদাতাদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া রাস্তায় সমাবেশ না করে দাবি-দাওয়া সংশ্লিষ্ট সরকারি কমিটি বা কমিশনে পেশ করা, জনভোগান্তি দূর করতে শাহবাগের পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ও সমাবেশ আয়োজন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের এ বিষয়ে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো, জামিনে মুক্তি পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা অপরাধে লিপ্ত হলে দ্রুত গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা এবং কমিটির আহ্বায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সদস্যরা এতে অংশ নেন।

সারদায় পুলিশের ২৫২ এসআইকে

ছিল। কিন্তু অনিবার্যকারণবশত তা স্থগিত করা হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন মহলের অনেক ধরনের আলোচনা চলছিল। এর মধ্যে মঙ্গলবার ২৫২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসআইকে অব্যাহতি দেওয়ার খবর এলো। যেভাবে এসআই নিয়োগ চূড়ান্ত হয় পুলিশে এসআই পদে চাকরির জন্য প্রার্থীকে শারীরিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। পরীক্ষা দিতে হয় কম্পিউটার চালানোর দক্ষতার ওপরও। এসব ধাপ পেরিয়ে প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এরপর চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী 'আউটসাইড ক্যাডেট' হিসেবে সারদায় এক বছরের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। সাধারণত অক্টোবরনভেম্বর মাসে আউটসাইড ক্যাডেট ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এই পাসিং আউটের পর মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসআইদের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে মাঠপর্যায়ে কাজে পাঠানো হয়। সেখানে একবছর পূর্ণ হলে তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়।

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে মতামত আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়ে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জনসাধারণের মতামত জানানোর আহ্বান করেছে 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন'। গতকাল মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ৩ অক্টোবর 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' গঠন করেছে। এই কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অবাধ, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সবার মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও প্রস্তাবনা জানতে আগ্রহী। এরই প্রেক্ষিতে নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়ে আপনার বা আপনাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও সুনির্দিষ্ট মতামত নিচের ই-মেইল অথবা ওয়েবসাইট অথবা কমিশনের ফেসবুক পেজে আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

রাজশাহীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে দুটি ওয়ান শুটার গান এবং দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর থানার ক্ষুদ্র জামিরা গ্রাম থেকে এই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ দল এই অভিযান পরিচালনা করে। গত সোমবার দিবাগত রাতে এই অভিযান চালানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে র‍্যাব-৫ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দুটি ওয়ান শুটারগান, তিনটি টিপ চাকু, ১০টি চাইনিজ কুড়াল, তিনটি লোহার হাসুয়া এবং দুটি ধারালো ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বেলপুকুর থানায় জিডি করে অস্ত্রগুলো হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন হাজতির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ফারুক হোসেন (৫৫) নামে এক কারাবন্দি হাজতির মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত পৌনে ২টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে অসুস্থ অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। কারা সূত্রে জানা যায়, নিহত ফারুক হোসেন বনানী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় কারাবন্দি ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর মতলব উত্তর সিপাহী কান্দি গ্রামে। বাবা মৃত লাল মিয়া।

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত, আহত ৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মুগদা ও মহাখালীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ছয় জন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান। নিহত ব্যক্তিরা হলেন- জাকির খান (৪৫) ও জিদান (২০)। আহতরা হলেন- শাকিল, শিরিন, রায়হান, আরমান, বাবুল ও রাসেল। জাকির খানের বড় ছেলে শাকিল জানান, তাদের বাড়ি বরগুনা সদর উপজেলার আমতলীতে। তিনি স্ত্রী শিরিন ও ছোট ভাই রায়হানকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে গত সোমবার রাতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে সায়েদাবাদ এসে নামেন তারা। জাকির তাদের নিতে যান। পরে সেখান থেকে খিলগাঁও নন্দিপাড়া বাসায় যাওয়ার সময় মুগদা স্টেডিয়ামে সামনের রাস্তায় একটি ট্রাক তাদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা সবাই আহত হন। গুরুতর অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে জাকিরকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বাকিরা চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, গত সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে মহাখালী ফ্লাইওভারের পাশের সড়কে একটি পিকআপ ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেল আরোহী জিদান চালক আরমান এবং পিকআপচালক বাবুল ও হেলপার রাসেল আহত হন। পরে গুরুতর অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জিদানকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বনানী থানার এসআই ইফতেখার মাহমুদ বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারালে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে পিকআপে থাকা দুই জন আহত হন। মো. ফারুক বলেন, নিহত দুজনেই লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

কম খরচে কৃষিপণ্য পরিবহনে চালু হলো স্পেশাল ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বমুখী বাজার দর নিয়ন্ত্রণে ২২ অক্টোবর থেকে চালু হয়েছে 'কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন'। দেশের দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চল থেকে সপ্তাহে তিন দিন এই বিশেষ ট্রেনে রাজধানী ঢাকাতে কম খরচে সবজি ও কৃষিপণ্য পরিবহন করার সুবিধা পাবেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সড়কপথে চাঁদাবাজি ও হয়রানি লাঘবে এই স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে রেল বিভাগ। ২২ অক্টোবর সকাল সোয়া ১০টায় খুলনা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে এই ট্রেন। এই ট্রেনটি এখন থেকে গতকাল মঙ্গলবার খুলনা, বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় ও শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় কৃষিপণ্য নিয়ে যাতায়াত করবে। এই ট্রেনে প্রতি কেজি সবজি ও কৃষিপণ্য বহনে ১ টাকা ০৮ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১ টাকা ৪৭ পয়সা খরচ পড়বে। এতে খুশি ব্যবসায়ীরা। প্রথম দিন খুলনা থেকে ৭টি বগিতে ৬৪০ কেজি পণ্য নিয়ে ছেড়ে গেছে বিশেষ ট্রেন। এই ট্রেনের মাধ্যমে প্রতিদিন ১২০ টন পণ্য আনা নেওয়ার সুবিধা মিলবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পশ্চিম) সুজিত কুমার বিশ্বাস বলেন, পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখতে সম্প্রতি চীন থেকে আনা আধুনিক কোচ সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ট্রেনে থাকছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বগিও। যা যাত্রাপথে যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়াসহ ১৫টি স্টেশন থেকে পণ্য নেবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক সরদার সাহাদাত আলী বলেন, রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বেচাকেনার সময় বিবেচনা করে রাতে পৌঁছাবে ট্রেন। চাহিদা বাড়লে বাড়ানো হবে ট্রেনের সংখ্যা।

সবজি ছাড়াই যশোর ছাড়লো স্পেশাল ট্রেনঃ কৃষিপণ্য পরিবহনে স্পেশাল ট্রেনটি প্রথম দিনেই সবজি ছাড়াই যশোর থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। যশোর সদরের কৃষকরা বলছেন, বিশেষ এই ট্রেনের কোনো খবর তারা জানেন না। আর রেল স্টেশন মাস্টারের দাবি, ব্যাপক প্রচারণা চালালেও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। তবে, আগামীতে সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তারা। নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী, নাকাল হয়ে পড়ছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দেশের ১৫টি উৎপাদক অঞ্চল থেকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে দেশব্যাপী সরবরাহ নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে 'কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন'। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে যশোর স্টেশনে পৌঁছানোর কথা থাকলেও ৪০ বিলম্বে পৌঁছায়। তবে প্রথম দিনেই কৃষিপণ্য বা খাদ্যসামগ্রী বুকিং ছাড়াই যশোর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যায়। সবজি পরিবহনে স্পেশাল ট্রেন সার্ভিস চালুর বিষয়ে কথা হয় যশোর সদরের ছোট হৈবতপুর গ্রামের সবজি চাষি আবদুল আলিমের সঙ্গে। তিনি বলেন, আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম ট্রেনের কথা। কবে থেকে চালু হবে বা হয়েছে, জানিনে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ট্রেন মুন্সি মেহেরুল্লাহ স্টেশনে থামলে আমাদের জন্যে ভালো হয়। এখান থেকে ট্রেনে পণ্য পরিবহন করতে পারলে আমাদের সুবিধা। যশোর সদরের বারীনগর সাতমাইল হাটের আড়তদার আতিয়ার রহমান বলেন, সবজির জন্যে স্পেশাল ট্রেন চালুর বিষয়টি আপনার কাছেই শুনলাম। অবশ্য, আমাদের আড়ত থেকে সবজি পাঠানোর জন্যে ট্রাকই ভালো ও সুবিধাজনক। কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য আমাদের আড়তে দিয়ে যান। আর ট্রাক একদম আড়তের সামনে দাঁড়িয়ে লোড দিতে পারে। এতে আমাদের সুবিধা। আর স্টেশনে যাওয়া আমাদের জন্যে কষ্টকর, যদিও ট্রেনে মাল পাঠাতে পারলে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হবো। এদিকে, যশোর রেলওয়ে স্টেশন ত্যাগ করার পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্টেশনে সবজি ট্রেন থামার কথা। কিন্তু সেখান থেকে স্থানীয় সাংবাদিক তারিক হাসান জানান, সেখানে কোনো সবজি বা ব্যবসায়ী কাউকেই দেখা যায়নি। পরের স্টেশন ঝিনাইদহের বারবাজার। সাতমাইল বারবাজার এলাকার সবজি চাষি বা ব্যবসায়ীদের মালামাল পরিবহনের জন্যে এটি সুবিধাজনক। এই স্টেশনের মাস্টার মোবাশ্বের হোসেন বলেন, 'দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে বারবাজার স্টেশন পার হয়েছে বিশেষ ট্রেনটি। এই স্টেশন থেকে কোনো সবজি ওঠেনি।' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্টেশন থেকে উঠেছে কিনা জানেন না তিনি। রেলস্টেশন মাস্টার আয়নাল হাসান বলেন, যশোরের সবজি চাষি, প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল বার বিশেষ এ ট্রেন চলাচল করবে। এজন্য ব্যবসায়ী পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি বিভাগকেও নতুন সার্ভিস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিন? হিসেবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। তবে আগামীতে সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী আমরা। তিনি আরও বলেন, কৃষক বা ব্যবসায়ীরা প্রতি কেজি সবজি বা পণ্য ১ টাকা ৪০ পয়সা ভাড়ায় ঢাকায় নিতে পারবেন। সাশ্রয়ী ভাড়া হিসেবে ট্রেনকে ব্যবহারের জন্য তিনি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। সবজির বিশেষ ট্রেনের বিষয়ে যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. সুশান্ত তলরদার বলেন, সবজি পরিবহনের জন্যে বিশেষ ট্রেনের খবর আমরা জানি। সম্প্রতি যশোর সদরের আব্দুলপুর গ্রামের সবজি চাষিদের নিয়ে একটি ট্রেনিংয়ে এ বিষয়ে সঙ্গে কথা হয়েছিল। তারা বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন। যেহেতু ট্রেনে পণ্য পাঠাতে খরচ কম, সে কারণে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। এদিকে, ট্রেনের পরিচালক জুলহাস উদ্দিন জানান, খুলনা থেকে ৬৪০ কেজি পণ্য নিয়ে তারা ট্রেনটি ছেড়েছেন। যশোরে ১০ মিনিটের যাত্রাবিরতি ছিল। এখানে কোনো পণ্য পাওয়া যায়নি। তবে আগামীতে পণ্য আসবে বলে তিনি আশাবাদী। ৭ বগির স্পেশাল এই ট্রেনটি যশোর ছাড়াও মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্টেশন, বারবাজার, মোবারকগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, সফদারপুর, আনসরবাড়িয়া, উথলি, দর্শনা প্রভৃতি স্টেশনে থামবে। সবজি নিয়ে রাত ১০টার দিকে ট্রেনটি ঢাকার বিমানবন্দর, তেজগাঁ ও কমলাপুর স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনটি মঙ্গল বার খুলনা, বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় ও শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় কৃষিপণ্য নিয়ে যাতায়াত করবে। এই ট্রেনে প্রতি কেজি সবজি ও কৃষিপণ্য বহনে ১ টাকা ০৮ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১ টাকা ৪৭ পয়সা খরচ পড়বে। এতে খুশি ব্যবসায়ীরা। প্রথম দিন খুলনা থেকে ৭টি বগিতে ৬৪০ কেজি পণ্য নিয়ে ছেড়ে গেছে বিশেষ ট্রেন। এই ট্রেনের মাধ্যমে প্রতিদিন ১২০ টন পণ্য আনা নেওয়ার সুবিধা মিলবে।

চাঁদা না দেওয়ায় পণ্যবাহী ট্রাকের মালামাল লুট, আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদা না দেওয়ায় নেত্রকোনায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্যবাহী ট্রাকের মালামাল লুটের ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় লুট করা মালামাল উদ্ধারসহ দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে জেলা শহরের বড়বাজার অজহর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আটক দুজন হলেন- নেত্রকোনা সদর উপজেলার নিউ টাউন এলাকার শামসুদ্দিন খান মিস্ত্রীর ছেলে জুনু খান মিস্ত্রী (৩৫) এবং একই উপজেলার বলাই নগুয়া এলাকার বিজয় তালুকদারের ছেলে সমীরণ তালুকদার (৩০)। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে নেত্রকোনা সদর সেনা ক্যাম্পের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাজশাহী থেকে একটি ট্রাকে করে 'মেসার্স দিলীপ সরকার' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গুড়, পেঁয়াজ, রসুনসহ বিভিন্ন প্রকার মালামাল নেত্রকোনা সদরের বড়বাজার অজহর রোড এলাকায় নিয়ে আসার সময় কিছু স্থানীয় সন্ত্রাসী পণ্যবাহী ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপারের কাছে চাঁদা দাবি করে। চালক চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তাদের জিম্মি করে ট্রাকের মালামাল লুট করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে নেত্রকোনা সদর সেনাক্যাম্প থেকে একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দুজনকে আটক করে। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী লুট হওয়া মালামালসহ তাদের ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলও আটক করা হয়। পরে উদ্ধার করা মালামাল ও আটক ব্যক্তিদের নেত্রকোনা মডেল থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দায়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া একই সময় সেনাবাহিনী অন্য একটি টহল দল নেত্রকোনা সদর উপজেলার সুইপার কলোনি এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ৩৫ লিটার বাংলা মদ এবং মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারসহ মাদক ব্যবসায় জড়িত সাজু মিয়া (৩৫) ও আরতি বাসফোর (৪৫) নামে দুজনকে আটক করা হয়। অভিযানে জব্দ মদ এবং আটক দুজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানায় সেনাবাহিনী।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবিতে ফেনীতে মশাল মিছিল, রংপুরে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে ফেনীতে মশাল মিছিল ও রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ সময় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানানো হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় ফেনীতে এবং রাতে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিক্ষোভ হয়েছে। গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। পরে শহীদ আবু সাঈদ চত্বর হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় এবং রংপুর মহাসড়ক দিয়ে চকবাজার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। '১ ২ ৩ ৪ সাহাবুদ্দিন তুই গদি ছাড়', 'আওয়ামী লীগের চামড়া তুলে নেবো আমরা', 'ছাত্রলীগের চামড়া তুলে নেবো আমরা', 'আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ', 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে' বলে নানা স্লোগান দেন। মিছিল শেষে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে সমাবেশে বক্তব্য দেন আশিকুর রহমান, সাকিব রহমান, সুমন, রহমত আলীসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী। সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অনেক আগেই অপসারণ করা উচিত ছিল। তিনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে রক্ষা করতে পদত্যাগ করেননি বলে মিথ্যাচার করেছেন। এমন দালাল ব্যক্তিকে আমরা রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখতে চাই না। অবিলম্বে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যথায়, বঙ্গবভন অভিমুখে ছাত্র জনতা আবারও লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এ সময় শিক্ষার্থী সুমন মিয়া বলেন, এই ছাত্রলীগ, যুবলীগ আবু সাঈদকে হত্যা করেছে, আরও শত শত ভাইকে হত্যা করেছে। আমরা চাই না এমন সন্ত্রাসী সংগঠন এই স্বাধীন বাংলাদেশে আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাক। তাই অতি দ্রুত তাদের নিষিদ্ধ করা হোক। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ফ্যাসিবাদের দোসর। আজ তিনি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক কথা বলছেন। শিক্ষার্থী রহমান আলী বলেন, আমরা বলে দিতে চাই, স্বৈরাচারের দোসরদের জন্য এই বাংলার মাটিতে কোনো জায়গা নেই।

আমরা তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি করছি। বর্তমান রাষ্ট্রপতি আমাদের সঙ্গে খেলা শুরু করেছেন। আমরা চাই না তাকে জোর করে গদি থেকে নামানো হোক। নিজ থেকেই তিনি পদত্যাগ করুক। এদিকে, ফেনী প্রতিনিধি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে ফেনীতে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সন্ধ্যায় শহরের জেল রোডের সামনে থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. আজিজ, ওমর ফারুক, মো. সোহাগসহ শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন তারা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেনীর সমন্বয়ক মো. আজিজ বলেন, 'রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনে কাজ করছেন। অবিলম্বে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোর রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

খুনি হাসিনার প্রেতাত্মা রাষ্ট্রপতি

দড়ি ধরে না, সুতা ধরে টান দিলেই তুমি টিকতে পারবা না। একই সঙ্গে বলতে চাই, এই বাংলাদেশে আর কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলবে না। আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন সময় আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আবারও বিএনপি ও শিক্ষার্থীরা মাঠে নামবে। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ কোনভাবেই এ দেশের রাজনীতি করার অধিকার রাখে না। প্রশাসনকে বলতে চাই খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনকে সন্ত্রাসীদের চিন্তিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে বলতে চাই, তোমার মাতার গণভবন যেভাবে ঘেরাও করা হয়েছিল বঙ্গভবনও ঘেরাও করা হবে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল ১১:৩০ মিনিটে রাজশাহী কলেজে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের সমাবেশ করেন। একই কর্মসূচি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে সমাবেশ করেন।

ব্যারিস্টার সুমন ৫ দিনের রিমান্ডে

হৃদয় জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর-১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। ককটেল বোমা নিক্ষেপ করে, গুলিও চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হন হৃদয়। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০ নম্বর হাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি। এ ঘটনায় ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন হৃদয়। মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি ব্যারিস্টার সুমন।

সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের

তাদের নামে বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২) ও (৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযোগে দুদকে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। আবেদনে আরও বলা হয়, গত ২০ আগস্ট তাদের ৬০ দিনের জন্য বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২২ অক্টোবর শেষ হবে। মামলাটি তদন্তকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, মামলার আসামিরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে তদন্ত কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে বিধায়, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা একান্ত প্রয়োজন।

দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে

পদে কিছুটা বাঁধা গ্রস্ত হবেন। কিন্তু আমরা আশা করি আপনারা সফল হবেন। কারণ আমরা চাইনা এই সরকার ব্যর্থ হোক। ছাত্র-জনতা যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষের সততা, নৈতিক চরিত্র সবকিছু ফিরে আসুক এটা আমরা চাই। তিনি বলেন, এখন দেশ ভালো নেই। বিগত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিবাদী সরকার দেশ শাসন করেছে। এই ১৫ বছরের শাসনে বাংলাদেশের মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্রসহ প্রতিটি জিনিস তারা শেষ করেছে। প্রতিটি জায়গায় মানুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছু নেই। বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, এখন দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথা বলছেন। তিনি তো ফ্যাসিস্ট সরকারের একজন দোসর। তাদের তো শপথ বলতে কিছু নেই। তারা একটা শপথই বুঝে আর সেটি হলো, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং লুটপাট করে খাওয়া। সেলিমা রহমান বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশে বসে শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্নভাবে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করছে। সমস্ত কিছুর পরিকল্পনা এখনো তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসরা এখনো দেশের আসল জায়গাগুলোতে রয়ে গেছে। যে কারণে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে আজকে অনেকেই চেষ্টা করছে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল তৈরি করতে। তারা ফিরে আসার পথ খোঁজার জন্য এগুলা করছে। কিন্তু ফিরে আসা এত সহজ হবে না। তিনি চট করে ঢুকে পড়বেন এটা বাংলাদেশে আর সম্ভব হবে না। আলোচনা সভায় এসময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানসহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দিয়েছেন।

নিবন্ধন ফিরে পেতে জামায়াতের

বিভাগে খারিজ হওয়া আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরে হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামায়াতে ইসলামী। তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানিতে জামায়াতের মূল আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় গত বছরের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগ 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' বলে আপিল খারিজের আদেশ দেন। ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকে।

সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে

না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে, যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয় যেতে পারে।

আওয়ামী লীগের নতুন ষড়যন্ত্র প্রবাসী

নীল নকশা বাস্তবায়নের একটি অংশ। সাধু সাবধান। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে আওয়ামী লীগকে আর বাংলার মাটিতে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা এখন জনগণের দাবি। তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতি ভারত ও আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগের আমলে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য এখন নিরাপদ নয়। অবিলম্বে আওয়ামী লীগের খোলসপড়া রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা ছাত্র জনতার দাবী। জাগপার প্রয়াত সভাপতি মরহুমা অধ্যাপিকা রেহানা প্রধানের স্মৃতিচারণ করেন রাশেদ। তিনি বলেন, রেহানা প্রধানের আমৃত্যু সংগ্রাম ছিল বৈষম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন। তার শূন্যতা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন জাগপার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, শ্রমিক জাগপার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আসাদুজ্জামান বাবুল, জাগপা নেতা আবুল কালাম আজাদ, শ্রমিক জাগপা ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন, যুব জাগপার সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলু, জাগপা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল চন্দ্র সরকার, যুব জাগপা নেতা জনি নন্দী, পাভেল হোসেন, আসাদুজ্জামান নুর, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। স্মরণ সভা শেষে রেহানা প্রধানকে স্মরণ করে মাহফিল ও দুস্থদের খাবার বিতরণ করেন রাশেদ প্রধান।

খুলনায় কলেজছাত্র হাসিব হত্যা

চলতি বছরের ৭ মার্চ থেকে খালিশপুরে আলোচিত এই হত্যা মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। পরে নির্ধারিত সময়ে বিচার শেষ না হওয়ায় আদালত মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বদলি করেন। জীবনের নিরাপত্তার অভাবে মামলার বাদী ও নিহতের পিতা হাবিবুর রহমান শিকদার একাধিকবার বিভিন্ন থানায় জিডি করেন। ২০২০ সালের ২০ আগস্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই মিজানুর রহমান ২৬ জনের নাম উল্লেখ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। গত ২৪ ডিসেম্বর ওই একই আদালতে চার্জশিটের ওপর শুনানি শেষে আদালত তা আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

পদত্যাগ নিয়ে নতুন করে প্রসঙ্গ

তারপরে এই নিয়ে আর কোন কথা থাকে ? আর তো কোন কথা থাকে না। তারপরে দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বলেছেন 'মা পদত্যাগ করেননি'। আবার শেখ হাসিনার এক টেলিফোন কনভারসেশনে আমরা শুনলাম যেখানে তিনি (শেখ হাসিনা) নিজে বলেছেন 'যেভাবে পদত্যাগ করার কথা আমি সেভাবে পদত্যাগ করি নাই।' অর্থাৎ পদত্যাগ করেছেন তিনি। কিন্তু যেভাবে করার কথা ওইভাবে করেননি; তাই তো? তাহলে পদত্যাগ না করার প্রশ্ন তো থাকছে না। পদত্যাগ তো হয়েছে। আর যিনি পালিয়ে যায় তার পদত্যাগ করা বা না করায় কি আসে যায়। তিনি তো পলাতক। তিনি বলেন, দেশের দ্রব্যমূল্যের যে অস্থিতিশীল অবস্থা এবং ক্রমশ বর্তমান যে প্রবৃদ্ধি আমি মনে করি এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক তারা স্থায়ী বা অস্থায়ী এটা কোন কথা না। তাদের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বস্তি নিশ্চিত করা। কাজেই আমরা অনুরোধ করবো সরকারের কাছে যেন খুব দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হোক যাতে মানুষের জীবনে স্বস্তি আসে। জিনিসপত্রের দাম যেনো স্থিতিশীল হয়। আওয়ামী লীগ সমস্যার সৃষ্টির চেষ্টা করছে মন্তব্য করে বিএনপির সিনিয়র এই নেতা বলেন, আমি জানি এই সরকারের যতটা শক্তি থাকার কথা ততটা নাই। প্রশাসন এবং পুলিশ বিশেষ করে তা পূর্ণাঙ্গ শক্তি এই সরকার প্রয়োগ করতে পারছেনা। আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নাই বলে তাদের লোকেরা এই দেশে নাই, ব্যবস্যা-বাণিজ্যের মধ্যে নাই, সমস্যা সৃষ্টি করার সক্ষমতা নাই এই কথা বলা ভুল, আছে। নানা-ভাবে তারা সমস্যার সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কিন্তু অন্যায় দমনের দায়িত্বতো ফাইনালি সরকারের উপরে। আমরা সহযোগিতা করতে পারি কিন্তু আমরা সরকারের পক্ষ হয়ে অন্যায় দমন করতে পারি না। তিনি আরও বলেন, এই দেশটা আমাদের। মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা এই দেশটা স্বাধীন করেছিলাম। কিন্তু দেশটা দখল করে ফেলা হয়েছে। স্বার্থবোধ, ক্ষমতার লোভ এই দেশটাকে দখল করে ফেলেছে। আমাদের সহকর্মীরা আমাদের সন্তানরা এই দেশটা দখলমুক্ত করেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে নাই। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে। এইসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে। কারণ আমরা জানি এই সরকার খুব সবল না। সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। আমাদের সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের সভাপতিত্বে এসময় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান, গণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, জানিপপের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ প্রমুখ।

আজ থেকে তিনদিন সারাদেশে বৃষ্টির

সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগর এলাকায় সৃষ্ট সুস্পষ্ট লঘুচাপ পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক রয়েছে। গতকাল শুধু কক্সবাজার ও টেকনাফে ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই কয়েকদিন উপকূলে ভারী বৃষ্টির আভাস রয়েছে। একই সঙ্গে বাতাসের গতিও বেশি থাকতে পারে। এছাড়া দেশের উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা জেলায় বৃষ্টি হতে পারে।

নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে ব্যর্থ

মনে করি, আমাদের প্রজন্ম অনেক কিছুতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বড় দৃষ্টান্ত সড়কের ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে না পারা। কিন্তু ২০১৮ সালে আমাদের ছাত্ররাই তাদের আত্মদানের মাধ্যমে ও সড়ক নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়ে দিয়েছে, আসলে কাজটা কিভাবে করা উচিত। সে সময় সড়কে যারা যাতায়াত করেছেন, তারা সবাই অনুভব করেছেন, সড়কের শৃঙ্খলা তো এমনই হওয়া উচিত। তখন দুর্ঘটনাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সেটা ধরে রাখতে পারিনি। দীর্ঘদিন ধরে যখন একটি স্বৈরাচারী সরকার ছিল, আমি অন্তত মনে করেছিলাম, আমি এর শেষ দেখে যেতে পারবো না। কিন্তু জুলাই এবং আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেখিয়ে দিল, স্বৈরাচারেরও পতন সম্ভব। সেজন্য আমি একদিকে দুঃখিত, আমাদের ব্যর্থতার জন্য আবার অন্যদিকে উদ্বেলিত, আমারা ব্যর্থ হলেও আমাদের আগামী প্রজন্ম ব্যর্থ হবে না। তারা জাতিকে নিরাশ করবে না। তারা জাতিকে নিরাপদ সড়ক উপহার দিবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান মো. ইয়াসীনের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন সম্প্রতি বাড্ডায় বাস চাপায় নিহত তাসনিমের বাবা এস এম সাইফুল আলম সগির।

এখন কেন মৌখিক পদত্যাগপত্রের ভুয়া গল্প প্রচার: ফরহাদ মজহার

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি গণমাধ্যমে দেওয়া রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সাক্ষাৎকারকে ঘিরে গত সোমবার দিনভর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সরকারের উপদেষ্টারা। সেসবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র কেন রাষ্ট্রপতির কাছে থাকবে না এবং রাষ্ট্রপতি ঠিক কথা বলছেন কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনও করতে দেখা গেছে। দিন শেষে গত সোমবার রাতে শ্রম উপদেষ্টা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে উদ্দেশ করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফরহাদ মজহার। তিনি লিখেছেন, উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া লিখেছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে মৌখিকভাবে পদত্যাগ করেছিল স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা। পদত্যাগপত্র নিয়ে বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা থাকলেও ছাত্র-জনতা গণভবনের কাছাকাছি চলে এলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় খুনি হাসিনা। তিনি লেখেন, আসিফ, এটা সত্য নয়। মৌখিকভাবে পদত্যাগের কথা কখনোই বলা হয়নি। সবসময়ই রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যে জন্য আমি আমার একটি ভিডিওতে পদত্যাগপত্র দেখতে চেয়েছি। আপনারা তখন দেখাতে পারেননি। এখন কেন মৌখিক পদত্যাগপত্রের ভুয়া গল্প প্রচার করছেন? শুরু থেকেই আমরা বলেছি, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে শপথ নেওয়া ছিল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কিন্তু আপনারা সেটাই করেছেন। আপনারা সেনা সমর্থিত উপদেষ্টা সরকার বানিয়েছেন। বাস্তব সত্য স্বীকার করুন। এটা কি ঠিক করেছেন? আমার ভিডিওগুলো আবার শুনুন। পোস্টগুলো আবার পড়ুন, যোগ করেন ফরহাদ মজহার। উপদেষ্টা আসিফকে উদ্দেশ করে তিনি আরও বলেন, আপনারা আমাদের কারও কথা শোনেননি। এমনকি কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করেননি। আপনাদের অনেকে দাবি করেছেন, ট্রেন মিস হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করা যাবে না। এটাও ঠিক নয়। অবশ্যই সমাধান আছে। এখন সমাধানের কথা আলোচনা না করে পদত্যাগপত্র নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং আপনাদের এখন ব্যাখ্যা করতে হবে কোন যুক্তিতে আপনারা গণঅভ্যুত্থানকে ফ্যাসিস্ট সংবিধানের অধীনে ঢুকিয়েছেন এবং সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। এখন যে ভয়াবহ রাজনৈতিক এবং আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন কীভাবে? সেনা সমর্থিত উপদেষ্টা সরকারতো এখনও অবৈধ। এর বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য কী করছেন? ফরহাদ মজহার বলেন, আসিফ নজরুলসহ আপনারা সেনাপ্রধান এবং ফ্যাসিস্ট হাসিনার নিযুক্ত সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে যে রাজনৈতিক আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন, সেটা শুরু থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এখন তা অনেক জটিল রূপ পরিগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, আপনারা সাধারণ সৈনিকদের দেশপ্রেম এবং গণঅভ্যুত্থানে তাদের অবদানকেও অস্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, জুলাই অভ্যুত্থান ছিল ছাত্র-জনতা-সৈনিকদের অভ্যুত্থান। কিন্তু আপনারা সাধারণ সৈনিকদের অবদান অস্বীকার করে ফ্যাসিস্ট হাসিনার নিযুক্ত সেনাপ্রধানের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। সাধারণ সৈনিকদের দেশপ্রেম এবং জনগণের প্রতি আনুগত্যকে গণশক্তিতে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে ফ্যাসিস্ট হাসিনার জেনারেলদের সঙ্গে আঁতাত করা কি ঠিক হয়েছে? আত্মসমালোচনা করতে শিখুন। আমরা বারবার এর সমালোচনা করেছি। তথাকথিত সাংবিধানিক শূন্যতা এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে যেভাবে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা আপনারা টিকিয়ে রেখেছেন, তা আবার বিষধর সাপ হয়ে বাংলাদেশকে ছোবল মারতে উদ্যত। গণভুত্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত জনগণের অভিপ্রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়নে আপনারা যে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন, দয়া করে তা উপলব্ধি করুন। সমাধানের পথ খুঁজুন। জনগণই শক্তির উৎস উল্লেখ করে তিনি বলেন, আসুন, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল আমরা আগে নির্ণয় করি। মনে রাখবেন, জনগণই আমাদের শক্তির উৎস, জেনারেলরা নয়। জনগণের শক্তির মানে হচ্ছে ছাত্র-জনতা ও সৈনিকের মৈত্রী। এই মৈত্রীকে জোরদার করুন। জনগণের জয় হোক।

লক্ষ্মীপুরের মেঘনায় ইলিশ শিকারে যাওয়ায় ৭ জেলের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মেঘনা নদীতে মাছ শিকারে যাওয়ায় ৬০ হাজার মিটার কারেন্ট জালসহ নয় জেলেকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাত জনকে ১২ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দুই জেলে নাবালক হওয়ায় তাদের অভিভাবকের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহেদ আরমান এ আদেশ দেন। গত সোমবার রাতে উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের আসগর সরদারের চর থেকে আটক ব্যক্তিদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় ৬০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- বরিশালের হিজলা উপজেলার পানপাড়া গ্রামের ইউসুফ আখনের ছেলে জহিরুল ইসলাম (২৮); একই এলাকার সোহাগ, রাসেল শিকদার, তারেক হোসেন, জয়নাল হোসেন, শাকিল ও বারেক। অভিযানে জাল ও সাতটি নৌকা জব্দ করা হয়। এ সময় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এমদাদুল হক, কোস্টগার্ড, সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রায়পুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মা ইলিশ নিধনকারী নয় জন জেলেকে আটক করা হয়।' মা ইলিশ রক্ষায় মৎস্য বিভাগসহ প্রশাসনের যৌথ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সবাই যৌথভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, মা ইলিশ রক্ষায় ১৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন লক্ষ্মীপুরের মেঘনা নদীতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী ব্যক্তির সর্বোচ্চ দুই বছরের জেল বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

পীরগঞ্জে ৫ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুরের পীরগঞ্জে ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা ৫ দফা দাবিতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক দেড় ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মুক্তি ফিলিং ষ্টেশনের সামনে এ অবরোধ করা হয়। জানা গেছে, উপজেলার টুকুরিয়া ইউনিয়নের কাঁচদহে অবস্থিত ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ওই কলেজের দু'শতাধিক শিক্ষার্থী পীরগঞ্জের রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে মুক্তি ফিলিং স্টেশনের সামনে ৫ দফা দাবিতে গতকাল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। ড. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদ আল হাসান শিশির জানান, টেক্সটাইল খাতের উপর বাংলাদেশ অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু সেখানে টেক্সটাইল নিয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপর বস্ত্র অধিদপ্তরের কোনো নজর নেই। অবরোধের সময় বক্তব্য রাখেন নাহিদ হাসান নুহাশ, নাফিউল ইসলাম, নাজিউর রহমান, মামুনুর রশিদ। অবরোধ শেষে শিক্ষার্থীরা পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাদিজা বেগমের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

হালিমপুর ৩ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার সরারচর টু পিরিজপুর আঞ্চলিক ৪ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং একই ভাবে ভান্ডা হতে হালিমপুর ৩ কিলোমিটার রাস্তা অনুরূপ অবস্থায় আছে। এ দুটি রাস্তা গত ৩ থেকে ৪ বছর আগে সংস্কার কাজ হয়েছিল। জানা যায়, সরারচর হতে পিরিজপুর রাস্তাটির মাঝ খানে একটি কালভার্ট অর্ধেক ভাঙ্গা অবস্থায় আছে। প্রতিদিন এ রাস্তা দিয়ে শত শত অটো, সিএনজি, লড়ি গাড়ি আসা-যাওয়া করে। শত শত গর্ত রয়েছে। হাসপাতালের রোগীর গাড়ী এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে প্রতি নিয়ত দূর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে যাত্রীরা। যদিও এ রাস্তাটি এলজিইডির মাধ্যমে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয়েছিল। বছর না যেতেই রাস্তার দুই পার্শ্বের পুকুর থাকার কারণে ভেঙ্গে গেছে আরো তিন বছর আগে। কিন্তু এ রাস্তা দিয়ে এখন মানুষ যান বাহন দিয়ে চলতে গিয়ে মরণ কামড়ের মতো হিমশিম খাচ্ছে। আর কিছু দিন চলাচল করলে সরারচর ব্যবসায়ীরা সঠিক ভাবে ঢাকা থেকে বাণিজ্যিক মালামাল না আসলে ক্ষতির সম্মখিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিকে ভান্ডা হতে হালিমপুর রাস্তাটি কয়েকশতক বড় বড় গর্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। প্রতিদিন দূর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই ইউনিয়নের একমাত্র রাস্তা ওইটি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হলে হালিমপুর বাসী বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারনা। এ বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে এলাকাবাসী আশাবাদী।

নাঙ্গলকোটে এইচপিভি টিকা বিষয়ক সমন্বয় সভা

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকা বিষয়ক সমন্বয় সভা গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা দেবদাস দেবের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুরাইয়া আক্তার লাকি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মেহেদী হাসান, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার মো.অহিদুল ইসলাম, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ.কে ফজলুল হক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ জাকারিয়া, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, মৎস্য কর্মকর্তা ইসরাত জাহান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সালমা ইয়াসমিন, সমাজসেবা কর্মকর্তা আবু তাহের, নাঙ্গলকোট প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কেফায়েত উল্লাহ মিয়াজী, সদস্য সাইফুল ইসলাম। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার দেবদাস দেব তার বক্তব্যে বলেন, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সীরা এ টিকা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবেন। আগামী ২৩ অক্টোবরের মধ্যে টিকা প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। ২৪ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সকাল ৮ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে। টিকা কার্যক্রম সফল করতে তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

পিরোজপুরে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার দোসরদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বক্তব্য এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরে বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষ হয়। পরে সাধারণ শিক্ষার্থীরা সমাবেশে মিলিত হয়। এ সময় পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। খুনি হাসিনা সহ তার দোসরদের পুনর্বাসন করতে দেয়া যাবে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে এবং তাদের নিষিদ্ধ করতে হবে।

গণঅভ্যুত্থানে নিহত ও আহতদেও পরিবারকে আর্থিক সহায়তার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদ ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তাসহ ১০ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতের পরিবারের সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় বরিশাল প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে শহীদ ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা জানান, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ৩০ জন শহীদ হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন প্রায় চারশ' জন। যারা শহীদ হয়েছেন কিংবা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের কেউ খোঁজ খবর নিচ্ছেন না। সংবাদ সম্মেলনে এসব পরিবারকে পূঃনবাসন করার পাশাপাশি দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি করা হয়েছে। লিখিত বক্তব্যে আহত ছাত্রদের প্রতিনিধি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রহমাতুল্লাহ সাব্বির গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসহ পাঁচ দফা ও আহতদের সু-চিকিৎসার দাবিসহ পাঁচ দফার দাবি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে শহীদ সেলিম তালুকদারের বাবা সুলতান তালুকদার, শহীদ মাতা সেলিনা বেগম, আহত শিক্ষার্থী জাকির হোসেনসহ আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে নয় দিনে ১৯৩ জেলের কারাদন্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে অভিযান চালিয়ে গত নয় দিনে ১৯৩ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১৪ লাখ ৪৩ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া অভিযান দলের ওপর হাতবোমা হামলারও ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিভাগীয় মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত ১৩ অক্টোবর থেকে ২১ অক্টোবর মধ্যরাত পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে এক হাজার ১১২টি অভিযান চালানো হয়েছে এবং ৩৪৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার পাশাপাশি ৩৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি ১০ কোটি ৪৭ লাখ ৭৫ হাজার ৬০০ টাকা মূল্যের ৫৮ লাখ ৫৪ হাজার ১০০ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া নৌকাসহ জব্দ হওয়া সরঞ্জাম নিলামে বিক্রি করে দুই লাখ ৩২ হাজার ১০০ টাকা আয় হয়েছে। মৎস্য বিভাগের উপ-পরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।এছাড়াও জেলার মুলাদী উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের চরমালিয়া মইজদ্দিনের হাট এলাকার জয়ন্তী নদীতে ইলিশ রক্ষা অভিযানে হাতবোমা হামলা করেছে জেলেরা। নদীর পাড়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রশাসনের লোকজনদের প্রতিরোধ করে আটক এক জেলেকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় গত সোমবার দিবাগত রাতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন উপজেলা মেরিন ফিশারিজ কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান। এর আগে গত শনিবার বেলা ১১টার দিকে আড়িয়াল খাঁ নদের নাজিপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় এবং রাত আটটায় জয়ন্তী নদীর গাছুয়া ইউনিয়নের ডুমুরিতলা বাঘাবাড়ি এলাকায় হামলার শিকার হয়েছিলেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

বরিশালে সরকারি অফিসের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বিকল

স্টাফ রিপোর্টার : আগুন নেভাতে বরিশালের সরকারি দপ্তরগুলোতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকলেও বেশিরভাগেরই নেই মেয়াদ। কোনোটি অকেজো, আবার কোনো কোনো দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যবহার পদ্ধতি জানেন না। যে কারণে একেকটি অগ্নি দুর্ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসলেও নেয়া হচ্ছে না কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ। তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। সূত্রমতে, গত ১৩ অক্টোবর বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ভবনের নিচতলার স্টোর রুমে আগুন লাগে। হাসপাতালের কর্মচারীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও বেশিরভাগ অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র ছিলো বিকল। পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট দেড় ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপূর্বে গত জুন মাসেও এই হাসপাতালেরই আরেকটি স্টোর রুমে আগুন লাগে। তখনও ক্ষয়ক্ষতি হয় সরকারি সম্পত্তির। এভাবে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটলেও টনক নড়ছেনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। হাসপাতালের কর্মচারীরা জানিয়েছেন, বেশিরভাগ অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রেরই মেয়াদ উত্তীর্ণ ও বিকল। তবে হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. এসএম মনিরুজ্জামান বলেন, দুই এক জায়গায় দুই একটি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র বিকল থাকতে পারে। এ ছাড়া সবই সচল রয়েছে। বিকল যন্ত্র মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একই অবস্থা নগরীর অধিকাংশ সরকারি অফিসের। খোদ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের বেশ কয়েকটিরই মেয়াদ নেই। জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও আইনজীবী সমিতির ভবনগুলোরও একই দশা। এসব অফিস আদালতে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ সেবা নিতে আসেন। তাই কোনো অগ্নি দুর্ঘটনা হলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা করছেন আইনজীবীরা। বরিশাল জেলা ও দায়রা জন আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট সৈয়দ ওবায়েদ উল্লাহ সাজু বলেন, প্রতিদিন হাজার মানুষের আনাগোনা হয় সরকারি বিভিন্ন অফিস ও আদালতে। তবে এসব জায়গায় অগ্নি ঝুঁকি রয়েছে। সবার সাথে আলোচনা করে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে। সিনিয়র সাংবাদিক আকতার ফারুক শাহীন বলেন, নগরীতে একসময় হাজার খানেক পুকুর থাকলেও দখলের কারণে এখন হাতেগোনা কিছু পুকুর রয়েছে। এমন অবস্থায় শহরে যানবাহন ও জনগণ বাড়লেও বাড়েনি রাস্তাঘাটের পরিধি। ফলে প্রায়ই আগুন নিভানোর কাজ করতে গিয়ে পানি সংকট ও রাস্তা প্রসস্ত না হওয়ায় হিমশিম খেতে হয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের। তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ ভবন ও অফিসের অগ্নিনির্বাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বরিশাল ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মো. মোস্তফা মহসিন বলেন, জনবল সংকট থাকলেও আমরা সব সময় কাজ করে যাচ্ছি। সামনে শীত আসলেই আগুন লাগার ঘটনা বেড়ে যায়। এমন অবস্থায় অনেকেই আগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের বিষয়ে উদাসীন। তবে সবার সহযোগিতা পেলে বরিশালকে আরও নিরাপদ করে গড়ে তোলা যাবে। তিনি আরও বলেন, বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় বর্তমানে ৪২টি ফায়ার স্টেশন চালু আছে।

বিদ্যুপৃষ্টে দুই হাত হারানো শাকিলের জীবনযুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : স্ত্রীকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিলেন ৩৫ বছরের যুবক শাকিল হোসেন। সংসারে ছিলোনা কোন অভাব। কিন্তু একটি দূর্ঘটনা শাকিলের সাজানো সুখের সংসারসহ নিজের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে। দূর্ঘটনায় দুই হাত হারানো শাকিলকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে রেখেই চলে গেছেন তার স্ত্রী। জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে এক সময়ের কঠোর পরিশ্রমী যুবক শাকিলের জীবন চলে এখন ভিক্ষা করে। গত সোমবার দিবাগত রাতে জেলার গৌরনদী বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় কথা হয় শাকিলের। এ সময় শাকিল জানান, তার জন্ম ঢাকার তেজগাঁও এলাকার শাহিনবাগে। স্থায়ী নিবাস গাজীপুরের পুবাইলে। বাবা সেলিম হোসেন কাষ্টমসের কর্মচারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সে গর্ভধারীনি মাকে হারানো শাকিলের বাবা ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে মানিকগঞ্জে বসবাস শুরু করেন শাকিল। সেখানে পরিবহন মেরামতের একটি গ্যারেজে শাকিল কাজ করতেন। ২০১৯ সালে কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে তিনি (শাকিল) আহত হন। চিকিৎসায় জীবন বাঁচলেও চিরদিনের জন্য কেটে ফেলতে হয় তার দুই হাত। দুই পা ও বক্ষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হাসপাতালে ভর্তির ১৮ দিন পর শাকিলের স্ত্রী তাকে হাসপাতালের বেডে রেখেই পালিয়ে যায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে শাকিল হোসেন বলেন, দেড় মাস পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর একমাত্র ছোট ভাই সোহানের বাসায় তার ঠাঁই মেলে। সেখানে আড়াই বছর তাকে বিছানায় কাটাতে হয়েছে। এই সময়ে ছোট ভাই তাকে দেখাশুনা করতো। শাকিল বলেন, আমি যে গ্যারেজে কাজ করতাম সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য কোন খরচ দেয়া হয়নি। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে অদ্যবর্ধি কোনধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাননি। আমার চিকিৎসা করাতে গিয়ে ছোট ভাইও পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাই বিবেকের তাড়নায় ভাইয়ের কাছ থেকে চলে আসি। নেমে পরি জীবনযুদ্ধে। বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যের হাত পেতেও ব্যর্থ হয়েছি। বর্তমানে কোটালীপাড়া বেইলি ব্রীজ এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষা করে চলছে আমার জীবন সংগ্রাম। সরকারিভাবে কিংবা সমাজের বিত্তবানরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসলে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে শাকিল হোসেন আরও বলেন, কৃত্রিম হাত স্থাপন করা হলে আমি কোনমতে জীবন যাপন করতে পারতাম। কিন্তু এতে অনেক টাকার প্রয়োজন। এজন্য তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সমাজের মহানুভব ব্যক্তি এবং প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

আটোয়ারীতে জরায়ূমূখ ক্যান্সার প্রতিরোধে সভা

স্টাফ রিপোর্টার : : পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) অর্থাৎ জরায়ূমূখ ক্যান্সার প্রতিরোধে উপজেলা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পরিষদের হলরুমে উপজেলা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাদান ক্যাম্পেইনের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শাফিউল মাজলুবিন রহমানের সভাপতিত্বে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আটোয়ারী উপজেলা মডেল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধাণ ও টিকাদান ক্যাম্পেইনের সদস্য সচিব ডাঃ মোঃ হুমায়ূন কবির শুরুতে জরায়ূমূখ ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচীর ওপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। সমন্বয় সভায় আরো অংশগ্রহণ করেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ ছাড়াও আটোয়ারী প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ আনিসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনোজ রায় হিরু, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহিরুল ইসলাম ও শিক্ষার্থী মুশফিকা রেজা প্রমূখ। উল্লেখ্য, মহিলারা সাধারণত যেসকল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন জরায়ূমূখ ক্যান্সার এরমধ্যে বৈশ্বিকভাবে চতুর্থ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা দ্বিতীয় অন্যতম কারন। ২০২০ সালের তথ্য অনুয়ায়ী বিশ্বে প্রতিবছর ছয় লক্ষাধিক নারী জরায়ূমূখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার মৃত্যু বরণ করে থাকেন। প্রতিরোধ কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পন্ন করা না গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর এইচপিভি ভাইরাসের আক্রান্তে বিশ্বে প্রতিবছর সাত লক্ষাধিক নারীর মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। এদিকে আমাদের দেশে প্রতি এক লক্ষ নারীর ১১ জন জরায়ূমূখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ৪৯৭১ জন মৃত্যুবরণ করেন। এইচপিভি টিকা বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচীতে নতুন সংযোজন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ এবং শিক্ষার্থী ব্যতিত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী মেয়েরা রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে এই টিকা নিতে পারবেন।

বাঘায় ইউএনও পূর্ণলবহালের দাবিতে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পূর্ণলবহালের দাবিতে এবং মাদক ও হ্যাকার বিরোধী পৃথক দুটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা বাসীর ব্যানারে উপজেলা চত্বরের সামনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামের বদলি স্থগিত করে পূর্ণবহালের দাবিতে এবং সাড়ে ১১টায় বাঘা থানা মোড়ে মাদক ও হ্যাকার বিরোধী এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত পৃথক মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল মামুন। উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সাবেক ছাত্রদলের সভাপতি মুজিবর রহমান জুয়েল, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম স্বপন, যুবদল নেতা আল আমিন, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মোমিনুল ইসলাম হিটলার, লতিফ, চকরাজাপুর ইউনিয়নের সাবেক সদস্য রেজাউল করিম, বাঘা শাহদৌলা কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি পিয়াস আহমেদ, ছাত্রদল নেতা হিমেল আহমেদ, শরিফ উদ্দিন, হাসিবুল ইসলাম, জীবন আহমেদ, অনিক মাহমুদ, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

কাহারোলে নির্বাহী অফিসারের কাজের চাপ বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিষদের প্রশাসক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এত দায়িত্ব থাকায় প্রতিষ্ঠান গুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। জানা যায় উপজেলার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষ কর্মচারীদের বেতন ভাতা কাগজ স্বাক্ষর করতে হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে। দেখতে হয় তাদের ফাইল পত্র। কোনো প্রতিষ্ঠানের মামলা থাকলেও সেখানে বার্তি সময় দিতে হয়। এ ছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান তারা বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতেন। তারা না থাকায় সেই সকল কমিটির দায়িত্ব পালন করতে হয় ইউএনওকে। আইন শৃঙ্খলা কমিটি থেকে শুরু করে শিক্ষা, কৃষিউন্নয়ন, সেচ, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, বয়স্ক, প্রতিবন্ধিভাতা, স্বামী নিগৃহীত ভাতা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি, মাতৃত্ব ভাতা, চোরাচালান প্রতিরোধ, এনজিও সমন্বয়, টেন্ডার, টিআরকাবিখা, বিভিন্ন দিবস পালন, ভিডাব্লিউবিসহ উপজেলা পর্যায়ের সরকারী দপ্তর গুলোর বিভিন্ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অভিসার মোঃ আমিনুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন,'সরকারি দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে হবে'। প্রতিনিয়ত রুটিং অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। কাজের চাপ বেশী হলেও কাহারোলের মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত।

শেরপুর নবনির্মিত 'সম্মেলন কক্ষ' উদ্বোধন করলেন ডিআইজি

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরে জেলা পুলিশের উদ্যোগে নবনির্মিত 'সম্মেলন কক্ষ' উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের মূলভবনের তৃতীয়তলায় নবনির্মিত ওই 'সম্মেলন কক্ষ' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি ড. মো. আশরাফুর রহমান। উদ্বোধনকালে ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ের অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ আবু সায়েম বিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম এণ্ড অপস্) মো. শরিফুর রহমান বিপিএম, শেরপুরের পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট আব্দুল্লাহ আল মাহমুদসহ রেঞ্জের অন্য ৩ জেলার পুলিশ সুপারগণ, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্টগণ ও রেঞ্জ-জেলা পুলিশের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে উদ্বোধন উপলক্ষে নবনির্মিত 'সম্মেলন কক্ষে' বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষটি পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলামের পরিকল্পনা ও সার্বিক দিকনির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে সার-বীজ বিতরণের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বিনামূল্যে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবদুর রউফের সভাপতিত্বে বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাহিদ হাসান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপ্পির সভাপতি শামছুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর আমির আবুল কামাল বিশ্বাস, সাবেক রায়গঞ্জ পৌর মেয়র মোশাররফ হোসেন, রায়গঞ্জ উপজেলা ছাত্র সমন্বয়ক শেখ রিয়াদ হোসেন প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে হবে

সারা বিশ্বে নারীদের জন্য স্তন ক্যান্সার ঝুঁকির বিষয় হলেও সচেতন থাকলে তা থেকে মিলবে মুক্তি। অজ্ঞতা ও অসচেতনতায় স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা বাড়ছে। নিজে নিজের স্তন পরীক্ষার ওপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএআরসিয়ের তথ্যমতে, প্রতি বছর নতুন করে ১৩ হাজার নারী এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। আর বছরে মারা যান প্রায় ৮ হাজার নারী। বর্তমান বিশ্বে নারীদের অন্যতম প্রধান ক্যানসার হলো স্তন ক্যানসার। বিশ্বে প্রতি বছর ২০ লাখের বেশি নারী এই রোগে আক্রান্ত হন। আর মারা যান প্রায় ৭ লাখ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্তনের কিছু কোষ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে, অতিরিক্ত কোষগুলো বিভাজনের মাধ্যমে টিউমারে পরিণত হয়। সেটি রক্তনালির লসিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই ক্যানসার। চলছে স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস। অক্টোবর মাস জুড়েই স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতন করতে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভেজালের এই যুগে ক্যানসার যেন ঘরে ঘরে। আর স্তন ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অক্টোবর মাসকে স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করা হয়। সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসকে স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবে পালন করার মূল লক্ষ্যই হলো পৃথিবীর সব নারীকে স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং এর প্রাথমিক পর্যায়েই তা শনাক্ত করতে পারা। গবেষণায় দেখা গেছে, পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোয় স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের অধিকাংশের বয়স ৫০ বছর বয়সের বেশি। কিন্তু আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারীরা স্তন ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত অল্প বয়সে যে ধরনের ক্যানসার হয়ে থাকে, সেগুলো বেশি আগ্রাসী হয়ে থাকে। আমাদের লক্ষ্য হবে অল্প বয়সী নারীদের যে ধরনের ক্যানসার কাবু করে ফেলে, সেটিকে প্রথমে দমন করা। আমাদের দেশে স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুহার এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ হলো অধিকাংশ রোগী চিকিৎসকের কাছে আসছেন আক্রান্ত হওয়ার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পর্যায়ে। তাই আমাদের দেশে সচেতনতা গড়ে তোলা খুবই জরুরি। একটু সচেতন থাকলেই এই ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা যায়। ঝুঁকিতে থাকা এই ৯ শ্রেণির নারী নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজে এ বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। ৩৫ বছরের ওপরের নারীরা ম্যারেনাগ্রাফিক স্ক্রিনিং করে এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

আমাদের লক্ষ্য হবে অল্প বয়সী নারীদের যে ধরনের ক্যানসার কাবু করে ফেলে, সেটিকে প্রথমে দমন করা। আমাদের দেশে স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুহার এত বেশি হওয়ার প্রধান কারণ হলো অধিকাংশ রোগী চিকিৎসকের কাছে আসছেন আক্রান্ত হওয়ার তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পর্যায়ে। তাই আমাদের দেশে সচেতনতা গড়ে তোলা খুবই জরুরি। একটু সচেতন থাকলেই এই ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা যায়। ঝুঁকিতে থাকা এই ৯ শ্রেণির নারী নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সহজে এ বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন

খোঁড়াখুঁড়িতে ক্ষতবিক্ষত ঢাকার উত্তর সিটি

উন্নয়নের নামে রাজধানীর ওয়ার্ডগুলোতে ১২ মাসই চলে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি। একদিকে সমন্বয়হীনভাবে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির পর মেরামত না করা, অন্যদিকে ভাঙাচোরা সড়ক বছরের পর বছর সংস্কার না করায় নাকাল রাজধানীবাসী। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে এমন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ শহরে জনসংখ্যার অনুপাতে যতটা নাগরিক সেবা থাকা দরকার, তার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। বলা যায়, শহর হিসেবে বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে ঢাকা। বিষয়টিকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করছে অনুন্নত সড়ক ও সড়কে অব্যবস্থাপনা। সারা বছর এ শহরে সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি লেগেই থাকে। দুর্ভোগ কমাতে উন্নয়ন তো হতেই হবে, কিন্তু সেই উন্নয়নকাজ বরং আরও দুর্ভোগ বাড়িয়েই দিচ্ছে। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে মানা হয় না কোনো নীতিমালা, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কিছু এলাকার লাখ লাখ মানুষ চরম ভোগান্তিতে আছেন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কারণে। কোথাও সড়ক সংস্কারের কাজ করছে খোদ সিটি করপোরেশন। কোথাও আবার ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহের সংযোগ স্থাপন এবং অন্যান্য সেবা সংস্থার উন্নয়ন কাজের জন্য কেটে রাখা হয়েছে সড়ক। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক এলাকার সড়কের পিচ উঠে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বড়বাগ, পশ্চিম কাজীপাড়া, পীরেরবাগ, পশ্চিম আগারগাঁও, মণিপুর এসব এলাকার ছোট-বড় সড়ক ও অলিগলিতে খনন করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। কোনো কোনো সড়ক চার-পাঁচ মাস আগে কাটাকাটি করা হয়েছে, যা এখনো মেরামত করা হয়নি। সড়কের কিছু অংশ খনন করা হয়েছে, অন্য অংশে নর্দমা নির্মাণের জন্য কংক্রিটের পাইপ রাখা হয়েছে। ফলে হাঁটাচলাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ দুর্ভোগ নিয়ে উত্তর সিটি করপোরেশনের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। জোড়াতালি দিয়ে চলছে সড়ক উন্নয়নের কাজ। খোঁড়াখুঁড়িতে কোনো লাগাম নেই। এ নিয়ে স্পষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা কেউ মানছে না। মানার ব্যাপারে উদ্যোগও নেই। তাই দুর্ভোগ কমাতে যে রাস্তাগুলো খোঁড়াখুঁড়ির অবস্থায় রয়েছে সেগুলো সংস্কার করে নতুন কাজে এগিয়ে যেতে হবে। জনদুর্ভোগ লাঘব ও সরকারি টাকা অপচয় বন্ধ করতে হবে। বর্ষাকালে খোঁড়াখুঁড়ি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। কোথাও রাস্তা খুঁড়তে হলে ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো, সিটি করপোরেশন, বিটিসিএল, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি- এসব সংস্থার সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয় করে উপযুক্ত সময়ে খনন কাজে হাত দেওয়া চাই। সেটি কোনোক্রমেই বছরে একবারের বেশি নয়।

খোঁড়াখুঁড়িতে কোনো লাগাম নেই। এ নিয়ে স্পষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা কেউ মানছে না। মানার ব্যাপারে উদ্যোগও নেই। তাই দুর্ভোগ কমাতে যে রাস্তাগুলো খোঁড়াখুঁড়ির অবস্থায় রয়েছে সেগুলো সংস্কার করে নতুন কাজে এগিয়ে যেতে হবে। জনদুর্ভোগ লাঘব ও সরকারি টাকা অপচয় বন্ধ করতে হবে। বর্ষাকালে খোঁড়াখুঁড়ি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। কোথাও রাস্তা খুঁড়তে হলে ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি, ডেসকো, সিটি করপোরেশন, বিটিসিএল, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি- এসব সংস্থার সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয় করে উপযুক্ত সময়ে খনন কাজে হাত দেওয়া চাই

রোহিঙ্গা সংকট ও সমাধানসূত্র

সাইফুল ইসলাম শান্ত

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর হাতে ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পাড়ি দেয়া প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়ার সাত বছর পার হয়ে গেলেও সংকট সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আগ্রহ দিন দিন ফিকে হয়ে আসছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট। অথচ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চাইলে এই সমস্যার সমাধান আরো অনেক আগেই হয়ে যেতো। মিয়ানমারের প্রতিবেশী দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তি ভারত ও চীন তাদের নিজ নিজ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের মিয়ানমারে বিনিয়োগ থাকায় তাদের ভূমিকাও অস্পষ্ট। জাতিসংঘ, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো এ সমস্যার ব্যাপারে অবহিত হলেও সমাধানের ব্যাপারে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবসনই একমাত্র সমাধান হলেও নানা জটিলতায় আটকে আছে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বহুমুখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জরুরি। মিয়ানমার ও রাখাইন রাজ্যে যুদ্ধ বন্ধে এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে প্রভাবশালী দেশগুলোকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। সম্প্রতি বাংলাদেশে সফর করা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত রোহিঙ্গা সংকটকে একটি তাজা টাইম বোমা আখ্যায়িত করে এটি যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে বলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ সমস্যার সমাধান বাংলাদেশের হাতে নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে। আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। এটি এমন এক বিষয় যা আমাদের যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করতে হবে। ড. ইউনূস বলেন, এটি বাংলাদেশের একার সমস্যা নয়, মালয়েশিয়ারও সমস্যা। আমাদের এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এবং আমরা আসিয়ান, মালয়েশিয়ার সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করব। এর আগে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি আলোচনা সভায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তখন তিনি বলেন, আমাদের সতর্ক হতে হবে, এই সংকটের সমাধান না হলে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র অঞ্চল সমস্যায় পড়বে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নতুন করে ভাবার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, প্রথমত আমরা চাই জাতিসংঘ মহাসচিব যত দ্রুত সম্ভব রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সব পক্ষের উপস্থিতিতে একটি সম্মেলনের আয়োজন করুন। সম্মেলনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই আন্তরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। সম্মেলনে আইওএমের

ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে চীনবিরোধী জোটের শক্তির মহড়া, অন্যদিকে রাখাইনে পরিবর্তিত ভূকৌশলগত গুরুত্ব প্রভৃতি কারণে রোহিঙ্গারা এখন আন্তর্জাতিক ও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ জান্তাবিরোধীদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। মিয়ানমারের চলমান গৃহযুদ্ধ, রাখাইনে নতুন করে সংঘাত এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য পুরো পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। একই সঙ্গে মিয়ানমারের রাখাইনকে ঘিরে ভূ-রাজনীতি এবং পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় মিয়ানমারের সঙ্গে সংকট সমাধান বাংলাদেশের জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও সামনে এসেছে। রাখাইনে চীন, ভারত, রাশিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের যেখানে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে; রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য সেখানে অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে

মহাপরিচালক অ্যামি পোপ বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই সংকট সমাধানে আমাদের আরও কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে উচ্চপর্যায়ের এই আলোচনায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের নতুন সহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘ সাত বছর ধরে চলমান রোহিঙ্গা সংকট নানা দিক দিয়ে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। প্রত্যাবাসন বিলম্ব হওয়ায় দিন দিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়েই চলেছে। মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ ভয়ংকর অপরাধেও তাদের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়ে দেশের শ্রমবাজারের ক্ষতি করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। জঙ্গিবাদের সঙ্গেও তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ফলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে উঠেছে। যা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয় এই পুরো অঞ্চলের জন্যও নিরাপত্তা হুমকি। বিশ্বজুড়ে চলমান অস্থিতিশীল ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে এই সমস্যা যেন গুরুত্ব হারিয়ে না ফেলে সেদিকে আমাদের সবপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং প্রত্যাবাসন সহজতর করতে বড় দেশগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের সঙ্গে বরাবরই চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

অতীতে জাতিসংঘে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যেসব প্রস্তাব আনা হয়েছিল, তাতে বরাবর ভেটো দিয়েছে চীন। কারণ চীন চায় মিয়ানমারে যেন তাদের বন্ধুভাবাপন্ন একটি সরকার ক্ষমতায় থাকে। মিয়ানমারে চীনের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থও রয়েছে। মিয়ানমারের আরাকান এলাকায়ও চীনের স্বার্থ রয়েছে। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীনের উচিত মিয়ানমারের ওপর তার চাপ বৃদ্ধি করা। এই সমম্যার টেকসই সমাধান খুঁজতে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যাবাসনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে আসিয়ান এবং জাতিসংঘসহ আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে সংলাপ এবং সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ভারত তার কূটনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে মিয়ানমারকে সংকটের মূল কারণগুলো মোকাবিলা করতে এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করতে পারে। এর ফলে এই পুরো অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসবে। একদিকে, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে চীনবিরোধী জোটের শক্তির মহড়া, অন্যদিকে রাখাইনে পরিবর্তিত ভূকৌশলগত গুরুত্ব প্রভৃতি কারণে রোহিঙ্গারা এখন আন্তর্জাতিক ও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ জান্তাবিরোধীদের রাজনীতির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। মিয়ানমারের চলমান গৃহযুদ্ধ, রাখাইনে নতুন করে সংঘাত এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য পুরো পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। একই সঙ্গে মিয়ানমারের রাখাইনকে ঘিরে ভূ-রাজনীতি এবং পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় মিয়ানমারের সঙ্গে সংকট সমাধান বাংলাদেশের জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও সামনে এসেছে। রাখাইনে চীন, ভারত, রাশিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের যেখানে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে; রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি বাংলাদেশের জন্য সেখানে অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। আমরা আশা করতে পারি জাতিসংঘ, প্রভাবশালী ও দাতা দেশ, মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থা, রোহিঙ্গাদের স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো এ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রেখে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করবে।

লেখক: সাংবাদিক

চাকরির বয়স বাড়ানোর ভালোমন্দ

মোস্তফা কামাল

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানো তথ্যটি উড়ছিল বাতাসে। এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ আনুষ্ঠানিক জানানো হয়েছে সোমবার। ছেলেদের জন্য ৩৫ আর মেয়েদের জন্য ৩৭ বছর করার সুপারিশের খবরে বেশ উল্লাস সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। তবে সুপারিশে অবসরের সময় বাড়ানোর কথা নেই। প্রায় এক যুগ ধরে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ বছর করার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে।

আন্দোলনটি ছিল অনেকটা শাহবাগকেন্দ্রিক। কখনো কখনো তা কিছুটা বেগবান হলেও তেমন তেজি হয়নি। তাদের মিছিল শাহবাগ ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারেনি। কোটা সংস্কার আন্দোলন সরকার পতনে গিয়ে সাফল্যের পর চাকরিতে বয়স বাড়ানোর আন্দোলনকারীরা অনেকটা ভরসা খুঁজে পায়। সরকারের দিক থেকেও রেসপন্স মেলে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলনকারীদের দাবির চেয়েও বেশি বয়স সুপারিশ করেছে। বয়স বাড়ানোর সুপারিশের বড় কারণ হিসেবে অন্তত তিনটি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। ১. করোনাভাইরাস মহামারিতে সরকারি চাকরির নিয়োগ বন্ধ ছিল। এই ক্ষতি পোষাতে গত সরকার বয়স ছাড় ঘোষণা করলেও আটকে থাকা নিয়োগে তেমন গতি ছিল না। অন্যদিকে নতুন নিয়োগের উদ্যোগও ছিল কম। ২. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় গত সরকার দেশের অর্থনীতি নিয়ে সমস্যায় ছিল। ফলে সরকারি-বেসরকারি উভয় চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে এসেছিল। ৩. গত সরকারের মামলা-হামলার কারণে অনেক ছাত্র সংগঠনের হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থী নিয়মিত নিয়মে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারেনি। ফলে তারা চাকরি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। ভেতরের খবরে জানা গেছে, কমিটির এক সদস্য জানান, প্রথমে কমিটির পক্ষ থেকে চাকরিতে প্রবেশের বয়স ছেলে-মেয়েদের জন্য যথাক্রমে ৩২ ও ৩৩ বছর করার চিন্তা ছিল। কিন্তু পরে একাধিক শিক্ষার্থী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর মত পরিবর্তন করে কমিটি। চূড়ান্ত বিচারে চাকরিতে প্রবেশের বয়স কত হবে তা নির্ভর করবে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে উচ্চপর্যায়ের সূত্র জানায়, এই সুপারিশই চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাধারণভাবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ৩০ বছর, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও তাদের নাতি-নাতনিদের জন্য ৩২ বছর। কমিটির প্রস্তাবনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা হয়নি। মেয়েদের বয়স দুই বছর বেশি করার পেছনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, মেয়েরা অনেক সময় স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার পর আবার নতুন করে ভর্তি হতে হয়। পড়াশোনার মাঝে বিয়ে হওয়ায় কারও কারও পড়ালেখায় বিরতি পড়ে। বিয়ের পর সন্তান হওয়ার পর অনেক সময় চাকরির পরীক্ষা দিতে পারে না। এসব বিবেচনায় মেয়েদের বয়স দুই বছর বেশি রাখাকে কমিটি যৌক্তিক মনে করেছে। অবসরের বয়স সম্পর্কে সুপারিশে কোনো কথা না থাকায় খটকা লাগছে অনেকের কাছে। এখানে একটি ফের আছে। সরকারি চাকরিতে স্বাভাবিকভাবে পেনশনযোগ্য হতে অন্তত ২৫ বছর চাকরির বয়স হতে হয়। তাই চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করলে স্বাভাবিকভাবেই অবসরের বয়সসীমাও বাড়াতে হবে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটিকে শুধু চাকরিতে প্রবেশের বয়স পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কার্যপরিধিতে অবসরের বয়স বাড়ানোর সুপারিশ করার সুযোগ নেই। কিন্তু, বাস্তবতার নিরিখে অবসরের বয়সও বাড়াতে হবে। অথবা বিকল্প কিছু একটা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল সরকার। গত সপ্তাহে এ কমিটি তাদের সুপারিশ জমা দিয়েছে। কমিটিতে সদস্যসচিব হিসেবে ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোখলেস উর রহমান। সদস্য হিসেবে ছিলেন সাবেক যুগ্ম সচিব কওছার জহুরা, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ইকবাল এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইফুল ইসলাম। গত সরকার করোনার কারণে বয়স ছাড়ের কথা বললেও নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়নি। এটাও ছিল একটি কূটচাল ছিল। তাই শিক্ষার্থীদের চাওয়া বয়সের চেয়েও এখন বেশি সুপারিশ এসেছে। কমিটির প্রধান মুয়ীদ চৌধুরী চাকরির বয়স বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছেন। তার নেতৃত্বে কমিটি সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সরকারি চাকরি সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছে। তারা দেখেছেন, আমেরিকায় কোনো বয়সসীমা নেই, নেপালে ৪৫ বছর, ভারতের কিছু প্রদেশে ৩৬ বছর রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে বয়সসীমা আরও বেশি। তাই কমিটি বাংলাদেশেও বয়স বাড়ানোকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছে। প্রধান উপদেষ্টা প্রতিবেদন দেখে সন্তুষ্ট হলে কমিটির প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদে ওঠানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেবেন। এ ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ওঠাতে হবে। আইন ও বিধিবিধানে কিছু সংশোধন আনতে হবে। আইনগত দিকগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। তাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি ওঠানোর আগে কিছু কাজ রয়ে গেছে। প্রশাসনকেন্দ্রিক ভাবনার কিছু বিষয়ও রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলতে চান, এতে ক্যাডার সার্ভিসগুলোতে চাকরির পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। সার্ভিস কমান্ডেও একটু গোলমাল হতে পারে। বা কেউ গোলমাল পাকানোর সুযোগ নিতে পারে। বাংলাদেশে গত এক যুগের বেশি সময় ধরে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময়সীমা বৃদ্ধির আলাপ থাকলেও, বয়স-সীমা বাড়ানোর যৌক্তিকতা কতটা, সেটি নিয়েও আছে নানা প্রশ্ন। সেই সাথে চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো হলে সেটি কি রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে মিলে দেশের জন্য বোঝা তৈরি করতে পারে - তেমন প্রশ্নও রয়েছে অনেকের মধ্যে। তাদের মতে কেউ ৩৫ বছরে আবেদন করলে তার লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, পুলিশ ভেরিফিকেশন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে চাকরি হতে হতে আর তিন-চার বছর সময় চলে যাবে, যার অর্থ হলো তার কর্মজীবনই শুরু হচ্ছে প্রায় ৪০ বছর বয়সে। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার ২০১৮ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “চাকরিতে প্রবেশের বয়স যদি ৩৫ করা হয় তাহলে তরুণদের মেধাকে কাজে লাগানো যাবে না। তরুণরা যে অনেক দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে সেটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?" সেই মজুমদার এখন সরকারের একজন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এরপরও ‘শেষ ভালো যার সব ভালো তার’ বলে বাংলায় একটি প্রবাদ-প্রবচন আছে। আমাদের উচিত হবে তরুণদের বেশি করে সুযোগ দেওয়া। কারণ সময় বদলেছে। সময়টা এখন তারুণ্যের। স্মরণীয় ঘটনা, বাংলাদেশে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের সময় একবার ক্যাডার সার্ভিসের জন্য আবেদনের বয়স ৫০ বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল। '৮২ ব্যাচের ওই কর্মকর্তারা ‘৬৫০ ক্যাডার’ হিসেবে প্রশাসনে পরিচিত। এসব কর্মকর্তার মধ্যে তখন ৪৫ বছরের বেশি বয়সে চাকরি পেয়েছিলেন ২০ জনের মতো। মূলত উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে প্রতিটি উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে হবে- এমন চাহিদা থেকে তখন একটি বিসিএসের জন্য বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনকারটি আরেক অনিবার্যতা। বিশ্বের অনেক দেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নেই। সেটা আরেক বাস্তবতা। ওইসব দেশে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন স্থানীয় সরকারের হাতে। তারা প্রয়োজন মতো নিয়োগ বা অব্যাহতি দেয়। আমাদের প্রেক্ষিত ও বাস্তবতা ভিন্ন।

মূলত উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে প্রতিটি উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে হবে- এমন চাহিদা থেকে তখন একটি বিসিএসের জন্য বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনকারটি আরেক অনিবার্যতা। বিশ্বের অনেক দেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা নেই। সেটা আরেক বাস্তবতা

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন

হারিয়ে যেতে বসেছে বুলবুলি পাখি

মো: হায়দার আলী

অবাধে বৃক্ষনিধন, আবাসস্থল কমে যাওয়া, পাখি শিকারির অত্যাচারে দিনে দিনে পাখিরা বিলুপ্ত হতে চলেছে। আগে দলবেঁধে মানুষের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত বুলবুলি পাখি, এখন আর তাদের সেভাবে দেখা যায় না। পাখিদের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে বলেছেন-‘বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস নে আজি দোল’। আর শিশুরা মহানন্দে ছড়া কাটে-

বুলবুলি গো বুলবুলি
আয় না খেলি চুল খুলি।
গাছের ফাঁকে লুকিয়ে থেকে
উদাস করিস আমায় ডেকে।
তোর গলার মিষ্টি সুরে
মন যে আমার কেমন করে।
আয় না কাছে বুলবুলি
গল্প করি মন খুলি।

বাংলায় বুলবুলি, বুলবুলির ইংরেজি নাম REDVENTED BULBUL or COMMON BULBUL (রেডভেন্টেড বুলবুল বা কমন বুলবুল)। বৈজ্ঞানিক নাম: (Pzcnonotus cafer) লালপুচ্ছ বুলবুলি বা কালচে বুলবুলি Pzcnonotidae (পাইকনোনোটিডি) গোত্র বা পরিবারের অন্তর্গত Pzcnonotus (পাইকনোনোটাস) গণের এক প্রজাতির অতি পরিচিত দুঃসাহসী এক পাখি। বুলবুলি হিসেবে এরা সুপরিচিত। পাখিটি পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয়। বুলবুলি আমাদের অতি পরিচিত পাখি। আমাদের কাছের পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ওদের বসবাস মানুষজনের গা ঘেঁষে। তাই ঢাকা শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের যে কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে এই পাখির সঙ্গে আমাদের দেখা হয় হরহামেশাই। গেরস্ত বাড়ির উঠোন কিংবা বাগানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ওদের। দেখা যায় শহুরে বাড়ির আশপাশেও। আমাদের দেশে এমন কোনো বাগান নেই যেখানে বুলবুলি দেখা যায় না। ওরা গভীর অরণ্য পছন্দ করে না মোটেও। থাকছে পছন্দ করে মানুষের খুব কাছে। স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে। মাথা ও গলা চকচকে কালো। ওদের মাথার ওপর ছোট্ট কালো ঝুঁটি আছে। ঝুঁটিটি দেখলে মনে হয় যেন চুলে কদম ছাঁট দেয়া হয়েছে। কারো কারো আবার ঝুঁটি দেখা যায় না। সারা শরীর এবং ডানা পাটকিলে রঙের। ডানা, পিঠের ওপরের অংশ ও বুকের প্রতিটি পালকের আগায় খুব সরু সাদা পট্টি নজরে পড়ে। লেজের ডগা পাটকিলে। এই পাটকিলে রঙ গাঢ় হয়ে এসে শেষপ্রান্তে সাদা। তল পেট ও লেজের তলের অংশ ফিকে সাদা। ডানারও কতোগুলো পালকের প্রান্তদেশ সাদা। তলপেটের শেষে লেজের তলা টুকটুকে লাল। চোখের ভেতরের অংশ গাঢ় পিঙ্গল। চঞ্চু ও পায়ের রঙ কুচকুচে কালো। চঞ্চু ছোট ও শক্ত। বুলবুলিদের খাবার মেন্যুতে আছে বিভিন্নরকম ছোট ছোট ফল, কীট-পতঙ্গ এবং ফুলের মধু। পুঁইশাকের পাঁকা দানা ও মটরশুঁটি ওদের খুব প্রিয় খাবার। তাই কৃষকের ভরা জমিতে এসব সবজি খেতে ওদের দলে দলে হামলা করতে দেখা যায়। তাল-খেজুরের রসও ওদের বেশ প্রিয়। শীতকালে খেজুর গাছে ঝোলানো রসের হাঁড়িতে বসে প্রায়ই আরাম করে রস চুরি করে খেতে পছন্দ করে ওরা। সামাজিক পাখি বুলবুলি। তাই জোড়ায় জোড়ায় বা দল বেঁধে চলতে পছন্দ করে ওরা। ওদের ভালোবাসা বেশ গভীর। জোড়া ছাড়া ওদের দেখা যায় না বললেই চলে। বেলা শেষের গোধূলি লগ্নে বাগানের কোনো ঝাঁকড়া গাছে বা পুকুর পাড়ের কোনো ঝোপের মধ্যে এক সঙ্গে হয়ে কিচিরমিচির শব্দে ওরা পাড়া মাতিয়ে তোলে। শেষ বিকেলে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি বুলবুলিকে দল বেঁধে একসাথে খেলতে দেখা যায়। ওদের খেলা দেখে মুগ্ধ হয় অনেকে। বুলবুলি খুবই চঞ্চল স্বভাবের পাখি। স্থির হয়ে যেন বসতেই পারে না। তার ওপর আবার বেশ ঝগড়াটে এবং লড়াইবাজও বটে। এ কারণে একসময় সারা ভারতবর্ষে বুলবুলি পালার রেওয়াজ ছিলো। বাংলাদেশেও এক সময় কক ফাইটের মতো বুলবুলিরও লড়াই দেখা যেতো। এখন ওসব আর চোখে পড়েনা। আবাসস্থল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এরা দিনে দিনে বিলুপ্ত হচ্ছে। বুলবুলি বেশ সাহসী পাখি। শত্রুর দেখা পেলে তাকে ছেড়ে কথা কয় না। শক্ত নখর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর। এই পাখি আবার বেশ ভালোভাবে পোষ মানে। হয় প্রভু ভক্ত। ওরা একখান থেকে ওরা অন্য খানে যেতে চাই না। বুলবুলি খুব ভালো উড়তে পারে না বলে একটানা বেশি দূর উড়ে যায় না। তবে ওদের ওড়াটা বেশ দ্রুত। ওড়ার সময় ডানার ঝাপটার শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। ওড়াউড়ি করার চেয়ে সারাক্ষণ ওরা গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াতেই অভ্যস্ত। মাটিতে ভালো করে হাঁটতে পারে না বলে মাটিতে নামে না বললেই চললে। কোনো খাবার মাটি থেকে তুলে নেয়ার প্রয়োজন হলেই কেবল মাটিতে নেমে আসে। বুলবুলির গলার আওয়াজ বেশ আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট। ওরা গান গায় না। তবে সারাদিনই বিরামহীনভাবে মিষ্টি এবং সুরেলা কণ্ঠে ডাকাডাকি করে ঘুরে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে। ওদের প্রজননকাল বর্ষা মৌসুম। এ সময় কোনো ঝোপ বা ছোট গাছের ডালে শুকনো ঘাসের গোড়া, চুল, শুকনো পাতা বা গাছের ছাল দিয়ে বাসা তৈরি করে। বাসাটি দেখতে বাটির মতো। এ বাসায় ২ থেকে ৪টি ডিম পাড়ে। ডিমের রং গোলাপি সাদা; তার ওপর বাদামির ছোপ থাকে। ডিম ফোটানো এবং বাচ্চা প্রতিপালনের কাজ পুরুষ স্ত্রী দুজনে মিলেই করে। কাক, চড়ুই, শালিকের মতো বুলবুলিও আমাদের আঙিনার পাখি। আমরা সকালে ঘুম ভেঙে উঠে বাড়ির উঠোনের গাছে গাছে বুলবুলির নাচন দেখে মুগ্ধ হই। আমাদের প্রকৃতিতে ওরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। এ দেশে ওরা বেশ ভালোই আছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত দেশে এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বুলবুলি পাখি চেনে না। শিল্প-সাহিত্য-কবিতা-গান-ছড়ায় সেই আদি যুগ থেকে বার বার উঠে এসেছে এই পাখির নাম। আসুন আমরা সবাই বৃক্ষনিধন বন্ধ করি, পাখিদের ভালোবাসি, পাখি শিকারিদের সচেতন করি।

লেখক : প্রধান শিক্ষক, মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

গাজায় ১৮ লাখের বেশি মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের সংস্থাগুলো জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হবে। সংস্থাগুলো জানায়, গাজায় বর্তমানে ১৮ লাখেরও বেশি মানুষ বিপজ্জনক মাত্রার ক্ষুধার সম্মুখীন। ইসরায়েলি বোমা হামলার ফলে এখানকার ৭০ শতাংশ কৃষি জমি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ চাকুরি হারিয়েছে। গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)'র অধীনে ও জাতিসংঘের সহযোগিতায় তৈরি এক প্রতিবেদন অনুযায়ী এরইমধ্যে গাজার জনসংখ্যার ছয় শতাংশ বা এক লাখ ৩৩ হাজার মানুষ সর্বনাশা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছে এবং নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে এই সংখ্যা তিন লাখ ৪৫ হাজার মানুষ বা ১৬ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া সমগ্র গাজা উপত্যকা জুড়ে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি ইতোমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে এবং সম্প্রতি যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ আশঙ্কা আরও বেড়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আইপিসি রিপোর্টের ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজার দুর্ভিক্ষ অগ্রহণযোগ্য। ইসরায়েলের উচিত এই অঞ্চলে সাহায্য সরবরাহের জন্য সমস্ত সীমান্ত ক্রসিং খুলে দেওয়া। জাতিসংঘের উপ-মুখপাত্র ফারহান হক নিউইয়র্কে একটি রুটিন ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, মহাসচিব গাজায় সাহায্য বিতরণে বাধাগুলো অপসারণ এবং শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছেন যাতে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতে পারে। আইপিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, কেবলমাত্র খাদ্য, চিকিৎসা সরঞ্জাম, পানি ও মৌলিক পরিষেবাগুলো পেতে আরও বেশি তৎপরতার মাধ্যমে গাজায় দুর্ভিক্ষের হুমকি এড়ানো যেতে পারে। সংস্থাটি অবিলম্বে নিঃশর্ত ও টেকসই যুদ্ধবিরতি, খাদ্য ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং তীব্র অপুষ্টি প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শিশু ও ছোট বাচ্চাদের জন্য দুধ সরবরাহের কর্মসূচির উন্নতি করতে হবে এবং মায়েদের বুকের দুধ খাওয়াতে উৎসাহিত ও সহায়তা করতে হবে। এছাড়াও, যেসব শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় না তাদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন।

হামাস আর গাজা শাসন করবে না নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নতুন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল। এরপরেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাস আর গাজা শাসন করবে না। এক ভিডিও বিবৃতিতে নেতানিয়াহু বলেন, হলোকাস্টের পর থেকে যে ব্যক্তি আমাদের জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে, তাকে নির্মূল করা হয়েছে। গাজায় যারা ইসরায়েলিদের জিম্মি করে রেখেছে তাদের উদ্দেশ্যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে তার অস্ত্র রাখে সমর্পণ করবে এবং জিম্মিদের ফিরিয়ে দেবে, আমরা তাকে ছেড়ে দেবো এবং বাঁচতে দেবো আর যে তাদের ক্ষতি করবে, তার রক্ত তার নিজের মাথায় থাকবে। এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ বলেন, সিনওয়ারকে হত্যা করা শহীদ সেনাদের পরিবার ও অপহরণকারীদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা যে আমরা সবকিছু করছি এবং করা অব্যাহত রাখব। এর আগে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানায়, বুধবার গাজার রাফাহ শহরের একটি ভবনে অভিযান চালানো হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে ওই ভবনটি হামাসের সিনিয়র নেতারা ব্যবহার করেন। সেই অভিযানে তিনজন নিহত হন, সিনওয়ার তাদের মাঝে একজন। ইসরায়েলি বাহিনী আরও জানায়, ওই স্থানে জিম্মির কোনো চিহ্ন নেই। পূর্বে দাবি করা হয়েছিল যে জিম্মিদের সুরক্ষার স্বার্থে সিনওয়ার ভ্রমণের সময় তাদেরকে নিজের সঙ্গে রাখবে।

পাকিস্তানে ক্যাম্পাসে ধর্ষণ

পাঞ্জাবে ২ দিনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ক্যাম্পাসে ধর্ষণের অভিযোগে পাকিস্তানের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যাপক বিক্ষোভে নেমেছে শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় গতকাল শুক্রবার দুই দিনের জন্য প্রদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এক প্রতিবেদনে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ এই খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল এই প্রদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় আনুমানিক এক কোটি ৮০ লাখ শিক্ষার্থী প্রভাবিত হবে। পূর্বাঞ্চলীয় লাহোর শহরে কথিত ধর্ষণের খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বাড়ে এবং চারটি শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের গুজরাটে বুধবার বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে এক নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজনকে আটকও করেছে পুলিশ। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে বেসরকারি পাঞ্জাব গ্রুপ অব কলেজের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে অস্বীকার করেছে সরকার ও পুলিশ। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকসহ প্রায় তিন ডজন মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়েছিল যা বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছে। শিক্ষার্থীরা অবশ্য গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে কথিত অভিযুক্তের বিচারের দাবিতে একটি সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে। রাওয়ালপিন্ডির গ্যারিসন শহরে কয়েকশ শিক্ষার্থী একটি কলেজ ভবন লুটপাট করার একদিন পর, পাঞ্জাবের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ছাত্রদের ওপর লাটিচার্জ করে। এ সময় আড়াইশোর বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিক্ষোভটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা, ১০৯৮৪ সাল থেকে পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর যুব শাখা থাকলেও ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো সংগঠন নেই। পৃথকভাবে কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনৈতিক দল পিটিআই ঘোষণা দেয়, দলটি দেশের সংবিধানের যেকোনও সংশোধনীর বিরোধিতা করতে গতকাল শুক্রবার সারাদেশে বিক্ষোভ করবে।

সন্তান নিতে ভয়ের কারণ খুঁজতে চীনে সমীক্ষা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সন্তান লালনপালনের ওপর একটি একটি গবেষণা চালিয়েছে দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন। চীনের নাগরিকদের মনোভাব এবং তাদের এ-সংক্রান্ত কোনো ভয় আছে কিনা বুঝতে ৩০ হাজার মানুষের ওপর এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। চীন বর্তমানে শিশু জন্মের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

তবে সেই চেষ্টায় গতি আসছে না। চীনে ২০২৩ সালে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো জনসংখ্যা কমার তথ্য প্রকাশের পর তরুণ দম্পতিদের সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছে বেইজিং। সমীক্ষায় চীনের ১৫০টি প্রদেশ এবং দেড় হাজার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের আওতায় থাকা দেশটির জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের বরাতে রাষ্ট্র সমর্থিত সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস এই তথ্য জানিয়েছে।

জার্মানির সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন বাইডেন

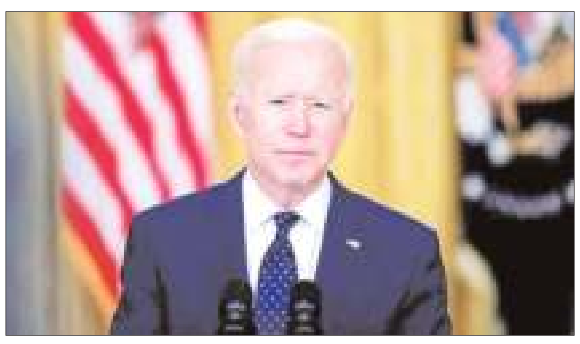

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরে নির্বাচনের আগে সম্ভবত শেষ জার্মানি সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই সফরে তাকে সর্বোচ্চ জার্মান সম্মানে ভূষিত করা হবে। খবর ডয়চে ভেলের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য অর্ডার অব মেরিট সম্মান প্রদান করবেন। সাধারণত, রাষ্ট্রপ্রধানদের এই সম্মানে ভূষিত করে জার্মানি। বাইডেনের আগে সিনিয়র বুশ অর্থাৎ, জর্জ এইচ ডাব্লিউ বুশ এই সম্মান পেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। জার্মান প্রেসিডেন্টের অফিস সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, বাইডেনের আমলে জার্মানি-যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব এবং ট্রান্স অ্যাটলান্টিক জোটকে স্বীকৃতি দিতে চায় বার্লিন। খেয়াল রাখতে হবে, এই সময়েই ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ঠান্ডা যুদ্ধের পর জার্মানির ইউনিফিকেশনে সিনিয়র বুশ সহযোগিতা করেছিলেন বলে তাকে এই সম্মান জানানো হয়েছিল। সেই সময় জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন হেলমুট কোল। মার্কিন কূটনীতিক মাইকেল কার্পেনটর ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, বাইডেনের এই জার্মান সফর ভূরাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে সার্বিকভাবে ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে এই সফরে আলোচনা করবেন বাইডেন। জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণ সাহায্য করেছে এবং করছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ার কথা এই বৈঠকে। বস্তুত, জার্মান প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা বাইডেনের। কার্পেনটরের বক্তব্য, বাইডেন এবং শলৎসের সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক নয়।

বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বর্ণের মূল্য রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এশীয়ার বাজারে প্রথমবারের মতো এক আউন্স স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৭১১.১৯ ডলার ছাড়িয়েছে। সেই হিসেবে দেশের বাজারেও যেকোনো সময় দামি এই ধাতুটির দাম বেড়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে। গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত স্পট মার্কেটে স্বর্ণের দাম অবস্থান করছিল ২ হাজার ৭১১.১৯ ডলারে। একদিনে ১৮.১০ ডলার বা শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ বেড়েছে দাম বেড়েছে প্রতি আউন্সে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, ইসরায়েলের হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যার ঘোষণার পর মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, যার জন্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সম্পদ হিসাবে স্বর্ণে বিনিয়োগ করার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের গাজায় হামাসের সঙ্গে এবং দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সংঘর্ষের কারণে এই অঞ্চলে বড় ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে, যার মধ্যে ইরানও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বছর শুরু থেকেই স্বর্ণের দাম ক্রমশ বাড়ছিল, যা এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমানোর কারণে বিনিয়োগকারীরা স্বর্ণে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছেন। এ ছাড়া ইউক্রেনে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ বিনিয়োগের দিকে আকৃষ্ট করেছে। এদিকে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করে থাকে।

সংগঠনটির সবশেষ দেওয়া দাম অনুযায়ী, সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৫৩ টাকা।

এটিই দেশের বাজারে এখনো পর্যন্ত স্বর্ণের সর্বোচ্চ দাম। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ১ লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণ ৯২ হাজার ২৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

বিনোদন

ইমরান হাশমির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নিয়ে মুখ খুললেন মল্লিকা

বিনোদন ডেস্ক : দুই যুগ আগে মুক্তি পেয়েছিল ইমরান হাশমি এবং মল্লিকা শেরাওয়াত অভিনীত 'মার্ডার'। আর এই সিনেমা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন দুজন। 'মার্ডার' পরিচালনা করেছিলেন অনুরাগ বসু এবং প্রযোজনা করেছিলেন মুকেশ ভাট। মুক্তির পর সিনেমাটি দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছিল। সিনেমাটিতে ইমরান হাশমি এবং মল্লিকা শেরাওয়াতের রসায়ন আজও দর্শকমনে স্পষ্ট। বিশেষ করে তাদের সাহসী ও ঘনিষ্ঠ সব দৃশ্য কাঁপিয়ে দিয়েছিল বলিউডকে। তবে এরপর আর কোনো চলচ্চিত্রে জুটি বাঁধা তো দূর, একসঙ্গে কাজও করেননি তারা। বরং তিক্ত থেকে তিক্ততর হয় দুজনের সম্পর্ক। প্রকাশ্যেও একে অপরের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করতে দেখা গেছে তাদের। তবে সেসব বিবাদ মিটেছে বলেই মনে হচ্ছে এখন। ২০ বছর পর প্রযোজক আনন্দ পন্ডিতের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে মুখোমুখি দেখা হতেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন ইমরান ও মল্লিকা। পাপারাৎজিদের সামনে হাসি-মুখে পোজও দেন তারা, সঙ্গে চলে সামান্য খুনসুটি। এবার এক সাক্ষাৎকারে তাদের দীর্ঘ বছরের ঝামেলার মূল কারণ ফাঁস করলেন মল্লিকা শেরাওয়াত। ইমরান হাশমির সঙ্গে তার ঝগড়ার প্রসঙ্গে মল্লিকা বলেন, 'সেই সময় আমাদের দু'জনেরই বয়স অল্প। অল্পতেই মাথা গরম হয়ে যেত, দুজনেরই ইগো ছিল অনেকটাই। সঙ্গে বোকাও ছিলাম আমরা। এবং সেই সুযোগটাই নেয় ইন্ডাস্ট্রির অনেক মানুষ। আসলে এখানে কুমন্ত্রণা দেওয়া মানুষের অভাব নেই সেটাই হয়েছিল আমাদের ক্ষেত্রে।' সামান্য থেমে ইমরানের বিষয়ে মল্লিকা ফের বলে ওঠেন, 'মানুষ হিসাবে ইমরান অসাধারণ খুব ভদ্র মার্ডার সিনেমার শুটিংয়ে আমার সঙ্গে সেই সব ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে ও নিজের চূড়ান্ত ভদ্রতাবোধ দেখিয়েছিল আমার বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হতে দেয়নি। সেই সিনেমার পর থেকে আজ পর্যন্ত অভিনেতা হিসেবে নিজেকে যেভাবে ভেঙেচুরে গড়েছে ইমরান এক কথায় তা অবিশ্বাস্য।' ভবিষ্যতে কি বড়পর্দায় ফের একসঙ্গে দেখা যেতে পারে ইমরান ও মল্লিকা শেরাওয়াতের জুটিকে? এই প্রশ্নে একগাল হেসে অভিনেত্রীর জবাব, 'আমি তো ভীষণভাবে চাই ইমরানের সঙ্গে জুটি বেঁধে ফের একবার পর্দায় আসতে। এরকম সুযোগের অপেক্ষায় আছি। দেখা যাক।' মল্লিকাকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'ভিকি-বিদ্যা কা বো ওয়ালা ভিডিও' সিনেমায়। সদ্যই মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। বেশ লম্বা সময় পর পর্দায় হাজির হলেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে ইমরান হাশমিকে দেখা গেছে 'এ বাতান মেরে বাতান' সিনেমায়। এর আগে সালমান খানের সঙ্গে 'টাইগার ৩'-এ দেখা মিলেছে অভিনেতার।

ছাড়পত্র পেল কঙ্গনার 'ইমার্জেন্সি'

বিনোদন ডেস্ক : ছবির প্রচার ঝলক প্রকাশের পর থেকেই 'ইমার্জেন্সি' নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কঙ্গনা রানাওয়াতের পরিচালনায় এ ছবিটি মুক্তির জন্য একাধিক আইনি জটিলতার মুখে পড়েছে, যা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে, কঙ্গনা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, সেন্সর বোর্ড তাদের ছবিকে ছাড়পত্র দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কঙ্গনা ইনস্টাগ্রামে এক স্টোরিতে বলেন, 'আমরা 'ইমার্জেন্সি'র জন্য সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছি। খুব শিগগিরই ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করব। আপনাদের ধৈর্য এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।' এ ছবিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনাকে। চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনিই। কঙ্গনার এ ছবি শিখ ভাবাবেগে আঘাত করেছে বলে অভিযোগ শিরোমণি অকালি দলের। এমনকি, এই ছবির জন্য নাকি হুমকিও পেয়েছেন অভিনেত্রী। ৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কঙ্গনা পরিচালিত ছবির। কিন্তু ছবিমুক্তির উপর স্থগিতাদেশ দেন আদালত। এর পর সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে নির্মাতাদের দীর্ঘ বিবাদ চলে আদালতে। কঙ্গনা অভিযোগ করেন, সেন্সর বোর্ড অহেতুক তাদের ছবিকে ছাড়পত্র দিচ্ছে না।

এবার নাটকে মেহজাবীনের বোন মালাইকা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছোট বোন মালাইকা চৌধুরীও অভিনয়ে নাম লিখিয়েছেন। তাকে দেখা যাবে 'সন্ধিক্ষণ' নামের একটি নাটকে, যেখানে সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। গত বৃহস্পতিবার থেকে নাটকের শুটিং শুরু হয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ হলো, এই নাটকের গল্পের ভাবনা মেহজাবীন চৌধুরীর। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। মালাইকাকে নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গে মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ বলেন, 'শুধু মেহজাবীনের বোন হওয়ার কারণে তাকে সুযোগ দিইনি। মেহজাবীনের গল্পে এমন একটি চরিত্রের প্রয়োজন ছিল, যেখানে নতুন কাউকে মানাবে। সেই বিবেচনায় মালাইকার কথাই প্রথমে মাথায় আসে। তার মধ্যে অভিনয়ের প্রতিভা রয়েছে, আর শুটিংয়ে সে দারুণ মনোযোগী। আমার বিশ্বাস, মালাইকা দর্শকদের মন জয় করতে পারবে।'

বাংলাদেশে 'জোকার ২'-এর সঙ্গে আসছে আরও দুই সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : পাঁচ বছর আগে 'জোকার' সিনেমায় মুগ্ধ দর্শক পরবর্তী সিক্যুয়েল দেখার জন্য কতটা মুখিয়ে আছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। টড ফিলিপসের এই ছবি বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন তুলেছিল তাতে দ্বিতীয় ছবির আকাঙ্ক্ষা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আর নয়, এবার সেই আকাঙ্ক্ষ পূরণের পালা চলে এসেছে। ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পেতে পেয়েছে 'জোকার ২'। যার অফিসিয়াল নাম 'জোকার: ফোলি আ দ্যু'। যদিও ছবিটি আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পেয়েছে ৪ অক্টোবর, পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে কিছুটা দেরিতে মুক্তি পাচ্ছে বলে জানান স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। 'জোকার ২'-এর পাশাপাশি একই দিনে আরও দু'টি হলিউডের ছবি মুক্তি দিয়েছেন তারা। ছবিগুলো হলো, কল্পকাহিনী ভিত্তিক ভৌতিক ছবি 'এলিয়েন: রোমুলাস' এবং 'ট্রান্সফরমারস' ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সংযোজন 'ট্রান্সফরমারস ওয়ান'। এরইমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তি পাওয়া ছবিগুলো দর্শকদের হলে টানতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।

জোকার ২

দুঃখ পেলে তার অট্টহাসি আসে। রাগ, হতাশা সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ সেই হাসি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে। পেশায় কৌতুকশিল্পী হওয়া তার পক্ষে তাই সুবিধাজনক ছিল। মানুষ তাকে চিনত পার্টি মাতানো 'জোকার' বলেই। তবে নেপথ্যে ছিল স্নায়ুর রোগ। যা কেউ বোঝেনি। আমেরিকার বুকে কল্পিত এক শহর প্রান্তের বাসিন্দা, স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান আর্থার ফ্লেকের জীবনে ট্র্যাজেডি বয়ে নিয়ে আসে সমাজই। অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয় সে। 'জোকার' হয়ে ওঠে প্রতিবাদের মুখ, অন্ধকারের রাজা। টড ফিলিপসের পরিচালনায় ২০১৯ সালে নির্মিত হওয়া ছবি 'জোকার' বিশ্বজুড়ে আলোড়ন ফেলেছিল। ছবিটি বিশ্বব্যাপী এক বিলিয়ন ডলার আয় করে ইতিহাসের সর্বোচ্চ আয়কারী 'আর রেটেড' সিনেমা হয়ে উঠেছিল। ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'হার'খ্যাত অভিনেতা জোয়াকিন ফিনিক্স। অ্যান্টি হিরো সিনেমা 'জোকার' পুরো দুনিয়ার দর্শককে মুগ্ধ করেছে। ডিসির গতানুগতিক আমেজের বাইরে গিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকের এ সিনেমা ৯২তম অস্কারে সেরা সিনেমা, সেরা পরিচালকসহ ১১টি বিভাগে পায় মনোনয়ন। সেরা অভিনেতার অস্কার উঠেছে জোকার চরিত্রের অভিনেতা জোয়াকিন ফিনিক্সের হাতে। সেরা অরিজিনাল স্কোর বিভাগেও অস্কার জিতেছে ছবিটি। পরিচালক টড ফিলিপসের কাছে এই নির্মাণ যেমন গর্বের, তেমনই অভিনেতা ফিনিক্সের জীবনেও জোকার চরিত্র এক মাইলস্টোন। যে কারণে অস্কার-মঞ্চে সেরা অভিনেতার সম্মান জিতেছিলেন তিনি। মুগ্ধ দর্শক এতদিন মুখিয়ে ছিলেন পরবর্তী ছবিটি দেখার জন্য। অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে এবার। পর্দায় এসেছে 'জোকার'। যা মূল ছবির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। আরও নাটকীয় এবং সঙ্গীতময়। নাম 'জোকার: ফোলি আ দ্যু'। প্রথম ছবির মতো এটিও পরিচালনা করেছেন টড ফিলিপস। জোকারের ভূমিকায় এবারও জোয়াকিন। সেই সঙ্গে এ ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আছেন জনপ্রিয় গায়িকা লেডি গাগা। 'জোকার ২' মিউজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। এতে জোয়াকিন ফিনিক্স নানা সমস্যায় জর্জরিত স্ট্যান্ডআপ আর্থার ফ্লেক হিসেবে অভিনয় করেছেন। লেডি গাগা অভিনয় করেছেন 'হার্লে কুইন' চরিত্রে।

এলিয়েন: রোমুলাস

বহু দূরের এক গ্রহে নিজেদের আবিষ্কার করে তারা। সম্পূর্ণ নতুন এক জগত। সেখানে তাদের মোকাবেলা করতে হবে মহাবিশ্বের ভয়ঙ্কর প্রাণীদের। এলিয়েনদের নিয়ে এমনই এক গল্পের ছবি 'এলিয়েন: রোমুলাস'। পরিচালনা করেছেন ফেড আলভারেজ। সিনেমায় ভিনগ্রহের প্রাণীদের মোকাবেলা করবেন ডেভিড জনসন, অর্চি রেনক্স, কাইলি স্পেইনি, ইসাবেলা, স্পাইক ফার্ন প্রমুখ।

এলিয়েন ফ্রাঞ্চাইজির প্রথম সিনেমা 'এলিয়েন'। ১৯৭৯ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন রিডলি স্কট। সিনেমাটি দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পায়। সেই সাফল্যের পথ ধরে পরবর্তীতে নির্মিত হয় 'এলিয়েনস', 'এলিয়েন থ্রি', 'এলিয়েন রেজারেকশন' নামে তিনটি সিক্যুয়েল। ২০০৪ সালে প্রিডেটর ও এলিয়েন-এর যৌথ গল্পের সিনেমা। একই বছর 'এলিয়েন ভার্সাস প্রিডেটর' সিনেমা মুক্তি পায়। এরপর 'এলিয়েনস ভার্সাস প্রিডেটর: রিকুয়েম' মুক্তি পায় ২০০৭ সালে। এলিয়েন-এর প্রিক্যুয়েল সিরিজের প্রথম সিনেমা 'প্রমিথিউস' ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল।

দেশে ফেরার সম্ভাবনা নেই নিপুণের

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড অভিনেত্রী নিপুণ আক্তার ২০০৬ সালে চলচ্চিত্রে আসেন। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বদলে যায় তার জীবন। শেখ সেলিমের ছত্রছায়ায় একের পর এক সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করেন। বাগিয়ে নেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও। গত ৫ আগস্টের পর গত স্বৈরাচার সরকারের পক্ষে বেশ কয়েকটি পোস্ট করেন তিনি। শেখ হাসিনার পতনের পর অনেক তারকাই আত্মগোপনে কিংবা লুকিয়ে আছেন।

তাদের মতো নিপুণও আত্মগোপনে। ধারণা করা হচ্ছে জুলাইয়ের শেষ দিকেই যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান বিতর্কিত এ নায়িকা। সেখানেও নাকি বাঙালি কমিউনিটির ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না তিনি।

নতুন গান নিয়ে সংগীতাঙ্গনে হাজির শাকিরা

বিনোদন ডেস্ক : মিউজিক কুইন শাকিরা আবার নতুন গান নিয়ে সংগীতাঙ্গনে হাজির হয়েছেন। 'সলটেরা' শিরোনামে আফ্রোবিটস ধারার এই পপ গানটি কিজোম্বা এবং ক্যালিপসো ছন্দের ওপর তৈরি করা হয়েছে। স্প্যানিশ ভাষায় গাওয়া ৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড ব্যাপ্তির একক গানটি সম্প্রতি সনি মিউজিক লাতিনের ব্যানারে মুক্তি পেয়েছে। সলটেরার শাব্দিক অর্থ হলো-যে নারী বিবাহিত নয়। যে চিরাচরিত নিয়মের ধার ধারে না, একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। এটি শুধু আকর্ষণীয় সুর তোলা গানই নয়, এই গানের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন শাকিরা। তিনি এতে নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উদযাপন করেছেন বিশ্বসংগীতের এই পপ আইকন। কলম্বিয়ান এ গায়িকা তার ১১ বছরের সঙ্গী স্পেনের সাবেক ফুটবলার জেরার্ড পিকের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে একাকী জীবনযাপন করছেন। এরপর থেকে তিনি একাকিত্ব বেশ উপভোগ করছেন; যা তার গানেও শৈল্পিকভাবে ফুটে উঠেছে। সলটেরা শিরোনামের মিউজিক ভিডিওটি মিয়ামির এলআইভি নাইট ক্লাবে চিত্রায়িত হয়েছে। সম্প্রতি প্রিমিয়ার হওয়া এ ভিডিওটি শুরু হয় শাকিরার একটি ঘরে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে। যেখানে তিনি মধ্যমণি। তার পাশে বিছানায়, একটি আর্মচেয়ারে এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধুরাও আছে। তাদের পাশে পড়ে আছে আংশিকভাবে খাওয়া একটি পেপারোনি পিৎজা এবং মেঝেজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাপড়ের ভান্ডার। এসব তাদের আগের রাতে মজা করার একটি নমুনা। অন্য একটি দৃশ্যে শাকিরাকে সার্ফিং অনুশীলন করতে দেখা যায়।

সিলেট : শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, শিক্ষায় মনোযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, মানসিক এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে উচ্চতর পর্যায়ে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সিলেটে '২৬তম শামসুর রহমান স্মৃতি প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি ২০২৪' পরীক্ষার একাংশ।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক ২৪ কিলোমিটার খানাখন্দে ভরা

বরিশাল প্রতিনিধি : সড়কের কার্পেটিং উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ছোট বড় অসংখ্য গর্ত। কোথাও তৈরি হয়েছে কাদা। আবার কোথাও দীর্ঘদিন ধরে সড়কের একপাশ মেরামতের জন্য খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই এটা ব্যস্ততম ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক। খানাখন্দে ভরা এসব স্থানে ছোট-বড়, মাঝারি ও ভারী যানবাহন চলতে গিয়ে অহরহ ঘটছে দুর্ঘটনা, বিকল হচ্ছে গাড়ি, সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের। সড়কটির বেহাল দশায় প্রতিনিয়ত চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন দক্ষিণাঞ্চলের কয়েক লাখ মানুষ। গতকাল শুক্রবার মহাসড়কের বরিশালের প্রবেশদ্বার গৌরনদী উপজেলার ভুরঘাটা বাসস্ট্যান্ড থেকে উজিরপুরের জয়শ্রী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, অসংখ্যস্থানে বিটুমিন (পিচ) আর পাথরের কার্পেটিং উঠে কাঁদা মাটির সড়কে পরিণত হয়েছে। সড়কটির দুই পাশে ঢালের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গর্ত। এ ছাড়া সড়ক প্রসস্তকরণের নামে কোথাও কোথাও দুই পাশে কেটে ফেলে রাখায় প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। সড়কের এ অবস্থায় একটি গাড়ি আরেকটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারছে না। ফলে ব্যস্ততম ঢাকা-বরিশাল রুটে চলাচলকারী বিভিন্ন ভারী যানবাহন, ইজিবাইক, মাহিন্দ্রা, মোটরসাইকেল, ব্যাটারি চালিত ভ্যান ও রিসকা গর্তের কারণে ধীরগতিতে চলাচল করতে গিয়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি দুরপাল্লার পরিবহনের ওভারটেকিংয়ের কারণে ছোট যানবাহনের দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। মহাসড়কের গৌরনদীর মাহিলাড়া এলাকার বাসিন্দা ফারুক হোসেন বলেন, মহাসড়কটি প্রসস্তকরণের জন্য সড়কের দুই পাশ দীর্ঘদিন পূর্বে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে। এতে করে প্রতিনিয়ত এ মহাসড়কে দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। খানাখন্দে ভরা এ মহাসড়কে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে হেলে-দুলে হাজার হাজার যানবাহনসহ জনসাধারণ চলাচল করছে।

ভুরঘাটা এলাকার বাসিন্দা বাবুল বেপারী বলেন, অনেকদিন ধরেই সড়কের বেহাল দশা। সড়কের কোথাও খানাখন্দ আবার কোথাও ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু। সড়কটি একেবারে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পরেছে।

তিনি আরও বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে এ সড়কটি ছয়লেন করা উচিত ছিলো। তা না করে সেতু চালু করায় পরিবহনসহ অন্যান্য যানবাহনের চাঁপ পূর্বের তুলনায় বহুগুন বেড়ে যাওয়ায় সরু সড়ক এখন মৃত্যুপুরিতে পরিনত হয়েছে। জয়শ্রী এলাকার বাসিন্দা কামাল হোসেনসহ একাধিক ব্যবসায়ীরা বলেন, বর্তমানে খানাখন্দের সড়কে যেমন যানবাহনের ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি সময় যাচ্ছে দ্বিগুণ। ভাঙাচোরা রাস্তার জন্য সময়মতো বাজারে পণ্য আনা নেওয়া যায় না। তাছাড়া ভাঙাচোরা সড়কের কারণে ভ্যান চালকদের মালামাল পরিবহনে বেশি ভাড়া দিতে হচ্ছে। এ রুটে চলাচলকারী একাধিক পরিবহন ও ট্রাকের চালকরা জানান, মালবাহী পরিবহন, যাত্রীবাহী পরিবহনের চাকা গর্তের মধ্যে পড়ে ইঞ্জিন ও টায়ার-টিউবে সমস্যা হচ্ছে। এতে প্রতিটি ট্রিপ শেষে কোনো না কোনো যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি যাত্রীদেরও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তাছাড়া একটু বৃষ্টি হলেই মহাসড়কের গর্তে পানি জমে থাকে। ফলে ঠিকমতো গর্ত দেখা যায় না। ভুক্তভোগীরা গুরুত্বপূর্ণ এ মহাসড়কটি দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে জোর দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বরিশালের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, গত জুন মাস থেকে চলমান বৃষ্টি ও কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাস্তার বেশ ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টিপাত শেষ হলেই আবার সংস্কার কাজ শুরু করা হবে।

সিরাজদিখানে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলন

সিরাজদিখান প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিরাজদিখান উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে উপজেলার সন্তোষপাড়া ইউএনও পার্কে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় দুই হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সিরাজদিখান উপজেলা কর্মী সম্মেলনে উপজেলা আমির মাওলানা মোহাম্মদ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর আমির মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার। উপজেলা সেক্রেটারি মো. ওয়াসিম মিয়ার সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা আমির মাওলানা মো. আ. জ. ম. রুহুল কুদ্দুস। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সাবেক মুন্সীগঞ্জ জেলা আমির মাওলানা মো. আবদুল আউয়াল জিহাদী, জেলা নায়েবে আমির মো. নুরুল হক পাটোয়ারী, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা এ, কে, এম ফখরুদ্দীন রাজী, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য মো. শামিম মোল্লা, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সেক্রেটারি মো. মুজিবুর রহমান, উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা নুর মো. সিরাজী, উপজেলা পশ্চিম ইসলামি ছাত্র শিবির সভাপতি মাওলানা নুরুল আমিন প্রমুখ।

মতলব উত্তরে নদী ভাঙন রক্ষা পেতে মানববন্ধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে মানববন্ধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের লঞ্চ ঘাট এলাকার মানববন্ধন করেছেন ভাঙন কবলিত এলাকাবাসী। উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নের লঞ্চ ঘাট এলাকা, সোনারপাড়া, সরকার পাড়া, সানকী ভাঙ্গা, নাঁওভাঙ্গা জয়পুর পর্যন্ত মেঘনা নদীর ভাঙন কবলিত নদীর পাড়ে মানববন্ধনে অংশ নেয় ভাঙন কবলিত এলাকাবাসী।

মানববন্ধনকারীরা জানান, বেশ কয়েক বছর যাবত মেঘনা নদী ভাঙনের কবলে স্থানীয় কয়েক কিলোমিটার এলাকার বাড়িঘর, কৃষিজমি বিলীন হয়েছে। এখন জহিরাবাদ লঞ্চঘাট থেকে ৩'শ মিটার ও উত্তর দিকে আরো ১'শ মিটার জায়গা ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি ভাঙন কবলিত এলাকা রক্ষা করা না হয় তাহলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দ্রুত জিও ব্যাগ ফেলে স্থায়ী ব্যবস্থাগ্রহনের পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবী জানান তারা।

কালীগঞ্জের তাসিন এশিয়ান কাপ খেলতে গেলেন কম্বোডিয়া

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের কৃতী সন্তান তাসিন সাহেব বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে এশিয়ান ফুটবল কনফিডারেশন (এএফসি) অনূর্ধ্ব ১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৫ খেলতে কম্বোডিয়া গেছেন। গ্রুপ পবে কম্বোডিয়া, ম্যাকাও, ফিলিপাইন ও আফগানিস্তানের সাথে খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল দল। দলটি আজ শনিবার প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হবে স্বাগতিক কম্বোডিয়ার সাথে। ওই খেলায় গোলরক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের কৃতী সন্তান তাসিন সাহেব। সুঠাম দেহের অধিকারী এবং ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফুটবলার বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) নবম শ্রেনির একজন শিক্ষার্থী। তিনি নিজ যোগ্যতাই অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় ফুটবল দলে জায়গা করে নিয়েছেন। তাসিন সাহেব কালীগঞ্জ উপজেলার পৌর এলাকার হেলায় গ্রামের প্রবাসী হুর আলীর ছেলে। মাত্র ৪ বছরে মাকে হারিয়ে চাচা- চাচির কাছে থেকে গড়ে উঠে সে। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল নিজেকে বড় একজন ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে প্রবাসী বাবা ও চাচা মোবাশ্বের হোসেনের সহযোগিতায় নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল মাঠে শুরু করেন ফুটবল খেলা। ফুটবল খেলার প্রতি একাগ্রতা দেখে প্রবাসী পিতা তাকে ভর্তি করেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপিতে। নিজের খেলোয়াড়ি জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করতে এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যায় নিয়ে কঠোর পরিশ্রম শুরু করেন তিনি। তার পরিশ্রমের ফসল হিসেবে তিনি এএফসি অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয়ফুটবল দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এদিকে নিজ গ্রাম তথা কালীগঞ্জ উপজেলার কৃতী সন্তান তাসিন সাহেবের এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন কাপে খেলার সুযোগ পাওয়ায় এলাকাবাসী উচ্ছ্বাসিত। তাসিনের নিজ গ্রামের আরেক কৃতী সন্তান এবং ঢাকার পি ডব্লিউ ডি স্পোর্টিং ক্লাবের কৃতী ফুটবলার নাদিম সুলতান মুন্না জানান,তাসিন অনেক ছোটো থেকে অনেক পরিশ্রমি।অনেক কষ্ট করে ও বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। সে আমার গ্রামের ছোটো ভাই ওর জন্য শুভকামনা রইলো। সে যেন সামনে আরো ভালো কিছু করতে পারে এবং বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ফুটবলার তাসিন সাহেব এর পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী হুর আলি মুঠোফোনে জানান, আমার ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলার প্রতি পাগল।তার ধ্যান জ্ঞান সবই ফুটবল কেন্দ্রিক। আমি প্রবাসে থাকলেও তার খেলাধুলার ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখি। এ ছাড়া দেশে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে আমার ভাই মোবাশ্বের হোসেন,গ্রামের ফুটবলার এবং ফুটবলের অন্যতম সংগঠক সবুর হোসেন এবং মুন্না। সে কম্বোডিয়ায় খেলতে যাওয়ায় আমাদের গ্রামবাসি অত্যন্ত খুশি। আপনারা দোয়া করবেন আমার ছেলের জন্য, সে যেনো তার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে বিজয় অর্জন করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারে। ফুটবলার তাসিন সাহেব এর সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, অনূর্ধ্ব ১৭ জাতীয় দলের হয়ে গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচসহ আমরা শিরোপা জিততে চাই। আমার ও আমার দলের জন্য সকলে দোয়া করবেন। ভবিষ্যতে আমি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলতে চাই, এটাই আমার স্বপ্ন।

চালনা পৌরসভা বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

দাকোপ প্রতিনিধি : দাকোপে নাম ভাঙ্গিয়ে চাঁদা চাওয়ার অপরাধ শুনতে যাওয়ায় পৌরসভা বিএনপির নেতা সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে তাৎক্ষনিক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তৃতায় চালনা পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ মোজাফফর হোসেন বলেন, দাকোপ উপজেলার বাজুয়া ইউনিয়নের একটি পারিবারিক শালিশকে কেন্দ্র করে বিএনপি চালনা পৌরসভা আহ্বায়ক,বিশিষ্ট সাংবাদিক ও উপজেলা বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্ট খুলনা জেলা সাধারণ সম্পাদক এবং বাজুয়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতার নাম ব্যবহার করে বাজুয়া এলাকার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত রসুল সানা নামে এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনৈক কাঞ্চন নামে এক মহিলার কাছে ১লক্ষ ৪০হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। আদৌ ওই চাঁদা দাবির বিষয়ে বিএনপির ঐসকল নেতা কিছুই জানতেন না। পরবর্তীতে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঐ চাঁদা দাবির বিষয় গুলো মোবাইল কল রেকর্ড এর মাধ্যমে জানতে পারে। বিষয়টি স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে অবিহিত করলে চাঁদা দাবি কারী ব্যাক্তির অভিভাবকদের কাছে শুনতে বলে। বাজুয়া বাধে তার বড় ভাইয়ের কাছে বিষয়টি জানালে চাঁদা দাবির বিষয় স্বীকার করে বলেন তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করবে।

এই কথা শুনে আমরা যখন চলে আসবো তখন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এস এম শামীম এর নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগের লোকজন ঐ চাঁদা দাবি করা ব্যাক্তির পক্ষ নিয়ে চালনা পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়কসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের সাথে অসাদাচরণ, লাঞ্ছিত, হেয়প্রতিপন্ন করে। এক পর্যায়ে চাঁদা দাবি করা ব্যাক্তিকে আইনের হাতে সোপর্দ করার কথা বলে। পরবর্তীতে তাকে আইনের হাতে তুলে না দিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত অনেক লোকজন নিয়ে বিভিন্ন রকম মিথ্যা কল্প কাহিনি সৃষ্টি করে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। কল্পকাহিনী গুলো ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ সহ সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। তিনি বলেন আপনাদের সহযোগীতায় সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে দলীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আজকে এই সংবাদ সম্মেলন। চাঁদা দাবি করা ঘটনা সহ সকল মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ সময় উপজেলা বিএনপির সদস্য সচীব আঃ মান্নান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক দীপক সরদার, পৌর সদস্য সচীব আলামিন সানা, শহীদুল শেখসহ চালনা পৌরসভা ও দাকোপ উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার, ১৭ জনের কারাদণ্ড

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় মা ইলিশ রক্ষার চলমান অভিযানে প্রশাসনের তৎপরতার পাশাপাশি থেমে নেই দুষ্কৃতিকারী জেলেদের ইলিশ শিকার। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৬ জেলেকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে উদ্ধ করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় ৫০ কেজি ইলিশ, ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও একটি মাছ ধরার নৌকাও জব্দ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাখাওয়াত জামিল সৈকত। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কোস্টগার্ড চাঁদপুর স্টেশন থেকে জানানো হয় গত বুধবার রাত থেকে গত বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত চাঁদপুরে পদ্মা মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় নদীতে ইলিশ ধরা অবস্থায় ২৬ জেলেকে আটক করা হয়। পরে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৭ জেলেকে ১ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় বাকি ৯ জেলেকে মুচলেকায় ছেড়ে দিয়ে স্বজনদের কাছে দেওয়া হয়েছে। "আটক জেলেদের কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি জব্দ মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে এবং কারেন্ট জাল আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছে।"

বিরলের মাদক ও সামাজিক অসংগতি বিরোধী জনসভা

বিরল প্রতিনিধি : ভারত সীমান্ত লাগোয়া বিরল উপজেলার ৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কামদেবপুর গ্রাম। ভারত সীমান্ত লাগোয়া এলাকা হওয়ার সুবাদে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে মাদকে সয়লাব হচ্ছে কামদেবপুর এলাকা। উঠতি বয়সের যুবকরা হাত বাড়ালেই সহজেই মিলছে মরণ নেশা ফেনসিডিল, হেরোইনসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্য। ফলে উঠতে বয়সের যুবকরা দিন দিন মরণ নেশায় আশক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যুব সমাজকে ভয়াল মাদকের ধাবা থেকে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সমাজ কামদেবপুর এলাকাকে মাদক মুক্ত করে কামদেবপুরকে একটি আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত কামদেবপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা ভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ধর্মপুর ইউনিয়নের কামদেবপুরে মাদক ও সামাজিক অসংগতি বিরোধী পদযাত্রা ও জনসভার আয়োজন করেন। পদযাত্রা শেষে কামদেবপুর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কামদেবপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার মাওলানা মোঃ আবদুস শুকুর এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিরল থানার ওসি (তদন্ত) মোঃ রবিউল ইসলাম। মোঃ হাসান এর সঞ্চালনায় সভায় প্রধান আলোচক মাওলানা মোঃ মশিউর রহমান, বিশেষ অতিথি ধর্মজৈন বিওপি কমান্ডার মোঃ শুকুর আলী বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে কালিয়াগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার মাওঃ মজিবুর রহমান, ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি মানিকুল ইসলাম মানিক, শিক্ষক ও সমাজ সেবক মোঃ মুরসালিন কাফি, কাজী মোঃ মোজাফফর হোসেন, সাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য মোঃ শরিফ উদ্দিন প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা মাদক ও সামাজিক অসংগতির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। শেষে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ।

পিরোজপুরে সাংবাদিকের বাসায় দুঃসাহসিক চুরি

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরে এক সাংবাদিকের বাসায় দিনের বেলায় দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হয়েছে। বাসায় কেউ নাথাকার সুযোগে চোর বাসার সামনের দরজার হ্যাসবল কেটে ঘরের মধ্যে ঢুকে স্টিলের আলমিরা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়। পিরোজপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক দৈনিক খোলা কাগজ, বণিক বার্তা ও বাংলা ট্রিবিউনের জেলা প্রতিনিধি আরিফ মোস্তফার বাসায় গত বুধবার দুপুরের দিকে এ চুরি সংঘটিত হয়। এসময়ে তিনি পরিবারসহ ঢাকায় ছিলেন। গতকাল শুক্রবার ঢাকা থেকে ফিরে সাংবাদিক আরিফ জানিয়েছেন, তিনি পিরোজপুর শহরের ডিসি পাড়ার একটি দালানের তিন তলায় ভাড়া থাকেন। গত মঙ্গলবার পরিবারসহ ঢাকায় যান তিনি। বাসায় নাথাকার সুযোগে গত বুধবার দুপুরে তার ভাড়া বাসার সামনের দরজার হ্যাসবল কেটে চোর ঘরের মধ্যে ঢুকে স্টিলের আরমারী ভেঙে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। চোর তার বাসায় ঢোকার আাগে তার সামনের ফ্লাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। ওই ফ্লাটের গৃহিনী দরজা খোলার শব্দ টের পেয়ে তার দরজার পিপহোল থেকে দেখতে পান সাংবাদিক আরিফের বাসার দরজা খোলা। তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি বের হতে না পেরে ডাকচিৎকার দিলে চোরেরা পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সাংবাদিক আরিফ এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ দেননি।

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সন্ত্রাস চাঁদাবাজী বন্ধের দাবী বিএনপির

সোনারগাঁও প্রতিনিধি : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধের দাবীতে গতকাল শুক্রবার সকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র দল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র দলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক ও সভাপতি প্রার্থী জাকারিয়া ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি কাঁচপুর বাস স্ট্রেন্ড থেকে শুরু করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র দলের সভাপতি প্রার্থী জাকারিয়া ভূঁইয়া এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বলেন, ফ্যাসিষ্ট হাসিনা সরকার আগামীর দেশ নায়ক তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়ার কারণে আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং অবিলম্বে তারেক রহমানের সকল মামলা প্রত্যাহার করে তাকে স্ব-সম্মানে দেশে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। এ সময় বিক্ষোভ মিছিলে সোনারগাঁও পৌরসভা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ফরহাদ শিকদার, সোনারগাঁ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক মোহাম্মদ শাহ্ জালাল, মাসুদ রানা বাবু, সিফাত আদনান, তাইজুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক আশিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল এইচ সরকার, সোনারগাঁও পৌরসভা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক কাজী নাদিম, সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক অন্তু, জনি, সোনারগাঁ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-আহবায়ক আল মামুন, সাবেক সদস্য রাহাদ হোসেন শুভ, সাদিপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন রনি, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইয়াসিন খাঁন, সাবেক সহ-সভাপতি সাজ্জাদুল আমিন, সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির আলী, সাবেক সহ-সভাপতি শাহ জালাল, সাবেক সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক দপ্তর সম্পাদক আবির হোসেন, কাঁচপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শরীফ মিয়া, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সুমন মিয়া, সাবেক সহ-সভাপতি ডেভিড মুন্না, সাবেক সহ-সভাপতি রাতুল হাসান, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক রোমান মিয়া, জামপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক জুনায়েদ মোল্লা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সামিম মিয়া, সাবেক সহ-সভাপতি আল আমিন, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক আশরাফুল, পিরোজপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক সজিব বাসার, সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম, সাবেক সহ-সভাপতি আবু আসলাম, সনমান্দী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কবির হোসেন, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মিহাদ হোসেন, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক সৈকত, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সানি সরকার, বারদী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নাসির মিয়া, সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইউনুস গাজী, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক ওসমান, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক হানিফ, নোয়াগাঁও ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক আশিকুর রহমান আকাশ, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক শাওন, সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক শান্ত, মোগরাপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল প্রমুখ।

জামায়াতে ইসলামি যুব বিভাগের সম্মেলন

কালিগঞ্জ প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি কালিগঞ্জ উপজেলা শাখা যুব বিভাগের ইউনিয়ন টিম ও ওয়ার্ড সভাপতি-সেক্রেটারী সম্মেলন গতকাল শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'আমাদের প্রত্যয় একটাই, আল্লাহর পথে মোরা চলবোই, নিকষ কালিমা ভরা আঁধারে-ধ্রুবতারা জ্যাতি হয়ে জ্বলবোই' প্রতিপাদ্যে উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী ও যুব বিভাগ এর সভাপতি মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম। উপজেলা যুব বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল ফারুকের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাতক্ষীরা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারী ও যুব বিভাগের সভাপতি প্রভাষক ওমর ফারুক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামি কালিগঞ্জ উপজেলা শাখার আমীর সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবদুল ওয়াহাব সিদ্দিকী, সেক্রেটারী সহকারী অধ্যাপক আবদুর রউফ প্রমুখ। আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আজাহারুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ও প্রত্যায় গ্রুপের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি গাজী মিজানুর রহমান, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মাওলানা আবদুল গাফফার, বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের যুব বিভাগ সভাপতি আবদুর রহিম, মথুরেশপুর ইউনিয়নের যুব বিভাগের মনিরুল ইসলাম, রতনপুর ইউনিয়নের আমিনুর রহমান,কুশুলিয়া ইউনিয়নের আমিরুল ইসলাম, ভাড়াশিমলা ইউনিয়নের আমীরুজ্জামান, তারালী ইউনিয়নের আবু তাহের মোঃ সেলিম, নলতা ইউনিয়নের মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের আবু বক্কর সিদ্দিক, দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের আবদুর রহমান প্রমুখ। বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলুম অত্যাচার গুম খুন অন্যায় অবিচারের দীর্ঘ ১৬বছর পর আমরা নতুন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাশাসক শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সে তার বাবার মত দেশে একনায়কতন্ত্র বাকশাল কায়েম করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-জনতা সেটা রুখে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে এই যুব বিভাগ পারবে সমাজকে পরিবর্তন করতে। প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড যুব বিভাগের দায়িত্বশীলদের প্রত্যেক মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এ সময় বক্তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করা হয়।

রাণীশংকৈলে শিক্ষক সমাবেশ

রাণীশংকৈল প্রতিনিধি : রাণীশংকৈল উপজেলায় আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের আয়োজনে সভাপতি মিন্নাতুল্লাহ পাঠানের সভাপতিত্বে গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় কলেজ হলরুমে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- ডক্টর মোঃ খায়রুল আনাম, কেন্দ্রীয় মজলিসের সূরা সদস্য বাংলাদেশ,জামায়াতে ইসলামি ও উপদেষ্টা,বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন। প্রধান বক্তা অধ্যাপক বেলাল উদ্দীন প্রধান-উপদেষ্টা বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন,বিশেষ অতিথি অধ্যাপক মোঃ ফিরোজ বিশ্বাস-জেলা সম্পাদক বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন,মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম উপদেষ্টা বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশন। জওগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক জিয়াউর রহমানের সঞ্চালনায় কোরআন তেলায়তে আহসান হাবীব, ইসলামি সঙ্গীতে মোহাম্মাদ আলী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রভাষক আ.স.ম সালাউদ্দিন সুলতান। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, মাওলানা মাসউদ আলম, অধ্যক্ষ আল আমানাহ ইসলামিক একাডেমি, হাফেজ মোঃ সহিদুল্লাহ, শিক্ষক জ্যোতিষ রায়, প্রমুখ।

কয়রায় মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

কয়রা প্রতিনিধি : খুলনার কয়রায় মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে বিএনপি নেতাকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেও প্রতিপন্ন করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি ছাত্রদল কয়রা উপজেলার অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে এ অভিযোগ করেন কয়রা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন আহ্বায়ক এম এ হাছান। লিখিত বক্তব্য এম এ হাছান জানান, গত বৃহস্পতিবার আমার নাম উল্লেখপূর্বক কয়েকটি অনিবন্ধীত অনলাইন পত্রিকায় "সাংবাদিক সংগঠনের অফিস দখল নিয়ে ব্যক্তিগত অফিস বানালো বিএনপি নেতা হাসান" শিরোনামে একটি নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। যা সম্পূর্ন মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এবং আমাকে রাজনৈতিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তথাকথিত সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি তারিক লিটু ভুয়া তথ্য দিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনটি আমার কোন বক্তব্য ছাড়াই প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত বক্তব্য তিনি আরও জানান,কয়রা বাজারে অবস্থিত ইমান সুপার মার্কেটসহ কয়রা উপজেলায় আমার ব্যক্তিগত কোন অফিস নেই। ওই মার্কেটে অবস্থিত একটি ঘরে কয়রা সাংবাদিক ফোরাম নামে কোন অফিস ছিলো কিনা তা আমার জানা নাই। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ওই মার্কেটের মালিক মোঃ ইমান আলী সান কে তথা কথিত সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি তারিক লিটু বিগত ১৮ মাস ঘর ভাড়া না দিয়ে সাংবাদিকতা ও আওয়ামী দোষরদের প্রভাব খাটিয়ে চলতো। যার প্রেক্ষিতে পালা বদলের পর সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে ইমান আলী সানা কয়রা থানায় টাকা আদায়ের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই বিষয়টি নিয়ে সে বিভিন্ন ভাবে সড়যন্ত্র অব্যহত রাখে। ইমান আলী সানা আমার নিকট আত্নীয় হওয়ায় আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাকে ভুল বুঝিয়ে বিষয়টি আমার ঘাড়ে চাপানর চেষ্টা চালাচ্ছে। তথা কথিত সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি এমপি বাবুর দোষর তারিক লিটু কয়রার বিভিন্ন মানুষকে বিগত দিনে নানা ভাবে হয়রানি করে আসছে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ সহ কয়রা থানায় একাধিক সাধারণ ডায়েরী রয়েছে। বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে কতিপয় নেতা কর্মীদের ছত্র-ছায়ায় সে এ অপকর্মগুলো পরিচালনা করতো। তারিক লিটু জামাত বিএনপির নেতা কর্মীদের তালিকা করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন দিয়ে গায়েবী ও নাষকতা মামলা করাতো এবং তার বড় বানিজ্য ছিলো নাম অন্তভূক্ত করিয়ে অর্থ আদায় করা। তাকে ম্যানেজ না করতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঢুকিয়ে দেয়া হতো। সে আওয়ামী নেতা কর্মীদের দোষর থাকার কারণে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। তার পিতা কয়রা সদর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের ৩নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক, তার ফুফু (সুমাইয়া আমিন লতা) উপজেলা যুব মহিলা লীগের আহবায়ক, এ ছাড়া তারিক লিটু বিগত দিনের ছাত্রলীগ নেতা ছিল। তারিক লিটু ২০১৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গীবাদের উসকানী দেওয়া ও অপসাংবাদিকতার দায়ে প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল থেকে আজীবনের জন্য বহিস্কার এবং একাডেমি হতে সাময়িক বহিস্কার হয়।

সোনারগাঁ : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র দল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে।

৫২ বছরের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তানের জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : বছরের পর বছর অবনতি হচ্ছিলো পাকিস্তান ক্রিকেটের। বিদেশের মাটিতে তো ভালো করতে পারছিলোই না, এমনকি ঘরের মাঠেও যেন অচেনা হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে (সবশেষ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে) তারা ঘরের মাঠে জিততে পারেনি একটি টেস্টও। অবশেষে ‘কুফা’ কাটলো ইংল্যান্ডকে হারিয়ে। পাকিস্তানের দুই স্পিনার সাজিদ খান আর নোমান আলি রীতিমত কাঁদিয়ে ছেড়েছেন ইংলিশদের। মুলতানে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ইংলিশদের ১৫২ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-১ সমতাও ফিরিয়েছে শান মাসুদের দল। দুর্দান্ত জয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলেও উন্নতি হয়েছে পাকিস্তানের। এক ধাপ ওপরে উঠে এখন বাংলাদেশের পাশে নাম লিখিয়েছে তারা। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২০২৫ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে অষ্টম স্থানে আছে পাকিস্তান। এর আগে ইংলিশদের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে টেবিলের তলানিতে (৯ নম্বরে) চলে গিয়েছিল শান মাসুদরা। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জিততে ম্যাচের তৃতীয় দিন ২৯৭ রানের টার্গেট পেয়েছিলো ইংল্যান্ড। দিন শেষে ১১ ওভারে ২ উইকেটে ৩৬ রান তুলে ইংলিশরা। ফলে টেস্টের বাকী দু’দিনে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিলো ২৬১ রান এবং পাকিস্তানের দরকার ৮ উইকেট। এমন সমীকরণ নিয়ে গতকাল চতুর্থ দিন খেলতে নেমে নোমানের ঘূর্ণির সামনে অসহায় আত্মসমর্পন করে ইংল্যান্ড। ৩৩.৩ ওভারে ১৪৪ রানে গুটিয়ে যায় ইংলিশরা। দলের পক্ষে অধিনায়ক বেন স্টোকস ৩৭, ব্রাইডন কার্স ২৭ ও ওলি পোপ ২২ রান করেন। চতুর্থ দিন পতন হওয়া ইংল্যান্ডের ৮ উইকেটের সাতটিই নেন নোমান। আগের দিন ১ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ফলে ৪৬ রানে ৮ উইকেট নিয়ে ১৬ ম্যাচের টেস্ট ক্যারিয়ারে সেরা বোলিংয়ের নজির গড়ে নোমান। প্রথম ইনিংসে ১০১ রানে ৩ উইকেট ঝুলিতে ছিলো নোমানের। ঐ ইনিংসে ১১১ রানে ৭ উইকেট শিকার করেছিলেন সাজিদ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। ফলে পুরো ম্যাচে নোমান-সাজিদ মিলে শিকার করেছেন ২০ উইকেট। ১৯৭২ সালের পর এবার প্রথম টেস্ট ম্যাচে কোনো দলের দুজন বোলার মিলে ২০ উইকেট নিলেন।

বিশ্ব ফুটবলে আয়ে শীর্ষে রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বের ফুটবলারদের বার্ষিক অর্থ আয়ের বিবৃতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা সংস্থা- ফোর্বস। ম্যাগাজিনটির বিবৃতি অনুসারে, ২০২৪ সালের বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সব ফুটবলারকে ছাড়িয়ে অর্থ আয়ে সবার শীর্ষে আছেন পর্তুগালের এই তারকা। গেল এক বছরে ২৮ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছেন রোনালদো। অর্থ আয়ের দিক থেকে পর্তুগিজ এই তারকার ধারেকাছেও নেই কেউ। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসি। তিনি আয় করেছেন ১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। অর্থাৎ মেসি থেকে দ্বিগুণের বেশি আয় করছেন রোনালদো। ফোর্বসের এসব পরিসংখ্যানে আনা হয়েছে মাঠ ও মাঠের বাইরের (বিজ্ঞাপন, স্পন্সর ও অন্যান্য) সকল আয়। রোনালদোর আয় বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, রেকর্ড দামে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের সঙ্গে চুক্তি। ক্লাবটি থেকে বিশাল অংকের বেতন পান পর্তুগিজ তারকা। প্রতি মৌসুমে রোনালদোকে ২২ কোটি ডলার বেতন দেয় আল নাসর। বাকি ৬ কোটি ৫০ লাখ অন্যান্য উৎস থেকে আয় করেন ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা। অন্যদিকে ইন্টার মিয়ামি থেকে বছরে ৬ কোটি ডলার বেতন পান মেসি। বিজ্ঞাপন, স্পন্সর ও অন্যান্য চুক্তি থেকে আরও ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করেন আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর। ফুটবলের মধ্যে শীর্ষ আয়ের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে নেইমার জুনিয়র। যদিও তিনি গত বছরের অক্টোবর থেকে এসিএল ইনজুরিতে মাঠের বাইরে আছেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান এই তারকা গত এক বছরে আয় করেছেন ১১ কোটি ডলার। এর মধ্যে সৌদি প্রো লিগে নিজের ক্লাব আল হিলাল থেকে বেতন পেয়েছেন ৮ কোটি ডলার। বাকি অর্থ এসেছে অন্যান্য উৎস থেকে। তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন রিয়াল মাদ্রিদে রোনালদোর সাবেক সতীর্থ করিম বেঞ্জেমা। ফরাসি এই তারকার আয় ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এর মধ্যে প্রো লিগের ক্লাব আল ইতিহাদ থেকেই ১০ কোটি ডলার বেতন পান তিনি। বেঞ্জেমার আয়ের বাকি ৪০ লাখ ডলার আসে অন্যান্য উৎস থেকে। পঞ্চম স্থানে আছেন কিলিয়ান এমবাপে। ফ্রান্সের বিশ্বজয়ী এই তারকা গেল এক বছরে আয় করেছেন ৯ কোটি ডলার। যার মধ্যে ৭ কোটি ডলারই এসেছে বেতন থেকে। বাকি ২০ লাখ ডলার ২৫ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদ তারকা আয় করেছেন অন্যান্য উৎস থেকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এমন ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় আরলিং হালান্ডের। সব মিলিয়ে বিশ্ব ফুটবলারদের মধ্যে আয়ের দিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে আছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই ফরোয়ার্ড।

২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে যা বললেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল থেকে লিওনেল মেসির আর কিছুই পাবার নেই। ক্লাবের হয়ে সকল শিরোপাসহ ব্যক্তিগত যত অর্জন সব আগেই পূরণ করেছেন। আক্ষেপের জায়গা ছিল বিশ্বকাপ। সেটাও জিতলেন কাতারে, সেই সঙ্গে টানা দুই কোপা আমেরিকা। যা ফিটনেস তাতে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলারই কথা। তবে সেদিকে যাচ্ছেন না মেসি। তার লক্ষ্য এখন ক্যারিয়ারের বাকি সময়টা উপভোগ করা। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার ‘আমেরিকা লেজেন্ড’ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন মেসি। এই আয়োজনে উপস্থিত থেকে মেসি নিজে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। সেখানেই জানিয়েছেন বিশ্বকাপ খেলার চেয়েও তার কাছে এখন খেলাটাকে উপভোগ করাই গুরুত্বপূর্ণ। মেসি বলেছেন, ‘আপাতত বলা যায় (বিশ্বকাপ খেলবো), সময় হলে দেখা যাবে। সময়ের আগে যেতে পছন্দ করি না আমি বা বেশি দূরে তাকাতে চাই না। প্রতিটি দিন উপভোগ করতে চাই। আমার চাওয়া শুধু, ভালো অনুভব করা এবং খুশি থেকে যেন এই পর্যায়ে খেলে যেতে পারি।’ ‘যে কাজটি করতে সবচেয়ে ভালোবাসি (ফুটবল খেলা) সেটি করতে পারলেই খুশি থাকি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার চেয়েও এটা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনো লক্ষ্য ঠিক করিনি। বরং প্রতিটি দিন সুস্থ থাকতে চাই এবং ভালো থাকতে চাই।’- আরও যোগ করেন মেসি। মেসির ক্যারিয়ারে সবশেষ যোগ হয়েছে আরেকটি ট্রফি। কয়েকদিন আগেই জিতেছেন মেজর লিগ সকারের মর্যাদাপূর্ণ শিরোপা সাপোর্টার্স শিল্ড। মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির ইতিহাসে বড় ট্রফি এটি। দলকে এমন সাফল্যে ভাসিয়ে যেতে চান বলে জানিয়েছেন মেসি। রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী বলেছেন, ‘যখন এখানে (ইন্টার মায়ামি) আসার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেটা অবসর ভাবনা থেকে নেইনি। এখানে এসেছি ক্লাবকে বড় করে তোলার জন্য, দলকে শিরোপা জয়ে সহায়তা করতে। সেটা আমরা করছি এবং আরও কিছু করার কাছাকাছি আছি।’

আকবরের ব্যাটে প্রথম ম্যাচে জয় পেলো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ওমানে গতকাল শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ইমার্জিং এশিয়া কাপের আসর। উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে নেমেছে আকবর আলির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল। যেখানে আগে ব্যাট করতে নেমে বাবর হায়াতের ৮৫ রানের সুবাদে হংকং জাতীয় দল ১৫০ রান সংগ্রহ করে। সেই লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক আকবর। ফলে ১০ বল এবং ৫ উইকেট হাতে রেখেই লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা হংকংকে হারিয়েছে। জয় দিয়ে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য ছিল ১৫১ রানের। রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই হয় বাংলাদেশের। ওপেনিং জুটিতে ৩২ রান এনে দেন দুই ওপেনার জিশান আলম ও পারভেজ হোসেন ইমন। তবে ৬ রানের ব্যবধানে ২ উইকেট হারালে চাপে পড়ে বাংলাদেশ। এ সময় জিশানের ১১ রানের বিপরীতে ৫ রানে আউট হন সাইফ। দলীয় ৫৫ রানে ওপেনার ইমন ব্যক্তিগত ২৮ রানে ড্রেসিংরুমের পথ ধরলে চাপটা আরো বাড়ে। তবে চতুর্থ উইকেটে ৫৪ রানের জুটি গড়ে শুরুর ধাক্কা সামলে নেন তাওহিদ হৃদয় ও আকবর। আর তাতেই যেন জয়ের কাজটা প্রায় সেরে যায়। জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ফিফটি হাঁকানো হৃদয় ২৯ রানে ফিরলে তাদের জুটিটা ভেঙে যায়। পরে শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে নিয়ে জয়ের বন্দরে ছুটতে থাকেন অধিনায়ক আকবর। তবে দল যখন জয় থেকে ২২ রান দূরত্বে তখন রণে ভঙ্গ দেন অধিনায়ক। তাতে অবশ্য ১০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় পেতে বাংলাদেশের সমস্যা হয়নি। আকবরের ২৪ বলে ৪৫ রানের ইনিংসটিই ম্যাচ জয়ের মূল ভিত্তি। ৩ ছক্কা ও ৪ চারে ইনিংসটি সাজিয়েছেন ১৮৭.৫০ স্ট্রাইকরেটে। ১৫ বলে ১৯ রান করে জয়ের বাকি কাজটুকু সারেন শামীম। তার সঙ্গে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন ৮ রানে অপরাজিত থাকা রাব্বি। এর আগে ওমানের আল আমিরাত ক্রিকেট গ্র্যাউন্ডে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে বাবর হায়াতের ৮৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে ৮ উইকেটে ১৫০ রানের সংগ্রহ পায় হংকং। প্রতিপক্ষকে অল্পতেই আটকানোর সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। রিপন মণ্ডলের দুর্দান্ত পেসের সামনে ৯ রানে ২ উইকেট হারিয়েছিল হংকং।

মিরপুর টেস্টের সাকিবের পরিবর্তে দলে মুরাদ

স্পোর্টস ডেস্ক : হলো না, অবশেষে মিরপুরে বিদায়ী টেস্টটা খেলা হচ্ছে না সাকিব আল হাসানের। গত বৃহস্পতিবার রাতে দেশে ফেরার কথা থাকলেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জটিলতায় দেশে ফেরা হয়নি সাকিবের। এবার মিরপুর টেস্টের দল থেকেও তাকে সরিয়ে নিয়েছে বিসিবি। ফলে আর কোনো আশাই থাকলো না সাকিবের। মিরপুর টেস্টের স্কোয়াডে সাকিবের বদলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদকে। এর আগেও দলে ডাক পেয়েছেন মুরাদ, তবে ম্যাচ খেলা হয়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণির অনেক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মুরাদের। সেখানে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদেই মিলেছিল জাতীয় দলে ডাক।

তবে এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন হাসান মুরাদ। ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের আগে টেস্ট ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। সাথে জানিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম ম্যাচটা মিরপুরে খেলে তবেই বিদায় জানাতে চান টেস্ট ক্রিকেটকে।

বিশ্বকাপের আগে নতুন কোচ পেলো ইংল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরো কাপে ইংল্যান্ডের ব্যর্থতার পরেই কোচের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন গ্যারেথ সাউথগেট। সেই শূন্যস্থান অবশেষে ভরাট করল ইংল্যান্ড। জার্মান টমাস টুখেলকে কোচ করল হ্যারি কেনদের ফেডারেশন। দশকের পর দশকের ট্রফি খরা কাটানোই প্রধান কাজ হতে চলেছে তাদের। অতীতে প্যারিস সঁ জরমঁ, চেলসি, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মতো দলকে কোচিং করিয়েছেন টুখেল। গত মৌসুমের পর বায়ার্নের কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কোচ বাছতে গিয়ে প্রচুর খোঁজ চালিয়েছে ইংল্যান্ড ফুটবল সংস্থা বা এফএ। অবশেষে টুখেলকেই পছন্দ হয়েছে তাদের। জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব নেবেন টুখেল। টুখেল রাজি শুনতেই তাঁকে কোচ হিসাবে লুফে নেয় এফএ। তাদের পছন্দের তালিকায় ছিল টুখেলের নাম। তবে তারা এমন বিদেশি কোচ খুঁজছিল যার ইংল্যান্ডের ফুটবলে অভিজ্ঞতা রয়েছে, ইংরেজি বলতে পারেন এবং অতীতে প্রিমিয়ার লিগ বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে কোচিং করিয়েছেন।

তথ্যপ্রযুক্তি

আকাশপথে চলবে এয়ার ট্যাক্সি

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : অ্যাপ ক্যাবের দৌলতে স্মার্টফোনের সাহায্যে সহজেই অনেক শহরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। এবার যানজট উপেক্ষা করে আকাশপথেই ট্যাক্সি চালানোর উদ্যোগ চলছে। অনেক স্টার্টআপ কোম্পানি বিদ্যুতচালিত ট্যাক্সির কনসেপ্ট ও মডেল সৃষ্টি করছে এমন যানের বাজারও বাড়ছে, অনেক কোম্পানি প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ টোমাস এম ফ্রিসাখার বলছেন, আমার মতে, কয়েক ডজন থেকে শুরু করে হয়তো একশোরও বেশি কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি টিকে যাবে। মার্কিন বিমানবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে এয়ার ট্যাক্সি চালু করার পরিকল্পনা করছে। এশিয়ার গাড়ি কোম্পানি হিউন্ডে ও এক্সপেং-ও সেই ব্যবসায় পা রাখতে চায়, তারা ইলেকট্রিক গাড়িতে একই ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক এয়ার ট্যাক্সি কোম্পানি ২০২৫ সালে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহণ শুরু করতে পারে। জার্মানির অটোমোবাইল ক্লাব এডিএসি আকাশপথে উদ্ধারকাজের জন্য ভোলোকপ্টার ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। ভোলোকপ্টার কোম্পানির কর্মকর্তা অলিভার রাইনহার্ট বলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের আকাশযানের দাম হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক কম। ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম। আকাশপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধি-নিয়ম অত্যন্ত কড়া। কোনো আকাশযান উৎপাদন শুরুর আগে অনেক পরীক্ষায় সেটিকে পাশ করতে হয়। দুর্ঘটনার ঝুঁকি একশো কোটি ফ্লাইট আওয়ার্সে মাত্র এক বার। অলিভার রাইনহার্ট দাবি করেন, তাদের নিরাপত্তার বিধিনিয়মও হুবহু ইউরোপে যে কোনো যাত্রীবাহী বিমানের মতো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি ইউরোপের আকাশে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এয়ার ট্যাক্সি চালানোর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাইলটদের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসছে। তাদের নতুন সার্টিফিকেশন ও প্রশিক্ষণ কোর্স করতে হচ্ছে। ইএএসএ প্রধান জুসেপে স্কানাপেভো বলেন, আমরা যে সব বিধিনিয়ম প্রকাশ করেছি, তার আওতায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে বিমান বা হেলিকপ্টারারের জন্য কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স আছে, এমন ব্যক্তি সেই যান চালাবেন। তার জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রয়োজন। ভোলোকপ্টারই প্রথম কোম্পানি হিসেবে পাইলট প্রশিক্ষণের অনুমোদন পেয়েছে। এখন তারা এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্থির করছে। অলিভার রাইনহার্ট বলেন, আমাদের কমার্শিয়াল লাইসেন্স পাওয়া এমন পাইলটের প্রয়োজন, যিনি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী বিমান অথবা হেলিকপ্টার চালিয়েছেন। তাঁকে শুধু নতুন যান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, তুষারপাত, বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি ও উত্তাল বাতাসের মতো জরুরি পরিস্থিতিতেও পাইলটকে এয়ার ট্যাক্সি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সিস্টেমে গোলোযোগও সামলাতে হবে। পাইলটদের জন্য টেকঅফ ও ল্যান্ডিং-ও বিশেষ স্ট্রেসের কারন। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ টোমাস এম ফ্রিসাখার মনে করিয়ে দেন, যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী টেকঅফ ও ল্যান্ডিং পর্যায়েই সবচেয়ে বেশি অঘটন ঘটে। এয়ার ট্যাক্সি সত্যি বড় আকারে চালু হলে সম্পূর্ণ নতুন এয়ার রুট এবং নতুন ট্রাফিক বিধিনিয়মের প্রয়োজন হবে। ইউরোপের আকাশে নতুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে ইউ-স্পেস সিস্টেম কার্যকর করা হচ্ছে। স্কানাপেভো বলেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আমরা কিছু নতুন নীতি তুলে ধরছি। কিন্তু ‘হাই স্পেস’ প্রত্যেক সদস্য দেশের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। প্রশ্ন হলো, বাস্তবে গোটা বিষয়টা ঠিক কেমন হবে এবং কীভাবে কাজ করবে? জার্মান এয়ারোস্পেস সেন্টারের বিয়াংকা শুখার্ট বলেন, উড়াল স্থির হলে ভার্টিপোর্টে এয়ার ট্যাক্সি অপেক্ষা করবে, সরাসরি সেই যানে উঠে আকাশপথে একই শহর, পাশের শহর অথবা পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায়। বাজারে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০০টি শহরে এয়ার ট্যাক্সিব্যবহার করা হতে পারে।

বাংলাদেশ থেকে ১ কোটির বেশি ভিডিও সরালো টিকটক

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : কমিউনিটি গাইডলাইনস লঙ্ঘন করায় বাংলাদেশ থেকে টিকটক ১ কোটি ২১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৪৫টি ভিডিও সরিয়ে ফেলেছে। টিকটক সম্প্রতি ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যেখান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ের তথ্য এই প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। যেখানে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট ১ কোটি ২১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৪৫টি ভিডিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে যা প্রথম প্রান্তিকে ছিল ৭১ লাখ ৭১ হাজার ৮৩২।

এছাড়াও বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে ভিডিও অপসারণের হার ৯৯.৬ শতাংশ যেখানে ৯৭.২ শতাংশ ভিডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী মুছে ফেলা ভিডিওগুলোর মধ্যে ৩১ শতাংশ কনটেন্ট ছিল সংবেদনশীল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যা টিকটকের কনটেন্টের নীতিমালার সাথে সঙ্গত নয়। এ ছাড়া এই ভিডিওগুলোর মধ্যে ১৫.১ শতাংশ ভিডিও প্ল্যাটফর্মের সুরক্ষা মানদণ্ড লঙ্ঘন করে, এবং ৪.৭ শতাংশ ভিডিও সরানো হয় গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার নির্দেশনা ভঙ্গ করার জন্য।

এবার যোগ্যতা থাকলেই চাকরি দিবে গুগল

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে থাকা গুগলে চাকরি পাওয়াটা সবার কাছে স্বপ্নের মতো। শুধুমাত্র শিক্ষানবীশদেরই বেতন বছরে প্রায় ৮০ হাজার ডলারের মত। ছয় অঙ্কের বেতন দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে, যে সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২০ হাজার ডলারের সমান। গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশিরাও এই বিশাল প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানটিতে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। মেধার ভিত্তিতে যথেষ্ট যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে তারা উতড়ে যাচ্ছে গুগলের পরীক্ষায়। শামিল হতে পারছে চূড়ান্তভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় চার হাজার জনশক্তির মধ্যে, যাদেরকে প্রতিবছর খুঁজে বের করা হয় প্রায় ২৫ লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই এসব বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ‘এন্ট্রি লেভেল’-এর চাকরি বা গুগলে শুরুর সময়ের চাকরির জন্য কেমন কর্মী খোঁজে সংস্থাটি বা আবেদনকারীদের মধ্যে কী কী খোঁজে গুগল। সুন্দর পিচাই বলেছেন, গুগল খোঁজে ‘সুপারস্টার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’, তার সঙ্গে প্রয়োজন নতুন কিছু শেখার ইচ্ছে এবং নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা। গুগলে সৃজনশীলতা ও উদ্বাবনী শক্তিকেও মূল্যবান কিছু মনে করা হয় বলেও জানিয়েছেন পিচাই। এর সঙ্গে বিনা মূল্যে খাবার দেওয়ার বিষয়টিকেও সামনে এনেছেন তিনি। তার মতে, এটা দলগত ভাবনা তৈরি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে। সুন্দর পিচাই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তুলেছেন সাক্ষাৎকারে। গুগলে তার শুরুর দিনগুলোতে ক্যাফেটেরিয়ায় অনেকটা সময় কাটাতেন বলে জানান সুন্দর পিচাই। সেখানে কাজসংক্রান্ত নানা আলোচনাও হতো বলে স্মৃতিচারণা করেন সুন্দর পিচাই। ক্যাফে স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়া এবং নতুন ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গুগলের এ ধরনের উদ্যোগের সুবিধা খরচের চেয়ে অনেক বেশি। এটি গুগলের সহযোগিতামূলক পরিবেশকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বছরের জুনের হিসাবে ১ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি কর্মচারী কাজ করছেন গুগলে। সেরা প্রতিভাকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে এখনো শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানটি। সুন্দর পিচাই বলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ চাকরীপ্রার্থী, যারা গুগলে চাকরির অফার পান, তারা তা গ্রহণও করেন। এটি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে কোম্পানির দৃঢ় আবেদন ও অবস্থানের প্রতিফলন। শুরুর পর্যায়ের চাকরির (এন্ট্রি-লেভেল) ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীদের অবশ্যই নিজেদের মধ্যে আলাদা কিছু থাকতে হয়, আলাদা কিছু করতে হয়। গুগলের সাবেক নিয়োগকারী কর্মকর্তা নোলান চার্চ গণমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডারকে বলেন, চাকরিপ্রত্যাশীদের ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এর মানে হলো শুধু গুগলের মূল্যবোধগুলো বোঝা নয়, বরং কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্দিষ্ট উপাদানগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

ফোনের গ্যালারির স্টোরেজ খালি করবেন যেভাবে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : ফোনের স্টোরেজ পূর্ণ হয়ে অনেকের ফোন হ্যাং করে। এমন অবস্থায় কোন ছবিগুলো রাখবেন, আর ডিলিট করবের তা নিয়েও ঝামেলায় পরতে হয়। এই পরিস্থিতিতে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ফোন ঠিক রেখে হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ছবি ডিলিট করা যায়।

১. ছবি নিরাপদে গুছিয়ে রাখার সহজ উপায় হল ফটো স্টোরেজ সফটওয়্যার-এর ব্যবহার। আইফোন হলে অ্যাপল ফটো এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য গুগল ফটো অ্যাপ। দুই অ্যাপেই ছবি সুরক্ষিত রাখা যায়, এবং অনলাইনে আদান-প্রদান করা যায়। এর ফলে ফোনে থাকা ছবি অনায়াসে ডিলিট করে এখানে জমা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অ্যাপেলে ৫ জিবি আইক্লাউড স্পেস থাকে বিনামূল্যে, এরপরে বাড়তি জায়গার প্রয়োজন হলে টাকা দিয়ে তা কিনতে হয়। গুগল ড্রাইভে ১৫ জিবি ফটো জমিয়ে রাখা যায়।

২. বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মোবাইলে অটো ডাউনলোড হতে থাকে অপ্রয়োজনীয় ছবি-ভিডিও। ফলে ফোনের সেটিংসে গিয়ে ‘অটো-ডাউনলোড’ অপশন বন্ধ করুন এবং এই ধরনের সব অপ্রয়োজনীয় ছবি ভিডিও মুছে ফেলুন। ৩. ক্যামেরা, ডাউনলোড, হোয়াটসঅ্যাপ ইমেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছবিগুলো বিভিন্ন অ্যালবাম তৈরি করে রাখুন। এতে অপ্রয়োজনীয় ছবি ডিলিট করতে সুবিধা হবে। ছবি খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।

৪. অ্যাপেল হোক বা গুগল ফটো পছন্দের ছবিতে ফেভারিট অপশন ব্যবহার করুন। যে ছবিগুলো আপনার কাছে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এই ফেভারিট অপশন ব্যবহার করুন। পরে প্রয়োজন শেষ হলে তা ডিলিট করে দিন। এর পাশাপাশি মাসে একটি দিন নির্দিষ্ট করে রাখুন যে দিন অপ্রয়োজনীয় সব ছবি মোবাইল থেকে সময় নিয়ে মুছে ফেলুন এর ফলে আপনার ফোন হ্যাং হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

অ্যাপ ডাউনলোডে যেসব সতর্কতা প্রয়োজন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : নানান কাজে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা ফোন অ্যাপ ব্যবহার করেন। গুগল প্লে স্টোরে হাজার হাজার অ্যাপের ভিড়ে নকল অ্যাপের সংখ্যাও কম নয়। এসব অ্যাপের মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা প্রতারণা করে যাচ্ছে। তাই অ্যাপ ডাউনলোডের সময় সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনিরাপদ অ্যাপ ব্যবহারের ফলে ডিভাইস এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। গুগল প্লে বা অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোডের সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখুন-

১. রিভিউ এবং রেটিং চেক করুন
অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে তার রিভিউ এবং রেটিং পরীক্ষা করা উচিত। ব্যবহারকারীরা যে অ্যাপটি ব্যবহার করেছেন, তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে। অধিকাংশ পজিটিভ রিভিউ সহ অ্যাপ সাধারণত নিরাপদ হতে পারে, তবে কিছু ক্ষেত্রে জাল রিভিউও থাকতে পারে। তাই রিভিউগুলো ভালো করে পড়ুন এবং যদি সম্ভব হয়, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে অতিরিক্ত তথ্য খুঁজুন।

২. ডেভেলপারের পরিচিতি : অ্যাপটির ডেভেলপার সম্পর্কে জানুন। পরিচিত ও বিশ্বস্ত ডেভেলপারের তৈরি অ্যাপ সাধারণত নিরাপদ হয়। নতুন বা অজ্ঞাত ডেভেলপারদের অ্যাপ ডাউনলোড করার সময় সতর্ক থাকা উচিত। ডেভেলপারের ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের পণ্য ও পরিষেবার সম্পর্কে জানতে পারেন।

৩. অনুমতির বিবরণ : অ্যাপ ইনস্টল করার সময় যে সমস্ত অনুমতি চাওয়া হচ্ছে, সেগুলো পরীক্ষা করুন। অনেক সময় অ্যাপ এমন সব অনুমতি চাইতে পারে, যা তার কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। যেমন, একটি সাধারণ গেম যদি আপনার যোগাযোগ তালিকা বা অবস্থান জানতে চায়, তাহলে সেটি সন্দেহজনক হতে পারে।

৪. নিরাপত্তা স্ক্যান: গুগল প্লে এবং অ্যাপ স্টোর সাধারণত নিজেদের নিরাপত্তা স্ক্যানিং ব্যবস্থা রয়েছে, তবে আপনার ডিভাইসের সুরক্ষার জন্য একটি ভালো অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত। এটি নতুন অ্যাপ ইনস্টল করার পর সেগুলি স্ক্যান করতে সাহায্য করবে এবং বিপজ্জনক ফাইলগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

৫. সিকিউরিটি আপডেট : অ্যাপগুলো নিয়মিতভাবে আপডেট করা প্রয়োজন, কারণ আপডেটগুলো সাধারণত সুরক্ষা ত্রুটি এবং বাগ ফিক্স করে। ডাউনলোড করা অ্যাপের জন্য আপডেট চালিয়ে যান এবং নিশ্চিত করুন যে সবকিছু সর্বদা আপডেট রয়েছে।

৬. ফিশিং ও স্ক্যাম থেকে সাবধান : অনেক সময়, ব্যবহারকারীদের নকল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে নিয়ে যেতে ফিশিং প্রচেষ্টা হতে পারে। এ ধরনের সাইটগুলোতে প্রবেশ করলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে। ডাউনলোড লিঙ্ক সবসময় অফিসিয়াল স্টোর থেকে নেয়া উচিত।

৭. ডিভাইসের নিরাপত্তা সেটিংস : ডিভাইসে সঠিক নিরাপত্তা সেটিংস প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অজানা উৎস থেকে অ্যাপ ইনস্টল করা নিষিদ্ধ করুন এবং শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

৮. ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষা : আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যদি অ্যাপটি আপনার তথ্য সংগ্রহ করে, তাহলে সেটি কিভাবে ব্যবহার হবে, তা জানুন এবং প্রয়োজনমতো অনুমতি সীমাবদ্ধ করুন।